

ମଞ୍ଜୁଳତା

ନିତ୍ୟବର୍ଧି-ବିଦ୍ୟାପୁର

B/B
4809

Acc. No. 10293

১০৭১

Date- 29.3.96

Item No. ৬/৮-48০৭^৪

Don. By

লক্ষ্মণসেন।

[পঞ্চাঙ্গ ঐতিহাসিক নাসিক]

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীনিত্যবোধ বিচারত্ব প্রণীত

প্রকাশক ;—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

*২নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।

প্রথম ছাপা ; সন ১৩২৭ আষাঢ়।

• দ্বিতীয়বার ছাপা ; সন ১৩২৭ আষাঢ়।

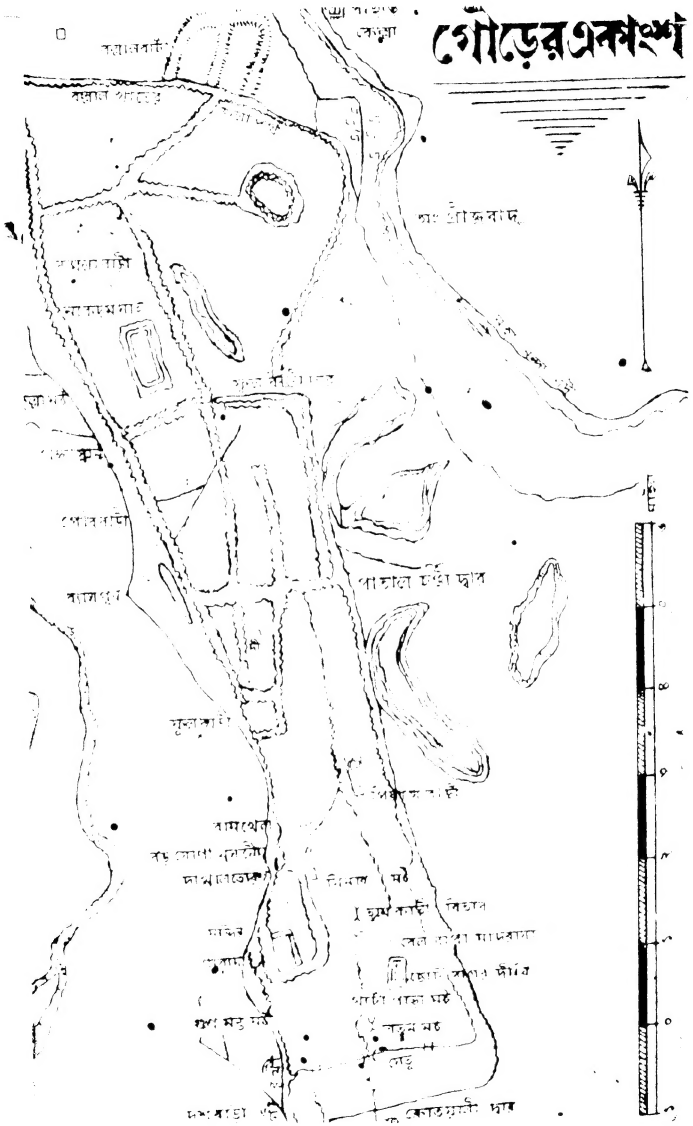
১.
ব্রহ্মসংস্কৃত-সংস্কৃত।]



Calcutta :

PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,
AT THE SIDDHESWAR PRESS,
11, Jadunath Sen's Lane.

গৌড়ের প্রকৃতি



উৎসর্গ পত্র ।

বাকালীর অন্তরের ও বাহিরের রাজাধিরাজ মহারাজ বল্লালসেনের
বংশাবতংস

স্বর্গীয় মহাআচারামকমল সেন মহোদয়

যিনি

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দাওয়ানী

পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন,

যাহার সহিত গ্রন্থকারের পূর্বপুরুষগণ

অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন,

যাহার বংশের বহু কুল-প্রদীপগণ,

বন্ধের বহু বিভাগ, বহু সমাজ ও সংস্কারের মধ্য দিয়া

কীৰ্ত্তিশালী হইয়াছেন

ও

গ্রন্থকার ও তাহার পরবর্ত্তী পুরুষগণও

যাহার বংশাবলীর সহিত

সমান স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ আছেন,

সেই বিক্রমপুরগরিমার উদ্দেশে

তাঁহারই পূর্বপুরুষ, পূর্বগণের জ্যোতিষ্মান সূর্য্যবংশের

মহনীয় চরিত্রের কণামাত্রপ্রদর্শী

“ললিতমোহনসেন”

অর্পণ করিয়া, সকলের নিকট প্রার্থনা ;—

হে বঙ্গবাসীগণ,

একজনের সন্মান, সকলের সন্মান হউক,

একজনের উদ্দেশে অর্পণ,

জাতীয় ভালবাসায়,

সকলে য য প্রতি অর্পণ ভাবুন ।

গ্রন্থকার !

যিনি এশিয়া ও যুরোপ খণ্ডেও পরিচিত, যাঁহার বহু নাটক কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, সিংহল প্রভৃতি বহু নগরের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বহুভাষায় অভিনীত হইয়া লক্ষ লক্ষ দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া আছে, সুদূর জার্মানীতেও যাঁহার গ্রন্থমালা প্রসারে Otto Harrassowitz কোম্পানী পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন, সেই যশস্বী বিজ্ঞারত্ন মহাশয় রচিত এই নূতন নাটক-সম্বন্ধে তাঁহার দেশবাসীদত্ত কয়েকটি মন্তের সার এবার দিতেছি।

ভারতের কৃত্তী সন্তানশ্রু আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বিজ্ঞারত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছেন :—

“লক্ষ্মণসেন” পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ইহাতে রচনাচাতুর্য্য আছে— অনেক ভাবিবার বিষয়ও পাইয়াছি। দেশের লোক ও ইতিহাস লইয়া নাটকখানি রচিত। ইহা সর্বসাধারণের আদরের হইবে সন্দেহ নাই।”

বঙ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীবৃদ্ধ কীর্ত্তোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ শ্রীবৃদ্ধ বিজ্ঞারত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছেন :—

প্রিয় ভ্রাতঃ !

তোমার প্রদত্ত নাটক লক্ষ্মণসেন পাঠ করিলাম। পাঠে আমার আন্তরিক প্রীতি তোমাকে জানাইতেছি। সমব্যবসায়ী আমি, সুসমালোচনা ভিকার লক্ষ্য আমিই নিত্য পাঠকবর্গের নিকট অল্পলি পাতিয়া থাকি। এরূপ কেন্দ্রে আমার এ পুস্তকের সম্বন্ধে অভিমত সন্নিবেশ না হইলেও,

বেশ দেখাইয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধর্মের অঙ্গ করিতে গেলে, যে বিভ্রাট ঘটে তাহাও ইহাতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই লক্ষণসেন দ্বারা রচিত্তা দেশপ্ৰীতি কিনিয়াছেন, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সম্পাতে অশেষ মঙ্গল দেখাইয়াছেন। যে দেখিতে জানে সেই বুঝিবে গ্রন্থকার এত প্রসিদ্ধ কেন। যে বুঝিবে উহাকেই বলিতে হইবে, ইহা একখানি সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর রচনা, সকল উপাদানই সুন্দর, সহজ ও স্বাভাবিক। এদেশ প্রীতির নিদান কিনিলে, কাচমূল্যে কাঞ্চন পাইবেন। এ গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার জাতির প্রবীণ ও নবীন সকলেরই আশীর্বাদ ও প্রসঙ্গ পাত্র হইলেন।”

ইণ্ডিয়ান মিররের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মহাশয় বলেন :—

Pandit Nityabodh Vidyaratna the well known playwright of Mr. Madan's Theatres has added a fresh feather to his cap. His new play called "Lakhan Sen" is not only having a successful run at the Minerva Theatre but the first edition of the book is nearly exhausted which is an undoubted testimony of its great popularity amongst the Bengali-reading public. Apart from its success on the stage the book itself is a literary product of no mean order and its historic value lies in the fact that the author has in this work tried and successfully tried to defend the great Ballal and his worthy son Lakhan against the unjust and unmerited attacks made upon their character by some ill-informed

and ill-natured writers who were actuated more by caste prejudice than a sense of historic justice. Pandit Nityabodh has given an altogether different complexion to the oft-repeated calumny against the character of Lakhan Sen to the effect that he slunk away from his capital at the approach of Bakhtiyar Khilji and has placed his character in a new and highly favourable light. His portraiture of the character of great Ballal is such as to justify his claim to be regarded as the father of the Bengali race and it is a literary achievement of which any author may well feel proud. The book has been very appropriately dedicated to the memory of the late Dewan Ram Comal Sen of the Colootola Sen family whose remote ancestors claiming descent from the great Ballal came and settled at Garifa in the District of Hooghly in times gone by. We heartily congratulate Pandit Nityabodh Vidyaratna on the success of his book.

সর্বজনাদৃতা বহুমতী লেখেন :—

“কোরিহিয়ার্নের সুপ্রসঙ্গি ষ্টেজ-অখার সর্বজন-পরিচিত নাট্যকার শক্তি স্মিত নিত্যবোধ বিজ্ঞান মহাশয় বিরচিত পঞ্চাশ ঐতিহাসিক নাটক “লক্ষ্মণসেন” আজকাল মহাসমাদ্রোহে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের কথা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রাচীন

স্বতিপূর্ণ “লক্ষ্মণসেন”—রচনার বিস্তারিত মহাশয়ের স্বভাব-সুলভ, বিষয়-নির্দোষ-পটুতাই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিস্তারিত মহাশয়ের নাট্য-প্রতিভা আজ কয় বৎসর পার্শী থিয়েটারের উৎকর্ষতা সাধনে ব্যাপৃত ছিল, মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তাহা আবার বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দিকে প্রবাহিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্থ হইলেন। বঙ্গসাহিত্যে একাদশ-বৃহস্পতি, প্রেমের-পাথার প্রভৃতি এবং হিন্দী সাহিত্যে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি বিস্তারিত মহাশয়ের অক্ষয়-কীর্তি-স্বরূপ হইয়া আছে। সহযোগী ইংরেজী পত্রের সহিত আমরা তাঁহার “লক্ষ্মণসেনকে” সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

সাহসী ও প্রাক্ত অমৃতবাজার প্রকাশ করিয়াছেন :—

“Lakshmana Sen”—This is a historical drama in five acts, written by Pandit Nityabodh Vidyaratna of the Parsi Stage fame. From the beginning it is remarkable that the author has steered his course through continual sectarian disputes without any prejudice or bias. Moreover, the facts that are essential to the rise and fall of a nation, politically considered, have been ably delineated without any sacrifice whatsoever to the drama. In the character of Padmakshi, the author has really drawn a good picture of a woman unsexed and we hope, the attention of our society will be drawn to the eternal cry of woman-hood, which she voices. No doubt, that the book has left the author's fame untarnished, nay, it has added to it. We wish the new

VII

production every success, which, we hope, it will surely command.

দেশমাতা হিতবাদীর মত :—

“নাটক হিসাবে এই গুপ্তকথানি বড় সুন্দর হইয়াছে। বিজ্ঞারত্ন মহাশয় এই নাটকে কুমার লক্ষ্মণসেন, দুর্গীন, পদ্মাকী ও শিলাদেবী প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন মুসলমান আগমনে ভীত হইয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন নাই, রাজপুরুষগণের বড়বয়ে এক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে গমনপূর্বক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, বিজ্ঞারত্ন মহাশয় ইহাই বলিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের কলঙ্ককালনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। আমরা আশা করি, এই গুপ্তক পাঠে পাঠকগণ আনন্দলাভ করিবেন।

পুরুষগণ ।

মহারাজ বল্লালসেন	...	বরেন্দ্র, রাঢ়, বগুড়ি, বঙ্গ প্রভৃতির
	...	অধীশ্বর । (গোড়েশ্বর ।)
মহারাজ লক্ষ্মণসেন	...	ঐ পুত্র ।
কুমার কেশব	...	ঐ ঐ পুত্র ।
বলদেব	...	ঐ পুরোহিত ।
ধর্মগিরি	...	ঐ অমাত্য ও ধর্ম্মাধিকার ।
গালব	...	ঐ ঐ সহকারী ।
ভুলসেন	...	ঐ পার্শ্বচর ।
সুবেণ	...	ঐ নগর রক্ষক ; পরে চৌরোদ্ধরণিক ।
ঔবসেন (ছদ্মবেশে হেয়াদ)...		ঐ ভ্রাতৃপুত্র ।
জয়ন্ত (পরে জোহান্)	...	সম্রাট কুলীন-ব্রাহ্মণ ।
বল্লভচন্দ্র	...	গোড়ের প্রধান ধনী, বণিক-সম্প্রদায়ের
	...	নেতা ও মগধেশ্বরের স্বগুরু ।
কমল	...	ঐ দৌহিত্র । (মগধ রাজকুমার ।)
বারাহমুশাহ	...	মুসলমান-সর্দার ।
গোরা সর্দার	...	ঐ দলভুক্ত হিন্দু । (রাজদ্রোহী)
চুলীন	...	ঐ দলভুক্ত নিরাশ্রয় বালক ।
নিরামণ্ড	...	ঐ স্তম্ভচর । পরে বক্তিরায়ের সহকারী ।
মহম্মদ বক্তিরায় খিলিজী	...	মহম্মদ ঘোরীর ঐতিনিধিরূপে অবস্থিত
	...	কুতুবউদ্দীনের পূর্বদেশের ঐতিনিধি ।
হারদর, জেহাত, জোহান্	...	ঐ অধিনায়কগণ ।
হেয়াদ	...	ঐ পথপ্রদর্শক । (ছদ্মবেশী ঔবসেন)

অন্নদেব	...	ভক্ত ও বিখ্যাত কবি ।
লুকা	...	মেছ-সদ্যার ।
সাধানন্দ (ফুলবাবা)	...	বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ।

সাম্প্রিক ব্রাহ্মণ, প্রহরীগণ, নাগরিকগণ, বণিকগণ, সভাসদগণ,
 হিন্দু ও মুসলমান সৈন্তগণ, কোঁচ, মেছ ও তিহিক
 সৈন্তগণ, সামস্তবর, নটগণ, টহলদার বালক-
 গণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

শিলাদেবী	...	মহারাজ বলাল-মহিষী ।
বিজয়া	...	শ্রুষ্ণেয়র স্ত্রী ।
বল্লভ-কস্তা	...	মগধরাজমহিষী । (কমলের মাতা)
পদ্মাকী	...	অন্নস্তের গল্পী ।
শূদ্রাণী	...	পদ্মিনী-লক্ষণাক্রান্তা শূদ্ররমণী ।
হোরা	...	ঐ সঙ্গিনী ।

পদ্মিনী, নটগণ, ভট্টবধূগণ, কৃষক-রমণীগণ,
 নর্তকীগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

গানের সূচী ।



অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর	১১৫ পৃষ্ঠা
অহো নীল নভঃ	১৩৩ "
আমি বাসতে ভাল রইলু ব'সে	৯০ "
আর কেন হাসি তার	৫৬ "
এই 'ত' সে দেশ সোণার বঙ্গ	২ "
এমন চাঁদের কোলে এমনি হাওয়ায়	৬৩ "
এস সন্ধ্যা, এস বন্দা	৫৩ "
ওকে, কোথায়, কোন্‌খানে	৩৯ "
ওরে সব দিন হোত না এক সমান	১০৭ "
গগনে মগন হও তারাহার	১০৫ "
তুমিই দেশের সকল আশা	৯০ "
তুমি বিধু, তুমি মধু, তুমি যে আমার	৬১ "
তুমি হে পুরাণ বঁধুরা	১০০ "
সুখা রূপেরি আশে	১২২ "
সেবক প্রতি করুণা অতি	১২২ "

নর্তকীগণের সকল গীতই—৬১, ৬২, ১০০ বা

১২২ পৃষ্ঠায় আছে।

—:***:—

শূদ্রাণীর সকল গীতই—৫৬, ৯০, ১০৫, ১০৭,

১১২, ১১৫ বা :৩৩ পৃষ্ঠায় আছে।

—:***:—

অন্যান্য গীতের জন্য গানের সূচী দেখুন।

প্রস্তাবনা ।

(ক্ষেত্র-পার্শ্বস্থ গৃহ-প্রাঙ্গণ ।)

[সময়—প্রাঃ ; স্থান—গোড় ।]

[আম, কাঁঠাল, কদলী ইত্যাদি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে ; অপরদিকে
পুল্লিত উদ্ভানের একাংশ দেখা যাইতেছে ; ধাত্তের গোলা,
বৎস ছুড়পান করিতেছে ; কাটা-ধান মস্তকে লইয়া কৃষক-
রমণীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি । নট, নটী, ভট্টপুরুষ ও
ভট্টনারীগণ । দুইটী নটী দুইটী নটের দিকে .
উৎসুক- নয়নে দেখিতেছে—দুইটী নট
সঙ্গেহে নটী দুইটীকে দেখিতেছে ।

১ম নটী ১ম নটকে ও

২য় নটী ২য় নটকে

সুধাইল :—]

১ম নটী । কোথা ধানের পানায়, রোদের আভায়, সোণা চিক্‌চিক্‌ করে ?

২য় নটী । কোথা রাক্ষা মুখে, রোদ্‌ লাগলে, পদ্ম ফুটে পড়ে ?

১ম নট । যেথা চাঁদের কোলে, কুমুদ বোলে, হাসে জলাশয় ।

২য় নট । যেথা রবির করে, কমল তরে, ভ্রমর পাগল হয় ।

নটীদ্বয় । কোথা আম কাঁঠালের, ছায়ার ঘেরা, দরায় ভরা সারাদেশ ?

ভট্টনারীগণ । যেথা লক্ষণ আছে, বল্লাল আছে, নেইকো বাসের

বনের শেষে

গীত ।

ভটগণ ও কৃষক-রমণীগণ ।

এইত' সে দেশ, সোণার বঙ্গ, এদেশ অঙ্গে আছে সব ।

শৌর্য্য বীৰ্য্য আৰ্য্যকীর্তি, সৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব যশঃ গৌরব ॥

নটগণ । কোন দেশ হেন সুধের স্বর্গ, অতুল-কীর্তি নৃপতিবর্গ,

• লক্ষণ ধরে সমরে খড়া, বঙ্গালের কৌলীশ্বরব ॥

নটীগণ । কোন দেশে উষা পূরব-ভাগে, সিন্দূর পরে সবার আগে,

কোন দেশে ফোটে কেতকী-কমল, প্রাবৃটে ছোটে হেন সৌরভ ॥

নটগণ । কার মুক্তহস্ত লজ্জা শির, তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমগিরির,

“পাতালচণ্ডী” “কুলবাড়ী” দ্বার অতুল কাহার গড়-বিভব :—

নটীগণ । বরেন্দ্র, রাঢ়, বগড়ি বঙ্গ, পোণ্ড্র সঙ্গ, পঞ্চ অঙ্গ,

পদ্মা, মেঘনা, ভীম-তরঙ্গ, গঙ্গা, সাগর সংজ্ঞা সব ॥

লক্ষ্মণসেন ।



প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(অরণ্য-মধ্যস্থ ছাউনী শ্রেণী ; দূরে চাঁদমারী ।)

[চিন্তিতভাবে বাহাদুর শাহ মানচিত্র দেখিতেছে ; বিষন্ন গালব দূরে দণ্ডায়মান ; হুলীন আগুন মনে চাঁদমারীতে নিশানা সন্ধান করিতেছে ।]

নিয়ামৎ খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন ।

বাহাদুর । আজ কি সংবাদ সংগ্রহ হ'লো ?

নিয়ামৎ । খুব, ঢের, অনেক, বলবার মতন ।

বাহাদুর । কি রকম ?

নিয়ামৎ । অমাত্য ধর্ম্মগিরির সঙ্গে রাজ-পুরোহিত বলদেবের মতের ত' ফরাক্ ছিলই, তার ওপর মহারাজী শিলার দেওয়া নৈবেদ্যের খাবার নিয়ে বোর শত্রুতা হ'য়ে গেছে । ঠোট, যা ঠোটের সঙ্গে একসঙ্গে জন্মেচে, এক হ'য়ে দিনরাত লেগে আছে, মুখের কথা আর খাবার তাদেরও ফরাক্ ক'রে দেয়,—কাজেই গরমিল ।

বাহাদুর । এই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে বিবাদ ক'লে ?

নিয়ামৎ । একথানা মাছ নিয়ে যে ঘর ভাজে ; ভাজবার সময় অমনি ছোট জিনিস নিয়েই হয় । এখন ঐমনি দাঁড়িয়েচে, যে, ধর্ম্মগিরি যদি ব'ঙ্গেন নির্দোষ, বলদের ব'ঙ্গেন দোষী ; ইনি যদি ব'ঙ্গেন মহারাজ বদলা ক'র

বাড়িরে অগ্নয় ক'র্চেন, দেশজুড়ে অভাব আন'চেন, বলদেব ব'ল্লেন, মোটেই নয়, বাড়ানই উচিত, সকলেই খুশী। আপনার শিক্ষামত ধর্মগিরি কাল ব'ল্লেন, গোরা সর্দার রাজভক্ত, বিদ্রোহ করেন নি, জনকতককে নিয়ে অভাবের তাড়নায় পরামর্শ ক'রেছিলেন, বলদেব ব'ল্লেন, না, গোরাই মূল, তার কয়েদু হওয়াই উচিত।

বায়াহুম। কি হ'লো ?

নিয়ামং। কারাবাস।

বায়াহুম। (চর্মকিয়া) সে কি !

নিয়ামং। কিন্তু ধর্মগিরিও প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন, আজই তিনি গোরা'কে কারামুক্ত ক'র্বেন ; এদিকে বলদেবও রাজাকে পরামর্শ দিয়ে ঠিক করিয়েচেন, আজই গুপ্তভাবে নগর দেখা উচিত। আর নগর রক্ষা ক'র্বেন সুষেণ নিজে।

বায়াহুম। তবে আজই সুষেণ, সকলে বুঝুন, ধর্মগিরিই প্রবল, সুষেণ অকর্মণ্য। বাও গালব, গোরা আমাদের দলভুক্ত, তুমি ধর্মগিরিকে সাহায্য কর। মুসলমান-সম্প্রদায়ের এক প্রাণীর কারাবাস, আমাদের সম্মানের হানিকর। গোরা'র মুক্তি চাই।

গালব। বেশ।

[গালবের প্রস্থান ও বায়াহুমের শিবিরভ্যন্তরে গমনোন্মোহণ]।

ছলীন। (বায়াহুমের নিকটবর্তী হইয়া) সর্দার, আমার একটা কাজ দাও ; আমার নিশানা ঠিক হ'য়েচে, একশো গজের মধ্যে একটা তীরও ফস্কাবেনা।

বায়াহুম। যদি প্রস্তুত হ'রে থাক, আজই পরীক্ষা দিও। (নিয়ামতের প্রতি) বাও, বালককে সঙ্গে নাও।

* [সৈন্তসহ বায়াহুমের ছাউনী-মধ্যে গমন ও

নিয়ামংসহ ছলীনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গোড়—রাজপথ ;—চৌমাথা

সময়—রাত্রি

সাধ্যানন্দের প্রবেশ

সাধ্যানন্দ । এতো আলো, এতো আলো, দেখ', দেখ', তবু অন্ধকার !
ভাব-নদী বেগে শুদ্ধ হবে, সত্য ভিন্ন মনস্তত্ত্বের উপায় নাই, জ্ঞানে
বুদ্ধি শুদ্ধ কর, বিজ্ঞায় আত্মা শুদ্ধ কর, সত্যে মন শুদ্ধ কর, হিংসা-
বর্জন, দানে, সোণার গোড় স্বর্ণময় ক'রে রাখ ।

[সাধ্যানন্দের প্রস্থান ।

ভৃঙ্গসেনসহ মহারাজ বজ্রালের প্রবেশ ।

ভৃঙ্গসেন । শুভাগমন, শুভাগমন, পথ পবিত্র, পথ পবিত্র, কামরূপ ও
কলিঙ্গজেতা, স্বর্গীয় মহারাজ বিজয়সেনের আলীকাদ আপনার উপর
র'য়েচে, আপনার জয় সর্বত্র । প্রজাদের ভাবনা নেই, চিন্তে নেই,
রাত্রে কেবল খেসিমেজাজে, ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে নিদ্রা যাচে, আর
দিনে খাচে । সুশাসন, চতুর্দিকেই সুশাসন, আপনার নগরীদর্শন,
কেবলই কষ্ট, শুধু ইষ্ট নষ্ট, তার ওপর পষ্ট ব'লতে কি, তোমার গিরে,
বোলবুই বা কি, আর কিই বা ব'লবো, এই, আপনার গিরে, আমার
গিরে, কি বলে, কিছুই নেই, দরকারই নেই ।

বজ্রাল । না, না, নগরীদর্শন, ওটা রাজধর্ম ।

ভৃঙ্গসেন । আহা, তাক' বটেই, রাজা দেখছেন, স্বয়ং দেখছেন, সশরীরে
দেখছেন, এর চেয়ে আর কথা !

বজ্রাল । (বিস্ময়ে) কিন্তু সকল রাজা ত্র দেখেন না ।

ভৃঙ্গসেন । কেউ দেখেন না, কেউ দেখেন না, দেখে আর কে ? এই ত্র

পশ্চিমে বিষ্ণুপুর, ঋকাকোট র'য়েচেন, দক্ষিণে সুন্দরবন-সন্নিহিত
প্রদেশাধিপতি র'য়েচেন, পূর্বে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরেশ্বর
র'য়েচেন, উত্তরে কুচবেহার আছেন, দেখে কে? দেখবার
যোগ্যতাটা কার? বলি, জানে কে? কেউ জানে না, আমার
কাছে পষ্ট কথা, আপনার মুখের সাম্নেই বলুম, তা ভালই বলুন,
আর কি বলে মন্দই বলুন।

বিল্লাল। যজ্ঞের কথা নিয়ে কিছু আন্দোলন শুন্টো?

ভূঙ্গসেন। অদ্ভুত, অদ্ভুত, সে কি আন্দোলন, একেবারে দোলন, আপনার
যজ্ঞ, আহা, একবার হ'লে হয়।

বিল্লাল। এইবার বলভচন্দ্র বুঝতে পারবেন;—

ভূঙ্গসেন। আজ্ঞে পাচ্ছে, এরই মধ্যে, কি বলে, পাচ্ছে।

বিল্লাল। রাজা, একদিনে যা দান ক'ন্তে পারেন, তা সমস্ত বণিক-
সম্প্রদায়ের জীবনে দেবার সামর্থ্য নাই।

ভূঙ্গসেন। বটেই ত', বটেই ত'।

বিল্লাল। বণিক হ'য়ে তোর এত বড় স্পর্ধা, ব্রাহ্মণের বিষয় আন্দোলন!

ভূঙ্গসেন। দেখো, দেখো একবার! বলভটা ভারী বিস্ত্রী।

বিল্লাল। আবশ্যকে আমি কর বাড়াবো, শুদ্ধ স্থাপন ক'রবো, নীচ-
জাতিকে উচ্চসম্মান দেবো, উচ্চকে নীচরূপে পরিবর্তিত ক'রবো,
তুই বণিকপ্রজা! তোর আবার আপত্তি কি? তুমি বৈশ্য, বৈশ্যের
জায় থাকবে। ব্রাহ্মণের জায় আচার দেখাবে, বিক্রমে ক্ষত্রিয়কে
পরাজয় ক'রবে, স্বজাতির জায় সঞ্চয়ী হবে, শূদ্রের জায় সেবা-রত
থাকবে! এসবে তোমার কি অধিকার? লাগিয়া করো, পশু-
পালন করো, তোমরা বৈশ্য, তোমাদের এই ধর্ম।

ভূঙ্গসেন। এই ত', এই ত' জ্ঞানবিচার! টাকা হ'য়ে ভারি বেড়েচে,
... একেবারে তোমার গিরে কি বলে, ছেঁশল হ'য়ে পড়েচে।

বল্লাল। ধনগর্ক, ধনগর্কই তাদের প্রবল ক'রে তুলেচে, ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে, এ অবস্থা আন্দোলন নিবারণ হবে না, সুতরাং শুকের বৃদ্ধিই উচিত।

ভৃঙ্গসেন। আহা, এরই নাম রাজবুদ্ধি, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্মা;—

বল্লাল। চলো, একটু এগিয়ে চলো, সকলেই ত' প্রজা, সকলেই সম্ভান, গুপ্তভাবে সকলকেই দেখা উচিত।

ভৃঙ্গসেন। আহা, তা' আর উচিত নয়, তোমার গিয়ে, এই, ভয়ানক উচিত; প্রজারা দেখো, কি রাজা পেয়েচো, বোঝ। ওটা কারা-বিভাগের পথ, এই দিকে আসুন, এই দিকেই চলুন। আহা, কি উচিত জ্ঞান দেখো।

[বল্লাল ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃঙ্গসেন প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন।]

ভৃঙ্গসেন। (সভয়ে অপ্রতিভ হইয়া) উচিত, ত' উচিত, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্মা।

[বল্লালের অনুগমন করিল ও ধর্মগিরি লুকায়িত ছিল বাহির হইল।]

ধর্মগিরি। মানুষের বেশী শত্রু কে, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, উত্তর দি, এই ক্ষণজন্মার দল, চোরের শক্তি হয়, আর তোবামোদকারীর শক্তি নেই, কি অজ্ঞান, কি অজ্ঞান।

(ধর্মগিরির প্রস্থানোচ্চোগ ও গালবের ক্ষিপ্ৰগতিতে প্রবেশ)।

গালব। ধর্মধিকার! উপায় করুন, আমাদের কোশলে গোরাসর্দার পালিয়েচে, বোধ হয় স্বেণ বৃত্তে পেয়েচে।

ধর্মগিরি। সে কি! সে কি!

[উত্তরের প্রস্থান।]

(সভয়ে চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ গোরার প্রবেশ।)

গোরাসর্দার। না ধ'লে হয়, আর একটু না ধ'লে হয়, পারের শেকল রইলো, একটা ছেনী, উল্কা, লোহা, যা হয় কিছু। আছাড় মারে

ঝন্ ঝন্ ক'রবে, শব্দ হবে, ভাদ্বে না। লোক র'য়েচে, হরত' লোক
র'য়েচে। গাছের নিষে পড়ে। ভয় কি? মাথায় মার্বো, যে
আসবে, মাথায় মার্বো, হু হু ক'রে রক্ত প'ড়বে, ধ'ন্তে দোব না, খুন,
খুন, চাঙ্গিকের মাটি লাল হবে, রক্তে রক্তে ভিজে উঠবে, রাস্তিরে
গুথিয়ে যাবে, ছেনী, লোহা, উকো, যা হয় কিছু, যা হয় একটা কিছু।

অসিহস্তে একদিক দিয়া সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। পাল্লো না, পলাতক বন্দি! আর তোমার নিস্তার নেই।

[উন্মুক্ত তলবারি হস্তে গালবের প্রবেশ ও সুষেণ সহ যুদ্ধ!]

গালব। কখনও নয়, কার সাধ্য গোয়াকে আবদ্ধ করে।

ক্ষিপ্ৰগতিতে ধর্মগিরির প্রবেশ।

ধর্মগিরি। (গোয়ার প্রতি) এসো, এসো, পালাও, পালিয়ে এসো।

সুষেণ। (বুদ্ধ করিতে করিতে ধর্মগিরির প্রতি) ধর্মাদিকার! ধর্মাদিকার!

এ কাজ আপনার!

ধর্মগিরি। (গোয়ার প্রতি) এসো গোয়া, তোমায় নিয়ে আমি স্বর্গরাজ্যের
স্থাপনা ক'রবো, যেখানে পক্ষপাত নাই, আকাক্ষা নাই, সকলে
সবল, সকলে সুখী।

[গোয়াকে লইয়া ধর্মগিরির প্রস্থান এবং কুমার লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ। (পলায়নপর ধর্মগিরির প্রতি) যদি এমন দেশ থাকে, 'আমায়
সেখানে আশ্রয় দাও, সে স্বর্ণভূমি সকলেরই দেববার। (বুদ্ধরত
গালব ও সুষেণের প্রতি) কি ক'চো, এক অস্তায় সমর্পণ ক'ন্তে গিয়ে,
আর এক অস্তায় ক'রো না, বজ্র স্থাপনা কর, জেনে রাখ, কুমার
তুলা ধর্ম নাই, সহিষ্ণুই এ জগতে গৌরবমণ্ডিত।

[কুমার লক্ষ্মণ উভয়ের মধ্যে আসিয়া বুদ্ধ বদ্ধ করিয়া দিল।]

নেপথ্যে ধর্মগিরি। ওই, ওই, হত্যা-কর, সমস্ত বড়বড় গুপ্ত থাকবে।

স্বৰ্ণে। (সভয়ে চীৎকার সহ) ওই, ওই।

• [বর্ষা-হস্তে ছলীন আসিল, লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিল।]

ছলীন। (ব্রাস্তভাবে) অ্যা, অ্যা।

[লক্ষ্মণ চাহিয়া ছলীনকে দেখিল ও বজ্রমুষ্টিতে হাত চাপিয়া ধরিল।]

লক্ষ্মণ। (হাত চাপিয়া সন্নেহে) কে তুমি সুন্দর বালক? উত্তর কর,

তোমার মত আমার যদি সৈয়দহীন পেতে, কি ক'ন্তে বালক?

ছলীন। তোমায় হত্যা ক'ন্তেম্।

লক্ষ্মণ। (হাসিয়া) জ্ঞানহীন ভেবে আমি কিন্তু তোমায় মুক্ত ক'রে দিতেম; যাও বালক, তুমি মুক্ত। শিক্ষা কর, দয়ার চেয়ে ধর্ম নাই, ক্ষমার চেয়ে নীতি নাই, অস্ত্রের সাহায্যে শরীরের জয় হয়, সে জয়ে শ্রাবা নাই, আনন্দ নাই, গৌরব নাই, মন জয় কর', মাছুষ, মাছুষ হ'তে চেষ্টা পাও।

ছলীন। (লক্ষ্মণের পদতলে পড়িয়া) রাজা, রাজা, আমার মাপ কর', প্রমাণ পেয়েছি তুমি কেন বড়, বুঝতে পেরেছি, আমাদের জাতেও মহৎ হয়। নিজের জিনিষ, তাই চিন্তে পারিনি। নাও রাজা, ইচ্ছে হয় এই বর্ষা আমার বৃকে বসিয়ে দাও। আমি আত্মীয়হীন, কেউ বাধা দেবে না।

লক্ষ্মণ। কখন নর, আত্মপ্রাণিতে তোমার শাস্তি হ'য়েচে, রাজার স্নেহ সকলের জন্ত, শত্রু নাই, মিত্র নাই, আপনার নাই, পর নাই, সকলে আদীর,; সুন্দর বালক, তুমিও আমার।

[ছলীনকে সন্নেহে লইয়া কুমার লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

স্বৰ্ণেণের অনুগমন।

গালব। হ'ও শত্রু, কিন্তু কুমার, সত্যিই তুমি একটা দেব্‌বার জিনিষ।

[প্রস্থান।]

• তৃতীয় দৃশ্য ।

(জয়ন্তের কুটীর-সম্মুখস্থ পথ ।)

নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ম নাগ । বলি হ্যাঁ হে, জয়ন্তটা বুকের ওপর ব'সে কুলীন হবে, আর
' আমরা অকুলীন ! বজ্রালের জন্তে সে বেটা কিনা, আমার ঘরে
খেলে, আমাক মর্যাদা দিতে হবে !

২য় নাগ । নিশ্চয়, এর মানে আছে, যখন অমন সুন্দরী স্ত্রী, তখন আবার
কুলীন হবার ভাবনা ।

• ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ ।

ভৃঙ্গ । ঠিক ব'ল্‌চো, ঠিক ব'ল্‌চো, ওই জয়ন্তর কথা বুঝি হ'চ্ছিল ? ওটার
জাতপাত করা যায় না ?

১ম নাগ । দোষটা কি দেখান চাই ত' ?

ভৃঙ্গ । হ্যাঃ, অমন সুন্দরী স্ত্রী র'য়েচে, ওর আবার দেব দেবতার ভাবনা,
রটাও, ও মাগী নষ্ট ।

২য় নাগ । রটাতে হবে কেন ? সত্যি নষ্ট না হ'লে স্ত্রীত বোম্‌টা দেয় ?

১ম নাগ । ঠিক, ঠিক, যখন বোম্‌টা দিয়েচে, তখন ওর বাবা নষ্ট, 'ব'ল্‌বো
কি মশায়, একদিন দেখি, ও ভয়ঙ্কর নষ্ট ।

ভৃঙ্গ । যাঁ, ভয়ঙ্কর নষ্ট ; তবেই ত' ! একঘরে কর', একঘরে কর',
নইলে জাত যায়, হিন্দুধর্ম যে গেল ।

১ম নাগ । আমি দশরথের মত, নিজের পুত্র রামকে ত্যাগ ক'রবো,
তবু ধর্ম ছাড়তে পারবো না, আমার ধর্মই সহায় ।

ভৃঙ্গ । বাপের বেটাই তো, বাপের বেটাই তো, আমার নানান কাজ আছে,

বুঝলে, প্রজা, সম্ভান কিনা, সকলেরই উপকার ক'ন্তে হয়, আমি চন্দ্রম, আমি চন্দ্রম।

[ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

[অল্পদিক দিয়া কলসীকক্ষে সিন্ধুবসনা পদ্মাস্কীর প্রবেশ ও উহাদের দেখিয়া সঙ্কুচিতা হওন ও আরো অধিক ঘোমটা টানিয়া নিজ কুটার মধ্যে প্রস্থান।

১ম নাগ। একবার চণ্ডার ভঙ্গী দেখেচো? লজ্জাশীলা, যেন পারে না।

২য় নাগ। ওর মানেটা কিছু বুঝলে? ও তোমার জৈশার ডাকলে।

ওই যে ঘোমটা টানলে, ওর মানে হ'চ্ছে 'সরে এসো'।

১ম নাগ। ছ্যা, ছ্যা, এত' লোকের সামনে ডাকলে, জৈশা, যাঁ।

২য় নাগ। এই দেখলে ত', এই দশের সামনে, তোমার হাত ধ'রে টানাটানি ক'রে, এটা কি কুলঙ্গীর আচরণ?

১ম নাগ। আমি পৈতে ছুঁয়ে ব'লতে পারি, কখন আচরণ নয়, একবারে কর', নইলে ধর্ম যায়। হিন্দুর সর্বপ্রাণে ধর্ম। দেখ খুড়ো, তোমার প্রায়শ্চিত্ত ক'ন্তে হবে। ও যে ঘাটে জল নেয়, তুমিও সেই ঘাটে জল নিয়েচো, কাজেই, ও বেস্তা-মাগীর ছোঁয়াছ'নি তোমার খেতে হ'য়েচে, কাজেই, তুমি সংস্পর্শদোষে দুষ্ট হ'য়েচো। তুমি দাঁতে কুটো, আর হাতে সরা নিয়ে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভিক্ষে মাগতে বেরোও, আর আমরা দশজনকে জানানু দিইগে। একব'রে ব'লে কেবল ওইজরত বেটাকে নেমস্তন্ন ক'রবো না। এ বিষয়ে যত বেশী ঘোঁট হবে, ওই পদ্মাস্কী মাগী তত বেশী বেশী বেস্তা প্রমাণ হবে, কি বল?

২য় নাগ। সেই জাল, এখন দাঁতে কুটো আর হাতে সরা নিয়ে বেরিয়ে পড়া থাক। সংস্পর্শদোষ, আমরা হিন্দু হ'য়ে কখন সহ্য ক'রবো না, আমার ধর্মই সহ্য, আমরা সত্যই, পথ।

১ম নাগ। বটেই ত', বটেই ত', মানসিক বল দেখ, জাতকাট কি না।

২য় নাগ। ওরে, আমি যে সত্যের সেবক, আমি যে ধর্মের দাস রে।

[প্রস্থান।

১ম নাগ। কি নিষ্ঠা, কি নিষ্ঠা, আঃ—

অনুগমন ও পদ্মাক্ষীর উদ্বিগ্নভাবে প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। এতখানি বেলা হ'লো, কই ঠাকুর-মশায় এলেন না ত'।
এসে একরূপ চণ্ডী প'ড়বেন, তবে ত' জল খাবেন। হয় তো' কত
বেলা হ'য়ে যাবে। যাই, গোয়ালঘরের কাড়ুটা ততক্ষণে সেরে
নিই গে।

[কুটারে প্রস্থান ও একদিক দিয়া দাঁতে কুটো, হাতে সরা লইয়া ২য়
নাগরিক আসিল, প্রথম নাগরিকের পুনঃ প্রবেশ ও অন্তর্দিক
দিয়া জনসত্ত্বের সহিত বলদেবের আগমন।]

২য় নাগ। হে সৎ-মণ্ডলী, আমি পতিত, বিপন্ন, সংস্পর্শ-দোষে ছুষ্ট হ'য়েছি,
কাল প্রায়শ্চিত্ত, আপনারা উদ্ধার করুন।

বলদেব। কি হে তুলসীলোচন, কোন গাভী-মাতার অপালন হ'য়েচে না
কি ? দাঁতে কুটো, হাতে সরা নিয়ে দোর দোর ভিক্ষেয় বেরিয়েচো যে ?

১ম নাগ। পদ্মাক্ষী-মাগী যে ঘাটের জল খায়, সেই ঘাটের জল খেয়ে ফেলে-
চেন, তাই সংস্পর্শ-দোষ-জাত যে পাপ, তার জ্ঞাত প্রায়শ্চিত্ত ক'ন্তে
উদ্ধোগী হ'য়েচেন।

বলদেব। কেন, মা লক্ষ্মী ত'—

১ম নাগ। শুছন না, শুছন না।

[বলদেবের কর্ণে পদ্মাক্ষী যে কুচরিত্রা, তাহা ১ম নাগরিক চুপি চুপি কহিল।]

বলদেব। বাঁ! বল কি ! বখন হাত ধ'য়ে ঈশনে, তখন ত' প্রকান্ত বেড়া!

জাগৃগি বাবা তুমি ব'লে, নইলে আমিই ত' চণ্ডীপাঠ ক'ন্তে যাক্ছিলুম।

লোকের সাক্ষাতে হাত ধ'রে টানে, সমাজের বৃকের গুপ্ত দাঁড়িয়ে
অত্যাচার দেখায়, এত সাহস, এত স্পর্ধা হ'য়েচে !

[পদ্মাক্ষীর বহিরাগমন ।

পদ্মাক্ষী । বাবা আপনি এসেচেন, বেলা যে আর নেই ।

[পদ্মাক্ষী গলবস্ত্র হইয়া প্রণতা হইতে গেল ।]

বলদেব । তুমি কুলটা, আমায় স্পর্শ ক'রো না ।

পদ্মাক্ষী । ষাঁ ! [পদ্মাক্ষী বসিয়া পড়িল ।]

২য় নাগ । আমি স্পর্শ-দোষে ছুট হ'য়েছি, ধর্ম্মই আশীর সহায়, সত্যই
আমার পথ, হে সৎ-মণ্ডলী ! আমি অমৃতপ্ত ।

পদ্মাক্ষী । বাবা, বাবা, এ সব কে প্রচার ক'রে, আমি জোর-প্রকার
ব'লছি, সে যেই হো'ক, সে মিথ্যাবাদী । যে, এ সব রটনা করে, সে
নিজে হীন, সে নিজের মত জগৎ দেখে ।

বলদেব । কি ক'রবো, দশের মুখে ধর্ম্ম ।

[বলদেবের প্রস্থানোত্তোগ ।]

পদ্মাক্ষী । বাবা ফিরলেন যে, চণ্ডী প'ড়বেন না ?

বলদেব । আমি কুলটার গৃহে যাব না । (১ম নাগরিককে দেখাইয়া)

তুই এই ব্রাহ্মণেরই হাত ধ'ন্তে গিছলি ।

পদ্মাক্ষী । এ যে আমার পেটের সন্তান ।

বলদেব । দশ-মুখে ধর্ম্ম, আমি যেতে অক্ষম ।

[বলদেবের প্রস্থান ।

পদ্মাক্ষী । বাবা, আমি তোমার হাত ধ'রেছি, আর তাই তুমি প্রচার
কোরে বেড়াচ্চো ?

জনসম্মুখ হইতে জনৈক । ওই শোন, হাত সত্যি ধ'রেছিল, আর তাই
প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে ব'লে বত রাগ ।

জয়ন্তের প্রবেশ ।

১ম নাগ । (পদ্মাক্ষীর প্রতি) সত্যি কথা ব'ল'বো না কেন ? তুমি কুলীন-
পত্নী, এই ভয়ে নাকি ?

জয়ন্ত । ব্যাপার কি ?

পদ্মাক্ষী । স্বামী, পতি, গুরু, আমার লজ্জা রক্ষা করুন । আমার মিথ্যা-
কলঙ্ক হ'তে বাঁচান, আপনার সমক্ষেও এরা প্রচার ক'ত্তে সাহস করে,
আমি কুলটা । আমার মুখ দেখুন, ছেলেবেলা হ'তে আমার আচরণ
ভাবুন, আমাঙ্ক রক্ষা করুন ।

১ম নাগ । তুমি ত' বাছা, এই দেশের সামনে স্বীকার ক'লে, একদিন না
হয় হাত ধ'রেই টেনেচি, তাকি দেশের সামনে প্রচার ক'রে বেড়ায় ।
বাছা তুমি ক'লে, আর দশ জনে ব'ল'বে না ।

জয়ন্ত । এতদূর হ'য়েচে । সর্বশক্তিমান্—

(জয়ন্ত নিজ-কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রোধ করিয়া দিল ।)

পদ্মাক্ষী । দরজা খুলুন, দরজা খুলুন ।

১ম নাগ । (২য় প্রতি জনান্তিকে) আগুন লেগেচে, চল হে, রগড়
পাকান যাক্ ।

২য় নাগ । হে সংযমণী ! আমি অহুতপ্ত, আমি সংস্পর্শদোষে ছুট্ট হ'য়েছি,
ধর্ম্মই আমার সহায়, সত্যই আমার পথ ।

[প্রস্থান ।

জনসম্মত হইতে জনৈক । নষ্ট মাগী, দেখচো না, আমরা প্রথম থেকেই
জানি ।

[জনসম্মতের প্রস্থান ।

পদ্মাক্ষী । ঠাকুর, ঠাকুর, ওগো, ওগো, একবার দরজা খুলুন ।

জয়ন্ত । তুমি অভাগিনী কুলটা, তোমার বর্জন ক'রেচি ।

পদ্মাক্ষী । হা দৈব !

পদ্মাক্ষীর ভূপতিতা হওন ও ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

ক। বাণের বেটাই তো, বাণের বেটাই তো, কাজ ঠিক উত্রে দিয়েছে।
দেখি, ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যদি কিছু করা যায়। (অগ্রসর হইয়া) এই,
দিদি বে, দিদি বে, ভায়া বুঝি রাগ ক'রে দোর দিয়েচে? (পদ্মাক্ষী
উঠিয়া দাঁড়াইল) তা, বে রকম জোঁট চলে। তুমি রাজার কাছে,
জয়ন্তের নামে একটা অভিযোগ কর, উপায় হ'য়ে যাবে, এসো।

দ্রাক্ষী। স্বামীর বিপক্ষে, ছি!

ক। স্বামী হ'য়েচে তার হ'য়েচে কি?

দ্রাক্ষী। সে যে স্বামী, সে যে দেবতা, সে যে ইহকাল পরকাল।
সোণার বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে শেখাতে যেও না, এখানে স্বামীর বিপক্ষে
জী অভিযোগ ক'তেও সাহস করে।

ক। তা হ'লে, সমাজের, জাতের, স্বামীর, সকলেরই ঠেলা হ'য়ে থাক।
তোমার ভালর জন্তেই ব'লুচি। স্বামী হ'ক, কিংবা সমাজ হ'ক, বর্জন
করুক আর বাই করুক, যদি রাজা নিয়ম ক'রে দেয়, নিতেই হবে।

দ্রাক্ষী। সে যদি গ্রহণ করে, সে যদি দোষ ভোলে, আমার বা বলবে
তাতেই স্বীকার।

ক। দেখি, আমার হাত-বুখ: আর তোর বরাত্।

দ্রাক্ষী। হেঠাকুর! আমার স্বামী যেন আমার মাপ করেন, তিনি
যেন বোঝেন আমি নির্দোষ, আমার এই তিন্কা দাঁও, আমার এই
তিন্কা দাঁও।

ক। এসো।

[পদ্মাক্ষীর হস্তধারণপূর্বক প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

(বল্লভচন্দ্রের বহির্কান্টা ।)

বল্লভ উপবিষ্ট ।

বল্লভ । কমল !

নিমজ্ঞণের তালিকা-হস্তে কমলের প্রবেশ ।

কমল । কেন দাদা ?

বল্লভ । (উদাসভাবে) কি ক'ল্লো ভাই ?

কমল । কোন ব্রাহ্মণের নাম বাদ প'ড়লো কি না দেখুচি ।

বল্লভ । দেখো, দেখো, স্বর্গে গেছেন, দেখো ।

[কর্দ দেখিতে দেখিতে কমলের প্রস্থানোত্তোগ ।

দেখতে অনেকক্ষণ লাগবে, নয় ?

কমল । হ্যাঁ । [প্রস্থান ।

বল্লভ । কমল !

কমলের পুনঃপ্রবেশ ।

কমল । হ্যাঁ দাদা, আবার ডাক্‌চো কেন ?

বল্লভ । দরকার যে ভাই, তোর দিদি ত' এমন ব'ল্‌তো না ; দেখ তোরা এক কথায় ভুরু কঁচকাস, তোরাও মালুষ, সে জীবনে কখন উত্তর করেনি, সেও মালুষ । (কমল লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল ।)

(স্নেহস্বরে) কমল !

কমল । (সাগ্রহে) কি দাদা ?

বল্লভ । এই বল্‌ছিলুম কি, মনটা বড় কেমন ক'ল্লে, অনেক দিনে সম্পর্ক, একদিনে কি ভোলা যায় দাদা ! ঘরের যেদিকে তাকাই

স্বপ্নে গেলেও যে আমার জড়িয়ে আছে। দাদা, এবার আমার সব খরচ করাও ; লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর উদ্দেশে সব থাক্।

কমল। দিদির মত মানুষ বুঝি পৃথিবীতে হয় না। (চক্ষু মুছিল)

বল্লভ। (সাক্ষরনয়নে) কেঁদ না, চোখের জল ফেলতে নেই, আমার কে বোকাবে দাদা ? স্বামী রেখে মরা যে ভাগ্যি ! তুমি ফর্দ দেখগে।

[কমলের প্রস্থান।]

প্রথম বণিকের প্রবেশ।

১ম বণিক। দাদা মশায়, দাদা মশায়,—

বল্লভ। * (স্নেহে, সাগ্রহে) কি দাদা, কি দাদা,—

১ম বণিক। বল্লভ আবার নতুন শুকের স্থাপনা ক'রে।

দ্বিতীয় বণিকের প্রবেশ।

২য় বণিক। সর্ব্বনেশে বল্লভ বণিকের ওপর পৃথক্ শুক বসালে।

বল্লভ। ভয় কি ভাই, রাজা, রাজা আছে, আমাদের সমাজ, আমাদের সমাজ, আমার ঘর থেকে টাকা নাও, একজন গরীব হবে, সমাজের কিছুই ক'ন্তে পারবে না। যাদের সমাজ বাঁধা রইলো, রাজার হকুমে তাদের ভয় ! কিছু ব'লো না, যা খুসী ক'ন্তে দাও, বাজারীর নিজের ব'লে থাকতে এক মহারাজ বল্লভ আছে, সে আমার কে জানিসি ? সে শুধু রাজা নয়, সে আমার, সে আমার বিক্রমপুরের লোক, তার বাপ আমার বাপের বন্ধু, তার পূর্বপুরুষ আমার গ্রামবাসী, আমার গাঁয়ের লোক রাজা, আমার গাঁয়ের লোককে আমার সাম্নে খারাপ বলিসনি, পাপ হ'লো, পাপ হ'লো, গাঁয়ের লোকের নিন্দে শুন্তে হ'লো, মহাপাপ, এ শোনাও মহাপাপ।

কমলসহ বলদেবের প্রবেশ।

আত্মন, আত্মন, পাণ্ড আন, অর্থ্য আন, দেব অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ অভ্যা-

গত ! (করঘোড়ে) দেবতা, দেবতা, আমি পত্নীহারী হ'য়েছি,
আমার যে প্রণামের অধিকার নেই।

বলদেব। কুণ্ঠিত হবেন না, আমি সমস্তই জানি। মহারাজ বল্লালের
যজ্ঞ, আমি প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি। (পত্রদান)
বলভ। অগ্নুগ্রহ, রাজ-অগ্নুগ্রহ, আজ ত' তিনি নেই, তোমরা হাস,
তোমরাই আনন্দ করো, রাজ-নিমন্ত্রণ, রাজা আমার ডেকেচে, আমার
বল্লাল আজ আমার ডেকেচে।

সসজ্জ সৈন্যসহ স্রুষেণের প্রবেশ।

স্রুষেণ। হ্যা, ডেকেচে, তবে নিমন্ত্রিত বন্ধু ব'লে নয়, অপরাধী বন্দী ব'লে,—
রাজসমীপে উপস্থিত হবার জন্ত। বলভ, তুমি বন্দী।

সকলে। সে কি ! সে কি !

স্রুষেণ। রক্ষিণ ! বন্দী কর !

সকলে। কখনই নয় ! কার সাধ্য বন্দী করে !

(বলিকঙ্কর ও কমল অস্ত্রধারণ করিল।)

স্রুষেণ। আমি, সপ্ত-সনাজের নেতা ও অধীশ্বর মহারাজ বল্লালের নাম
উচ্চারণ ক'রে ব'লুচি, যে বাধা দেবে, আবদ্ধ হবে। ক্ষুদ্র বলভ,
তুমি বিদ্রোহী, তুমি বন্দী।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। না, না, কখন নয়। সে ক্ষুদ্র নয়, ক্ষুদ্র তুমি, সে মহৎ, সে
অতি মহৎ। অত্যাচারের নাম রাজধৰ্ম্ম নয়। শোন স্রুষেণ, আমি
প্রতিকূ, বিচারের জন্ত বধন প্ররোজন হবে, মহাত্মা বলভকে আমি
উপস্থিত ক'রবো। মুক্ত কর, জগদীশ্বরের নামে মানীকে সম্মান দাও,

হান ত্যাগ কর', জেনে রাখ', মানীকে সম্মান, নিজেকে সম্মান, মানীকে সম্মান, জগদীশ্বরকে সম্মান।

[সৈন্তসহ স্তব্ধের প্রস্থান।]

বল্লভ। বাবা, বাবা, হত্যা ক'তে এলে যে আদর ক'রে নিয়ে বেতে পারে, এ কথা তার মুখেই মানায়। এসো, দেবতা এসো, এসো নররূপী নারায়ণ এসো! ওরে মানুষ দেখ, সোণার বাজালায় সোণার মানুষ দেখ! দেবতা, পাশ্চানেবে এসো, এস দেবতা, এই আশীর মাথা, এই আমার অর্ঘ্য।

(ভূমিতে মস্তক রাখা।)

লক্ষ্মণ। কি ক'ছেন, কি ক'ছেন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

বল্লভ। বাবা, বুড়োর একটা কথা রাখ'। তোমার পারের ধূলো, তোমার বাড়ীতে একবার ছড়িয়ে দেবে এসো।

লক্ষ্মণ। উঠুন, চলুন, মারোদের প্রণাম ক'রে আসি।

বল্লভ। আর বাবা, জীতদাসকে পবিত্র ক'রবি আর।

(লক্ষ্মণকে লইয়া বল্লভের গমন।)

বলদেব। বাজালা, তুমি সোণার ভরা থাকবে না ত' থাকবে কে? আর কোন্ দেশে রাজা প্রজার এমন মিল? আর কোন্ দেশে, এমন লক্ষ্মণ জন্মায়, এমন বল্লভ হয়?

(বলদেব কুমার লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন।)

তৃতীয় বণিকের প্রবেশ।

৩য় বণিক। কি হয়েছিল হা?

কমল। ওই, রাজার লোক দাদামশায়কে ধ'তে এসেছিল।

৩য় বণিক। অ্যা!

কমল। দাদা যে কেবল "রাজা" "রাজা" ক'রেই জ্বির, নইলে একবার দেখিয়ে দিতুম।

৩য় বর্ষিক। লক্ষ্মণ এসেছিল নয় ?

কমল। এসেছিল বেটা খোসামুদে রামপ্রসাদে, খোসামোদ ক'ন্তে।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। রাসনিলা ক'চো! অষ্টদিকপালের অংশে নির্মিত চক্রবর্তী মহারাজকে যে কটু বলে, সে চণ্ডাল।

কমল। ফকা বলে একশো বার সহ, তাই বুঝি ? তবে যে বিটলে।

(সকলে মিলিয়া বলদেবকে প্রহার করিতে গেল)

বলদেব। (একপদ হটিয়া) ছবিবিনীত বর্ষিক, ব্রাহ্মণের অপমান ক'ন্তে সাহস করিস ? সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্যন্ত সমস্ত জাতি, আজও যাদের আজ্ঞানত, সেই ঋষি-আদেশ-প্রচারকারীর এই অপমান, জানিস বিধাতার কাণে পৌছুবে। বহুমতী গতিহীন হ'তে পারে, সূর্য্যের আলোক নাশ হ'তে পারে, তবু, নির্দোষ রাজার নিন্দাকারী নিরীহ ব্রাহ্মণের অপমানকারী, এই গর্বিত জাতির পতন, হবে, হবে, নিশ্চয় হবে।

কমল। কি, ছোটমুখে বড় কথা!

(সকলের বলদেবকে প্রহার।)

বলদেব। উঃ।

কুমার লক্ষ্মণ ও তৎপশ্চাতে বল্লভের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (বল্লভ প্রতি) একি বরীমান! একি অত্যাচার!

(সকলে প্রহার বন্ধ করিল।)

বল্লভ। এরা বালক, এরা বালক, উদ্ধত, কমা করুন, কুমার, কমা করুন।

লক্ষ্মণ। (ক্রুদ্ধভাবে) আহ্নন দেবতা।

বল্লভ। (বণিকৃগণ প্রতি) কি কর্নি ? কি সর্কনাশ কর্নি !

কমল। (বল্লভ প্রতি) তা কি হবে, (বণিকৃগণ প্রতি) এস হে।

[বণিকত্রয়সহ কমলের অন্তদিকে প্রস্থান।

বল্লভ। আমার মুণ্ড নাও, আমার জাতিকে রক্ষা কর', আমার জাতিকে রক্ষা কর'।

[লক্ষ্মণের অন্তঃগমন।

পঞ্চম দৃশ্য।

(রাজ-উজ্ঞানের একাংশ।)

বর্ষাহস্তে চিস্তিতভাবে ছুলীনের প্রবেশ।

ছুলীন। আমি কে ? একজন আশ্রয়হীন। ছেলেবেলার বাপ না ম'ল, ভেসে বেড়ালুম। গরীব ব'লে ধনী আমার ঘৃণার চক্ষে দেখলে, জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধনীকে ঘৃণা ক'তে শিখলুম, বায়্যাহম শাহ্ আশ্রয় দিলে, বুঝ্লেম ধনীর মধ্যে বুঝি সেই উদার ! কিন্তু কুমার লক্ষ্মণ আমার সব ব'ল্লে দিলে। কি ক'লে প্রভু ! ইচ্ছে হ'চ্ছে, ছুটে গিয়ে মহারাজ বল্লালকে বলি, ধর্ম্মগিরি বিশ্বাসঘাতক, গালব বিশ্বাস-ঘাতক, কিন্তু কুমারের নিবেধ। এখন' তিনি লম্ব দিচ্ছেন উভয়কে, নিজেদের ভুল নিজেদের শোধরাবার জন্তে। তাই নিজে প্রকাশ ক'চ্ছেন না, আমায়ও ব'ল্লে দিচ্ছেন না, কি উদারতা, কি মহত্ব !

(কিয়দূরে গালব ছুলীনের প্রতি বর্ষা লক্ষ্য করিতেছে হঠাৎ দেখিয়া)

(চমকিয়া) একি ! আমার লক্ষ্য ক'ছে, সাবধান গালব, এখনও

সাবধান, আমিও নিরস্ত্র নই। (গালবের প্রতি, বর্ষা লক্ষ্য করিয়া
হটিতে হটিতে) স্বচ্ছন্দে এগুতে পার, কিন্তু একটু যদি হাত 'নড়িয়েচ',
এ অন্ত্রে তোমার মৃত্যু।

(উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিল, গালব অগ্রসর হইতে হইতে
ছলীনের সম্মুখে আসিল।)

গালব। এখন' দলে ফের'।

ছলীন। (পূর্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া) না।

গালব। (পূর্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া) তুমি বিশ্বাসঘাতক।

ছলীন। (পূর্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া) বিশ্বাসঘাতক তুমি।

সৈন্তসহ বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। (গালবকে দেখাইয়া) বন্দী করো। (ছলীনের প্রতি) জানতে-
পেরেচি, বালক, গালব অবিশ্বাসী। তুমি কৃতজ্ঞ, রাজতক্ত প্রজা।
সৌভাগ্যবশত আশীর্বাদ তোমার অক্ষয় বর্ষ হ'বে।

(ছলীনের নতমস্তকে আশীর্বাদ গ্রহণ।)

(সৈন্তগণ প্রতি) নিয়ে যাও। (ছলীনের প্রতি) এসো বালক!

[সৈন্তগণ গালবকে বন্দী করিয়া একদিকে লইয়া গেল,
বলদেব ও ছলীনের অপরদিকে প্রস্থান।

[শক্তিতভাবে, চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে যেন কাহাকে অব্যবণ
করিতেছে এরূপভাবে, ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ও
অপরদিক দিয়া মহারাজ বঙ্গালের আগমন।]

বঙ্গাল। ধর্ম্মগিরি!

ধর্ম্মগিরি। আদেশ করুন।

বঙ্গাল। গালব বোধ হয় বন্দীকৈ'ধ'রেছিল, সুমেষই বাধা দেয়?

ধর্ম্মগিরি। গালব কিন্তু এইরূপ বলে।

বল্লাল। গালব আপনাত অমুগত, আপনি বোধ হয় বিশেষভাবে তার পক্ষ-সমর্থন করবেন না; উদার লক্ষণও হয় ত' কারুর অনিষ্টের আশঙ্কায় সত্যপ্রকাশ করবেন না, এক্ষণ অবস্থায় আমি ভাল বুঝি, সুবেণ, নগর-রক্ষকের পরিবর্তে প্রধান গুপ্তচর হ'ন, বালক কুলীন তাঁর সহায় হ'রে কার্য-শিক্ষা করুন। (ধর্মগিরি চমকিত হইল।) ধর্মের সংস্কার অতি আবশ্যিক, আপনি পূজ্যাকাষ্যে সর্বদাই ত্রুতী থাকুন, উপস্থিত শান্তিই আছে, বলদেবই আপনার কার্যগ্রহণ করিতে পারেন। কে অমুগ?

(সৈন্তস্বরের প্রবেশ ও সামরিক নিয়মে অভিবাদন।)

যাও, দেবীমন্দিরে নব রাজ-পুরোহিতকে স্থান দেখাও। (ধর্মগিরির প্রতি) আপনি অগ্রসর হ'তে পারেন।

ধর্মগিরি। বেক্রপ অভিকৃতি।

বল্লাল। আমারও বিশ্রাম আবশ্যিক।

[সৈন্তস্বরের পশ্চাতে ধর্মগিরি একদিকে বাইল, অপরদিকে মহারাজ বাইলেন। বাইতে বাইতে একই সময়ে ধর্মগিরি ও মহারাজ বল্লাল পশ্চাতে চাহিলেন, চোখে চোখে পড়িতেই ধর্মগিরি শক্তিতভাবে মুখ ফিরাইয়া সৈন্তসহ প্রস্থান করিলেন।]

বল্লাল। (স্বগত) ধর্মগিরি, তার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে চাও, বল্লাল বালক নয়, বাল্যলার অধীশ্বর, সপ্ত-সমাজের নেতা, ব্রাহ্মণের অমুগ্ৰহ ও আশীর্বাদে পাত্র।

(মহারাজ বল্লালের প্রস্থানোচ্চোগ।)

পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। রাজা, রাজা, একটু দাঁড়ান, আমি কুলীন-পত্নী, ক'দিন হ'তে সাক্ষাতের আশায় অতিথিখানায় প'ড়ে আছি।

বল্লাল। তোমার কি অভিযোগ বলো ?

পদ্মাকী। সমাজ আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'ছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধর্মের আবরণের মধ্যে রেখে, প্রমাণ ক'ন্তে চান, আমি কুচরিত্রা, বর্জনের যোগ্য। আমি নির্দোষী, তবু বলেন, কুলটা। ক'দিন হ'তে সমাজের দ্বারে দ্বারে অত্যাচার চেয়ে বেড়িয়েছি, পাই নি। আপনি রাজা, দেশের শাস্তিদাতা, আমার শাস্তি দিন, আমার হারা-স্বামী ফিরিয়ে দিন।

বল্লাল। তুমি সমাজের নিকট আবার আবেদন করো।

পদ্মাকী। সমাজ দেখেও দেখছেন না, সকলেই নিজের স্বার্থে অন্ধ, সকলেই শোনা কথায় আমার দোষী স্থির ক'ছেন। আমি কুলটা নই, নির্দোষ, তবু জোর ক'রে ব'লছেন আমি দোষী, আপনি বিহিত করুন। আপনার নিকটেই আমার শেষ আবেদন।

বল্লাল। দেশের মুখে ধর্ম, তোমার স্বামী যদি তোমার ত্যাগ করেন, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ত্যাগের ক্ষমতা আছে, কিন্তু গ্রহণ ক'ন্তে বাধ্য করানর নিয়ম সমাজের বা রাজার নাই।

পদ্মাকী। যদি না থাকে, আপনি নিয়ম স্থাপন করুন। পুরুষে বহু-পত্নী গ্রহণ ক'রবেন, মহাকুলীন ব'লে জরাগ্রস্ত অবস্থার পত্নীতীরে এসেও শ্রমশান-বাটে বালিকা-পত্নী গ্রহণ ক'রবেন, তাঁর নিয়ম আছে, আর আমি নির্দোষা, দুর্বলা নারী, তাই বোধ হয় আমার গ্রহণ ক'রবেন না, কারণ নিয়ম নাই! পুরুষ ব্যক্তিচার ক'রবেন, কারণ তাঁদের শক্তি আছে, তাঁরা শাস্ত্রকর্তা, নিয়মকর্তা; নারী দুর্বলা, নিয়মের অধীনা, তাই বোধ হয়, তারা নির্দোষা হ'লেও তাদের গ্রহণ ক'রবার নিয়ম নাই। আপনি রাজা, নিয়মের কর্তা, নিয়ম করুন, যদি বিনামোবে আমি সমাজ-চ্যুত হই, যে আমার সমাজচ্যুত ক'রেচে, যাদের জন্ত আমি দোষী হ'য়েছি, সেই পুরুষজাতিও সমাজভ্যক্ত হ'ক।

বল্লাল। ব্যাপিকা-নারী, তুমি বহির্গত হও, সত্যই তুমি বর্জনযোগ্য।

[বল্লালের প্রস্থান।]

পদ্মাক্ষী। ঠিক হ'য়েচে, ঈশ্বর আমার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েচেন, স্বামী ছেড়ে, নারীর পরম-শুভ পতি ছেড়ে, অপরের কাছে অভিযোগ ক'তে এসেছি, তার ঠিক কল হ'য়েচে। আবার তার কাছেই ফিরে বাই। যে সর্বস্ব, তারই আশ্রয় নিই পে। আজ বুকেচি, নারীর ইহকালের পরকালের সহায়, সমাজ নয়, রাজ্য নয়, হৃদয়ের অধীশ্বর স্বামী, সমস্ত পৃথিবী নয়, আজ-বুঝ্লেম স্বামী। হিন্দুনারীর সর্ববিষয়ের রক্ষাকর্তা, শাস্তিদাতা, জ্ঞাতা, সাকার ঈশ্বর এক স্বামী, এক স্বামী, এক স্বামীই সর্বস্ব !

(প্রস্থানোচ্চোগ।)

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। তুমি এখানে ! ও, ক'দিন হ'তে শুনিছিলুম বটে, তুমি গৃহত্যাগ ক'রে এসেচো।

পদ্মাক্ষী। গৃহত্যাগ ক'রিনি বাবা, রাজ্যের অতিথিশালা, সে যে দেবমন্দির, সেইখানেই ছিলাম।

বলদেব। (স্বগত) শক্তি, মোহিনীমূর্তি ধারণ ক'রে ছলনা ক'তে দাঁড়িয়েচে, একরকম বুঝিয়ে দেবেই। পাখী ঢের রাধাকৃষ্ণ বলে, শুধু শেখা বুলি আঙড়ায়।

পদ্মাক্ষী। একটা কথা বল'ব, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেচি, আমি স্বামীর বিপক্ষে অভিযোগ ক'তে এসেছিলাম, কি শাস্তি নিলে সে পাপ ব্যয় ?

বলদেব। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। হিন্দুনারী আর মারীর হাড়ী, একই জিনিস, যদি টুচ্ছিষ্ট হয়, ফেলে দেওয়াই বিধি।

[বলদেবের প্রস্থান।]

পদ্মাকী। কি করুন, ভুলসেন আমার কত আশ্বাস দিলে, আশ্বাসে,
 আমার স্বামীর বিপক্ষে নাচলে, সমাজের দোরে দোরে ঘোরায়ে,
 নিজের স্বার্থ পেলে না, আপনি স'রে গেল। সমাজের কোলে কত
 ভুলসেন আছেন, তাঁরা শাসন পাবেন না, রাজা বলবান, তাই
 নির্দোষকে "বর্জনের যোগ্য" ব'লেও শাসন পাবেন না, আমি দুর্বল,
 অশিক্ষিতা নারী, তাই বত শাসন তা' আমাকেই নিতে হবে। হায়
 সমাজ, আপনাদের মধ্যে নামিয়ে দিতে কত লোক আছেন, কিন্তু
 হাত ধ'রে তোলবার লোক দেখতে গেলে, খুঁজে পাওয়া যায় না।
 মা, মা, কেন আমার পেটে ধ'রেছিলে ? ওগো, নষ্ট ক'ত্তে সকলে
 আছে, রাত্তা দেখিয়ে দিতে আপনাদের কে আছেন, আসুন। কে
 দাতা আছেন, আমার তিন দিন, আমার স্বামীর পারের কাছে নিয়ে
 চলুন, আমার সংপদ দেখিয়ে দিন। আমি গরীবের মেয়ে, না বুকে
 স্বামীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি, প্রথম ভুল, একবারের ভুল, মাপ করানু ;
 এ দোষ হ'তে আমার ত্রাণ করুন।

[পদ্মাকীর প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান ;—গোড়, বঙ্গাল-বাড়ী।

প্রাসাদ—অদূরে সিংহদ্বার।

[একদিকে পট্টিবস্ত্র-শোভিত মহারাজ বঙ্গাল এবং অপরদিকে অমাত্য রাজ-
 পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ ও চৌর্যোদ্ধরাদিক ইত্যাদি।]

রাজঅগ্রচরণের ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ।]

বঙ্গাল। (বলদেবের প্রতি) আচার, বিনয়, বিত্তা, প্রতিষ্ঠা, "তীর্থদর্শন,
 নির্ভা, বৃত্তি, তপঃ ও দানযুক্ত ব্রাহ্মণকে প্রথম আসন দান করুন,

শ্রোত্রিয় তৎপশ্চাতে থাক, কিন্তু অন্ন রাধবেন, মালাচন্দনের প্রথম অধিকার শ্রোত্রিয়ের। কুলাচাৰ্য্যগণকে পৃথক্ বৃত্তি দান করুন, তাঁরাই জাতির ইতিহাস। তাঁরাই সং অসং কার্য্য কীৰ্ত্তন ক'রে জাতির প্রত্যেকের উন্নতিসাধন কচেন।

[কলদেব সম্মতি জানাইল এবং প্রস্থান করিল।

(ধৰ্ম্মগিরির প্রতি) সপ্ত সমাজ-অন্তর্গত বর্ণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেক নেতার অভ্যর্থনার ভার, আপনার উপর ভ্রম থাকুক, অগ্রসর হ'ন, কার্য্যের শুদ্ধ অমুভব করুন।

[ধৰ্ম্মগিরির সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান।

সুবেণ! দরিদ্র ও অনাহত প্রজার সম্মানের ভার তোমার, প্রাণপাত-পরিশ্রমে সকলের মৰ্য্যাদা রাখ।

[সুবেণের প্রস্থান।

(অমাত্যের প্রতি) বন্দীদের মুক্ত ক'রে দাও, দেশ অদীন কর', মুক্ত-হস্ত হও, স্বর্ণ, তুমি, অথ কিম্বা যান, ইচ্ছামত যোগ্যপাত্রেরে বিতরণ কর', সবংসা গাভী দাও, অন্ন ঘৃত ও তিল দানে, সোণার বাংলা-স্বর্ণময় ক'রে কেণো, দেশ ধনশালী হ'ক্, বলাল-বল্লভে বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তি, প্রজার কদরে কদরে লিখিত থাক।

অমাত্যের প্রস্থান এবং সুবেণের প্রবেশ।

সুবেণ। মহারাজ ০ বশস্বী হ'ন। "পঞ্চকোট" "কলিঙ্গ" "মগধ" ও "মিথিলেশ্বর" উপচৌকন দিচ্ছেন।

বলাল। গ্রহণ কর', সম্মান জানাও, মঙ্গল-ইচ্ছা প্রকাশ কর', আনীত দ্রব্যের বিংশতিগুণ রাজ-আশীর্বাদরূপে অপর দ্রব্যে প্রত্যর্পণ কর'।

নিবীত আকারে যজ্ঞসূত্রধারী ভৃঙ্গসেনের ধামা-হস্তে প্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। সব নাটিক'লে, এক বণিক হ'তে যজ্ঞ পণ্ড হ'তে ব'সেচে, সমস্ত বণিক-সম্প্রদায় অভুক্ত অবস্থায় কি'রুচে।

বল্লাল। সে কি! দেখো, কারণ অনুসন্ধান করো।

ভৃঙ্গসেন। কারণ মাথা আর মুণ্ড, বৃহৎ ব্যাপার, কাজেই শূদ্র-ভোজনের পর বণিকদের আহ্বান হ'য়েচে, বলে, ও শূদ্রের স্পৃষ্ট হ'য়েচে থাকে না, বোঝাতে গেলুম, বলে রেখে দাও তোমার কথা, একেবারে আশুন।

বল্লাল। বাও, পুনরায় আসন গ্রহণ ক'ন্তে বলো, সমস্ত শুকের অর্য্যাহতি হবে, স্তবর্ণবণিক ধনশালী থাকবে, তারা আবার আসন গ্রহণ করুক।

(ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান)

জাতীয় অত্যাচার জাতীয় বর্ষণ, ধনগর্কিতের উপযুক্ত পরিণাম, শান্তি, শিক্ষা, নাশ, ধ্বংস।

ভৃঙ্গসেনের পুনঃপ্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। তারা অনুগ্রহ চায় না, বলে, রাজার ও হুকুম আবার কুনবো কি!

বল্লাল। রাজ-অনুগ্রহ নিলে না? ধনগর্কিত বলভ, নীচ, দুর্কিনীত দান্তিক বণিক! তবে ফল ভোগ কর। কে আছে, রাজ-আহ্বান-গোচর করো, সকলে মিলিত হও, সপ্ত-সমাজের আদেশ শোন।

(নেপথ্যে দামামা বাজিল। চতুর্দিক হইতে ধর্ম্মগিরি, বলদেব, গালব, সুষেণ, বলভ ও বণিকগণ প্রভৃতি এবং কমল আসিল।)

উত্তর দাও, আসন গ্রহণ ক'ন্তে প্রস্তুত কি না?

কমল। না।

বল্লাল। শুকের অব্যাহতি হবে।

কমল। শুক তিচ্ছাদানমাত্র।

বল্লাল। দাস্তিক বশিক, তুমি তোমার জাতির প্রতিনিধিরূপে উত্তর ক'রো, বশিক-সম্প্রদায় সকলে উপস্থিত, এ উত্তরে কেউ প্রতিবাদ ক'রেন না, আবার বলুচি, এখন' আসন গ্রহণ করুন। শুকের অব্যাহতি হবে।

কমল। না।

বল্লাল। বলভ, উত্তর শুনলে? রাজার প্রতি প্রজার এই আচরণ, কোন্ জাতির উপযুক্ত? উত্তর করো, কোন্ জাতির উপযুক্ত? রাজার সমক্ষে প্রজার ঔদ্ধত্য প্রকাশ, নীচতার পরিচায়ক কি না? উত্তম বর্ণ ও আতিকৃত ব্যবহারের বিবৃতি ও বর্জন কি না? উত্তম, বলভ তবে আজ হ'তে তোমার সম্প্রদায় পৃথক্ জাতিরূপে পরিগণিত হ'ক্। এসো।

(অমুচরবর্গ ও অমাত্যাদিসহ মহারাজ বল্লালের প্রস্থান)

বলভ। রাজা, রাজা, কি ক'লে? কি ক'লে? জাতিনাশ ক'রো না, ক্ষমা, তিচ্ছা, স্বর্ঘ্য তোমার নয়নে প্রকাশ হ'চ্ছে। তুমি অষ্টদিক্-পালে নির্মিত হ'য়েচো, সমাজ রাখ', জাতি রাখ', ধর্ম রাখ', স্বশান করো না, রাজা, রাজা, কি ক'লে? কি ক'রে দিলে।

(রাজাভিমুখে প্রস্থান ও উন্নতবৎ তথনি কিরিয়া)

চলো, চলো কমল, আবার আমরা পায়ে ধরি গে, আবার মাণ চাই।

কমল। এখন কি রাজাকে চিন্তে পার নি?

বলভ। না, না, এখন' সে আমার সেই বল্লাল, এখন' সে বাঙ্গালী গর্জ, এখন' সে বাঙ্গালী, আমার জাত, বাপে রাগ ক'রেচে, রাজার রাগ ক'রেচে, প্রতিবেশীতে রাগ ক'রেচে, অপমান ভাবতে নেই, যে

অপমান ক'তে জানে, সেই আদর ক'তে পারে, অপমান করার
লোকই আদর করে, আদর করার লোকই অপমান ক'রে যায়।

[কমলকে লইয়া বলভের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য ।

(অরঙ্গের কুটীরসমুখস্থ পথ ।)

বিমর্ষভাবে জয়ন্ত উপবিষ্ট, তৎপার্শ্বে প্রথম নাগরিক দণ্ডায়মান।

১ম নাগ। তুমি যখন তার হাতে ধেরেচো, তখন তোমার আর জাত কৈ ?
জয়ন্ত। হ'।

১ম নাগ। সে মাগী এখন একেবারে বাছেতাই হ'রে প'ড়েচে, সমস্ত পাড়া
বজাচ্ছে।

জয়ন্ত। হ'।

১ম নাগ। এখন রাজবাটিতেই রাত কাটাচ্ছে; দেখ, আমি বলি তুমি
বে-খা ক'রো, তবে প্রাণে বড় চোটটা লেগেচে, গাগল হও নি এই
ডের। তবে একঘরে হ'রে আছ, করা যায় কি, সমাজ ত' আর
অমান্ত ক'তে পারি না, ছেলেমেয়ের বিয়ে ত' পিঁতে হবে। আমি
বরং বলি, তুমি একটা বৈধ প্রায়শ্চিত্ত কর', পাঁচ জনারে ডাকাও,
সমাজ যদি দর্য করেন, তোমার নিতেও পারেনু।

জয়ন্ত। হ'।

১ম নাগ। নইলে যেখানেই যেতে চাও না কেন, সকলেই ছদ্ম ছদ্ম
ক'রবে। বাই, আবার বৈধ জানটা ক'রে খয়ে ফিরে যেতে হবে।
তোমার উপদেশ নিতে যখন এসেছি, তখন সমাজ একটু বৈধ মান
করিয়ে নেবে বৈ কি।

জরত। হঁ।

১ম নাগ। (অস্বস্ত) একেবারে শুন্। কেমন, কুশীন হও, মধ্যায়া চাও।
সেই মিথ্যে হাতধরাধরি নিয়ে জরতটাকে খুব কাবু করছে। তার
ওপর ভূমসেন সত্যি একবার হাত ধ'রে রাজবাড়ী নিয়ে সিঁহলো।
আর সন্দেহ ঢোকাবার ভাবনা! এখন মজাটা দেখ'। (প্রকাশে)
চলুন দাদা, আমরা গরীব লোক, আমাদের সমাজই সর্বস্ব।

[প্রথম নাগরিকের প্রস্থান।]

জরত। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কেবর! (অস্বস্তের চিন্তা।)

পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। সেই বামী, সেই আমায় ঘর, কি ক'রে ব'লবে আজ, আমার
অপরাধ ভোল, আমার নাও শ্রু! কেউ আমার বেথলে না, আমার
আশ্রয় তুমি, তুমি না ঠাই দিলে, আমার ব'লতে বে কেউ নাই ঠাকুর।
জরত। কে? এসেচিন্। এখানে কেন? এখানে কেন? বাও, লজ্জা
করে না, লজ্জা করে না, এখনো সরে যা। আমার সুখ শোড়ান্ নি।

পদ্মাক্ষী। মাগ করে, শুধু মাগ—

জরত। রাজার কাছে ত'রাত কাটাতে গিছিলি, তোর রাজা কি ক'রে?
বাও, রাজার কাছে কিরে বাও। আমার গৃহে তোর স্থান নেই।

পদ্মাক্ষী। আমার দৌর হ'য়েচে।

জরত। তুই কলঙ্কিনী।

পদ্মাক্ষী। (সপর্কে) মিথ্যে কথা।

জরত। বল্ অপর পুরুষে তোর হাত ধ'রেচে কি না? তোকে ছুঁয়েচে
কি না? (উত্তেজিতভাবে) ভূমসেন তোর হাত ধ'রেছিল?

পদ্মাক্ষী। (সরলভাবে) হ্যাঁ।

জরত। (উত্তেজিতভাবে) তোকে ছুঁয়েচে, তোর হাত ধ'রেচে, আর কিছু
জান্‌বার দরকার নেই, তুই পতিতা, এ গৃহে তোর আর অবিকার নেই।

পদ্মাকী। আমি ত' হাত ধরো ব'লে হাত বাড়িয়ে দিতে বাই নি। সেই
কি কুত্তাবে হাত ধ'রেছিল? আমি কি সেধে বলতে গেছি, হাত
ধরো, রাজবাড়ী নিয়ে চলো।

অরস্তু। আবার উত্তর ক'জিস্, বে বেস্তার গর্ভজাত, সেও তোঁর চেয়ে ভাল।

পদ্মাকী। (গর্ভবিস্ফারিত-নেত্রে) কি?

অরস্তু। আবার চোখ রাঙাতে এসেচিস্, আমি তোকে বর্জন ক'রিচি,
দেখি, কে তোকে গ্রহণ করার।

পদ্মাকী। বিনাছোঁষে বর্জন ক'রবে, আবার কটু কথা বলবে, আমিও
প্রতিজ্ঞা ক'রচি, যদি আমি সতীর গর্ভসম্বৃত্তা হই, আমিও দেখাবো,
এই আমার গ্রহণ করবার অন্ত তুমিই উপযুক্ত হবে, দরিত্র ভিক্ষকের
জ্ঞান নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইতে আসবে।

অরস্তু। কুলটার এত স্পর্ধা, (সবলে পদ্মাকীকে আকর্ষণ ও ভূপাতন)
খুন ক'রবো, এমনি ক'রে খুন ক'রবো (পদাঘাত) কার অন্তে আমি
সমাজবর্জিত, ঘৃণা, হের কুকুর? তোঁর অন্তে, তোঁর অন্তে (পুনঃ পুনঃ
আঘাত।)

পদ্মাকী। আঃ (অচৈতন্ত হইয়া গেল।)

অরস্তু। মরো, মরো, আমিই গঞ্জনা নিতে রইলুম, গঞ্জনা নিতে, পাগল
হ'তে, উঃ, মাথার ভেতর দিয়ে কি যাচ্ছে, মাথার ভেতর দিয়ে কি
যাচ্ছে, পাগল আর কিসে হয়? আর কিসে হয়? এমনি ক'রে হয়,
এমনি করে হয়, এমনি করে হয়।

[বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে উদ্ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।]

পদ্মাকী। মা (উখান) পৃথিবীতে একা রেখে গেল'। বাক্, ক্রোধের
ভাঙনার কি ক'লেম! ভগবতি। আমার মুখ দিয়ে এ দিবি কেন
বার ক'লে মা? তুমি ক'র, তুমি বাণী। আর একবার কি
বোঝাতে বাবো? না, না, কেন বোঝাবো, সমাজের দ্বারে

যারে ভিক্ষকের স্তায় কেন ঘুরবো, কেউ ত' আমার দেখলে না। সমাজ দোষহীনা জেনেও বর্জন ক'লে, রাজা নির্দোষ বুঝেও নিয়ম ক'লে না। স্বামী, সেও নিলে না, স্বেচ্ছাচার ক'লে, আমি সমাজের নই, রাজার নই, স্বামীর নই, হ'তে চাইনে। আমি সকলের শত্রু হবো, যে রাজা আমার প্রতি অত্যাচার ক'লে, যে সমাজ আমার দেখে দেখলে না, দেখবো, সে রাজা কত প্রবল, সে সমাজ কত বলবান, সে স্বামী কত নিষ্ঠাবান। এই আমার স্বামীর গৃহ, পুণ্যানিকেতন। প্রণাম নাও। স্বামী, দেবতা, পুরুষছোঁয়ার যদি দোষ হ'য়ে থাকে, তোমার পায়ের ধূলার সে পাপ গেছে। আমার অগতি কখন হবে না, কিন্তু নিষ্ঠাবান পুরুষ, সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে নোব, নারী অপেক্ষা তোমাদের জাত কত সৎ। দেখিয়ে দোব, নারী হুর্জলা, তাই তাদের উপর তাড়না হ'চ্ছে। সমস্ত ব্যভিচারী পুরুষ, গর্ভভরে পৃথিবীর ওপর বেড়াবে, সমাজের সমক্ষে গণিকা সৃষ্টি ক'রবে, সমাজ দেখবে, তবু শাসন ক'রবে না, হুর্জলা রমণী, তারই তাড়না হবে। সমাজ, তুমি পৃথিবীর সমালোচনা কর, আমার মত নিরাশ্রয়কে দেখ না, হিন্দু! তুমি শাসন নিয়ে আড়ম্বর কর, পর-নারীভক্ত নরের দিকে কিরেও তাকাও না।

ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। * সত্য, খুব সত্য, আমি তোমার সাহায্য ক'রবো, সমাজ নামে যদি কোন ক্ষমতাশালী শক্তি থাকে, প্রতিবিধান করুক। হিন্দুর হিন্দুর নামে যদি কোন গর্ভ থাকে, প্রতিবিধান করুক। হ'ক সে রাজা, হ'ক সে সমাজের পতি, দোষী পুরুষকেও শাস্তি দিক। যে সমাজ সে শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক, সে সমাজ নয়, শ্রশান, পিশাচের লীলাভূমি। এসো, অহুঁতাপদমা তুমি, এসো, প্রতিহিংসা নিতে উৎসাহিতা হ'ও, এসো, অজ্ঞপ্রিতা মাতা এসো, হিন্দু-কদাচার পৃথিবীর কাশে চলে

নাও, প্রতিহিংসা নাও, জলো, জ্বালাও, সমাজের বুকে ঠাঁড়িয়ে প্রতি-
হিংসা নাও, অবিচারের মর্ষভেদী বিযাক্ত ছুরির কলা, কুৎসিত সমাজের
বুকের ভিতর বলিয়ে দেবে এসো।

[ধর্মগিরি ও পদ্মাকীর প্রস্থান।

সুশেণসহ দুলীনের প্রবেশ।

দুলীন। এসো, অনুসরণ করো, বিশৃঙ্খল নিশ্চয় সন্ধান পাবে।

(উভয়ের অনুসরণ ও সাধানন্দের প্রবেশ।)

সাধানন্দ। ধী মা প্রকৃতি, তোর কোমলতা ফেলে কঠিন হ'সে বা, নারী !
মহাশক্তি !! তুই মাতাক্রুপে সন্তানকে অমৃত দিস, পত্নীক্রুপে পতিকে
সুখী করিস, কন্ডাক্রুপে সেবা সেধাস, আর সকল ত্যক্তা হ'লেই বুঝি
এই গণিকাক্রুপে সমাজের সর্বনাশ ক'ন্তে ছুটিস্।

[প্রস্থান।

অক্টম দৃশ্য।

(বল্লভচন্দ্রের বহির্কীর্টি।)

বল্লভ ও কমল দণ্ডায়মান।

বল্লভ। (উদ্ভিগভাবে) এলো না, এলো না, কেউ এলো না ? ভাল ক'রে
দেখ, একজনও এলো না ?

কমল। না দাদা, কেউ আসেনি, একজন আক্রণও উপস্থিত হয় নি।

বল্লভ। এত' আয়োজন, এত' আয়োজন, সপ্ত-সমাজ নিমন্ত্রণ হ'য়েচে,
একজনও এলো না ? সব গণ্ড হ'লো, সব গণ্ড হ'লো ?

কমল। এই রকমই ত' বোধ হ'ছে।°

বল্লভ । চূপ, চূপ, শব্দ শুন্তে পাচ্চো, শব্দ শুন্তে পাচ্চো ? শোন, শোন, পারের আওরাজ হ'চ্ছে, ওই কে আস্চে, ওই কে আস্চে, অত্যাধীনা কর, সকলকে অত্যাধীনা কর ।

কমল । (কিয়দূর গিয়া) কৈ দাদা, কেউ ত' নেই ! বাইরে সকলেই তেমনি গালে হাত দিয়ে বু'সে আছে, তেমনই মুখ চূপ । পাছে চোখোচোখী হয়, লজ্জার মুখ কিরিয়ে নিচ্ছে ।

বল্লভ । দেখো, দেখো, আমার বল্লভ কত বড় বোঝ' । আমার প্রতিবেশীর কত প্রভু দেখো, কেউ আস্চে পাল্ল না, কেমন হ'য়েচে, কেমন হ'য়েচে, কেউ আস্চে পাল্ল না ।

কমল । কিন্তু, একবার ভাবলে কি, কি অপমান ক'ল্লো ? আজ না উদ্ধার হবার দিন ।

বল্লভ । কতি কি দাদা ! জাত গেল, গেলেই বা, কিন্তু এ অপমানের মধ্যেও আমি একটা গর্জ অমুভব কচ্ছি, আমার উপর অত্যাচার হ'য়েচে সত্য, কিন্তু এখনও সে আমার রাজা, এখনও সে আমার সেই বল্লভ । আমার বল্লভ সমস্ত জাতটাকে কেমন শাসন ক'রেচে, আমার সহানুভূতি দেখাতে পারে, কিন্তু সাধ্য নেই ; ইচ্ছা থাকুক, আমার বাড়ীর দিকে একটা পাও তুলতে পারবে না ।

বল্লভ-কম্ভার প্রবেশ ।

বল্লভ-কম্ভা । না পারুক, রাজা প্রবল হ'তে প্রবল হ'ক্, কিন্তু আমার জননীর কি ক'ল্লো ? সতীর কি সর্কনাশ ক'রে দিলে ? একজনেও নেই, উদ্ধার ক'ন্তে একটা ব্রাহ্মণও নেই ।

স্বর্ণময়ী গাভী হস্তে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণ । তব্ব কি মা. জগদীশ্বর তোমার রক্ষা ক'রবেন ।

বলভ । আশুন, আশুন, দেবতা আশুন, আমি শরণাগত, আমার রক্ষা করুন ।

ব্রাহ্মণ । আপনিই রক্ষক, আপনিই রক্ষক, আমরা সামান্ত ব্যক্তি । আমি ঋণজালে জড়িত, উদ্ধার হ'তে এসেছি, কিন্তু শুনুন, আমি রাজ-নিরমে আবদ্ধ, দান গ্রহণ ক'তে পারবো না । বল্লাল-বক্ষে এই সুবর্ণময় বেহু পেইচি, এখনি উপযুক্ত মূল্য প্রার্থনা করি ।

বলভ । আমি স্বয়ং বিপন্ন, ক্রয়-বিক্রয়ের চিন্তা-স্থিরতা আমার নাই ।

ব্রাহ্মণ । আমি আশ্রিত, শরণাগত, ঋণজড়িত, আমার রক্ষা করুন ।

বলভ । তবে ওই পার্শ্বের কক্ষে চলুন ।

[সকলের প্রস্থান ।

সম্ভরণে ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ ।

ভৃঙ্গসেন । গেছে, গেছে, ঘরের ভিতর ঢুকেছে, (উকি মারিয়া) ব্যাস, ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে, এসো—এসো—

উন্মত্তবৎ রাজ-পারিষদগণের প্রবেশ ।

সকলে । হা হা হা হা পবিত্র জাতি ! পবিত্র জাতি ! !

মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । হিন্দু, হিন্দু, এরই নাম হিন্দু, গো-হত্যা, গো-শোণিতে তর্পণ ।

(কমল ও ব্রাহ্মণসহ তথগাতীমূর্তি হস্তে উৎকণ্ঠিত ভাবে বলভের

গুনঃ প্রবেশ । অপর দিক দিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে বলভকর্তা

আসিল ।)

বলভ । আমি দারপ্রক, বৃদ্ধ, স্থবির, একি অত্যাচার ; রাজা, রাজা, একি অত্যাচার, এ স্বর্ণময়ী গাতী, এ কর্ত্তনে দোষ কি ?

বল্লাল । উত্তর ক'রো না, দাঙ্গিক বণিক ! নীচ-সহবাসে তুমি কত বুদ্ধিহীন

হ'য়েচো বুঝতে পারনি ; এত বিকৃত হ'য়েচো, যে গাভীর গলদেশে
আঘাত ক'ন্তেও সন্মুচিত হও না। হ'ক্ স্বর্ণনির্মিত, কিন্তু বধন
গাভীরূপে, তোমার আঘাত না করাই উচিত ছিল। তোমার মাতার
প্রস্তরময়ী মূর্তি নির্মাণ ক'রে, যদি কেউ তার গলায় জুতোর মালা
পড়িয়ে দেয়, ধর্মের দিকে চেয়ে উত্তর করো, তা কি তোমার সহনীয়
হ'য় ? দেবতার চিত্র, দেবতী নয়, চিত্র মাত্র, তা কি তুমি পদদলিত
ক'ন্তে সাহস কর' ? উত্তর দাও, শিব-মূর্তিকে পায়ণ ভাবতে পারো ?
তাতে পদাঘাত ক'ন্তে সাহস কর' ?

বল্লভ । না।

বল্লাল । তুমি দোষী, স্বীকার করো তুমি দোষী।

বল্লভ । (ঝাড় হেঁট করিয়া রহিল, পরে :—কম্পিত-কণ্ঠে) হ্যাঁ।

বল্লাল । সামন্তবর্গ ! দেখ্‌চো কি, ধর্ম্‌ বায়। কুলাচাৰ্য্যের নিকট ঘটনা
প্রকাশ করো, এ জাতিকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত রাখো, এসো, গৃহত্যাগ
করো, আজ হ'তে এ জাতি যজ্ঞোপবীত ধারণের অযোগ্য।

[সদলে মহারাজ বল্লালের প্রস্থান।

বল্লভ-কন্ঠা । শ্রীকৃষ্ণ পশ্চ হ'লো, প্রেতস্থ গেল না। মা, মা, নরকই তোমার
স্থান হ'লো !

(বল্লভ-কন্ঠা মুচ্ছিতা হইল, কমল তৎসেবার নিযুক্ত রহিল।)

বল্লভ । প্রজারক্ষক, এই কি তোমার ভ্রাতৃবিচার ! হিংসাপ্রণোদিত হ'য়ে
সোণার জাতিকে অতি নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত ক'লে কেন ? এ কলঙ্ক
আমার নয়, ব্যক্তি-বিশেষের নয়, সমগ্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালী রাজ্যের।
যদি ধর্ম্‌ সত্য হয়, এর প্রতিফল পাবে, যদি মানবপুঞ্জের সমবেত
শক্তির তেজ থাকে, যদি দেবদত্ত বৈদ্যনর, এ বুকের লোল শরীরকে
এখন' চল্লিঙ্গা ক'রে থাকে, তবে এর ফল, তুমি নয়, আমি নয়, সমগ্র
বাঙ্গলা জানতে পারবে। এ মিথ্যা কলঙ্ক রটনার বিনিময়ে, যদি ধর্ম্‌

থাকে, তোমার বংশে এমনি বৃথা কলঙ্ক রটবে, তোমার বংশধরের নামে, স্তম্ভাশ্রম, সকলে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

কুমার লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ধার্মিকের বাক্য পূর্ণ হ'ক, আশীর্বাদ; পিতার প্রায়শ্চিত্ত। বর্ষায়ান, আশ্রিত হ'ন, আমি নতশিরে কলঙ্ক নিচ্ছি, বল্লালবংশে কলঙ্ক রটুক, লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে নেবে। যদি এ কলঙ্ক না রটে, গৌড়ের দ্বিতীয় অধীশ্বর, জেন', সত্য থাকবে না, ধর্ম থাকবে না, মাতৃ-স্মৃতিতে কলঙ্ক আসবে, পুণ্য বাবে, হাহাকায়ে, দিগদাহে, দ্রাবানলে সমগ্র জগৎ জালাময় অড়পিণ্ডরূপে পরিণত হবে।

বল্লভ। বাবা, বাবা, বুঝতে পাচ্চিনে, তোমার অভিশাপ দোষ', কি আশীর্বাদ ক'রবো।

(বিনয়বিনত লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া বল্লভ কক্ৰুণাপূর্ণদৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।)



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(উদ্ভানমধ্যাহ্ন মন্দির-সম্মুখ ।)

টহলদার বালকগণের প্রবেশ ।

টহলদার বালকগণ ।

গীত ।

ওকে ? কোথায় ? কোন্‌খানে ?

চাঁপার বরণ কিরণ রেখা দেখা গেল পূর্বকোণে !

সুখের বুকে সুখার রাশি, অধরে কার ঝরে হাসি,

করুণা কার শিশিরকণা, ফুল ফুটে বল্‌ কার গানে ?

সোণার কাটা ছুঁইয়ে ও কে সারা ধরার স্রাণ জীয়ার,

আদরে ভোরের মোরে, শেকালিকার হার গলায় ?

বিধাতার নতুনতা ! শুণ জানে গো শুণ জানে ॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান ।]

চিস্তিত বঙ্গালের প্রবেশ ।

বঙ্গাল । কি কল্লেম । কেউ জাবলে, বঙ্গিকু ধনী হ'য়েচে, তাই গরু চূর্ণ
কল্লেম, কেউ বুঝলে, প্রাধান্ত ছেপেলেম, কেউ ত' জাবলে না, এক-
খানা হাত কেটে দিলুম, বুকের একখানা পীজর জোর ক'রে খসিয়ে
কেল্লুম । বঙ্গভ ! আমি জানতুম, তুমি কত উদার, তুমি জানতে,
কি উপলব্ধি আমি গঠিত । সেই ছেলেবেলার একত্র খেলা, বুক
দিয়ে জড়িয়ে ধরা মনে পড়ে, আর মনে পড়ে, সেই আমি, সেই তুমি ;

তোমারই জাতিপাত ক'তে হ'লো। এক তোমার যুধ চেরে, সমস্ত জাতিকে কমা ক'রেছিলেম, বিদ্রোহে, তাদের যোগদান ভুলেছিলেম, ধনগর্বে ধরাকে দূকপাত না করা, দেখিনি, কিন্তু নিরীহ ব্রাহ্মণকে অপমান কর্ত, রাজার প্রতি কর্তব্যবিশৃতি কর্ত, আজ অতিপ্রিয় সেই তোমাকেও, কঠোর শাসনে আবদ্ধ ক'তে হ'য়েচে ; পুত্রের অঙ্গুলি যদি সর্পদষ্ট হয়, ছেদন, তার পক্ষেও প্রশস্ত। যদি সকল বজবাসীর স্তায় আবার তোমরা সুশীল হ'তে পার, সমাজ স্বয়ং তোমাদের উচ্চস্থান দেবেন, কিন্তু যদি সমাজ অগ্রাহ্য ক'রে, নিজেরদের গর্ব নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে, তোমরা দূচ হ'য়ে দূরে থাক, এ দূরত্ব চিরদিন থাকবে, এ ব্যবধান কেউ নষ্ট ক'তে পারবে না, আমার অবর্তমানেও নয়।

কমণ্ডলু-হস্তে ভস্মাচ্ছাদিত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

স।, ব্রাহ্মণ। রাজা, আশীর্বাদ ক'তে এসেছি, আমি সাগ্নিক-ব্রাহ্মণ।

বজ্রাল। (প্রণামান্তে) আপনার অকুত তপঃপ্রভাব, আমি অবগত প্রভু!

স।, ব্রাহ্মণ। তোমার এক অভিনাব জানাতে এসেছি।

বজ্রাল। আদেশ করুন।

স।, ব্রাহ্মণ। দেবকার্ষ্যে ব্রতী হবার পূর্বে, তোমার অচলা লক্ষ্মী-কামনার ধ্যানস্থ হ'য়েছিলেম, জান্লেম, কাল সূর্য্যোদয়কালে, পদ্মিনী-লক্ষণা-ক্রান্তা অদৃষ্টপূরী এক নারী ধলেশ্বরী নদীতীরে প্রস্তরবেদিকার উপবিষ্টা থাকবেন, তুমি তাঁকে জীতাবে গ্রহণ ক'রবে, নিজগৃহে আনবে, স্তায় হ'ক্, অন্তায় হ'ক্, তাঁর কোন বাক্যের হেলন ক'রবে না।

বজ্রাল। আমি প্রাচীন, আমার পুত্র বর্তমান।

স।, ব্রাহ্মণ। সেই শক্তিরূপিনী নারীকে তুমি ব্যতীত কেউ ধারণ ক'তে

পারবে না। ধরার সর্বস্বত্বপ্রধান পুরুষ ব্যতীত, যদি অপর কোন
নর তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের জাতি পর্যন্ত ভিন্নবুদ্ধি হবে,
শকোচ্চারণে জড়তা আসবে; সে যুবতীকে গ্রহণ ক'লে এক ভূমিই
সমর্থ।

বল্লাল। তবু, আমি প্রাচীন।

সা, ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মী অচলা থাকবে, সে সর্বস্বত্বপ্রধান, পরীতাবে তাঁর
হস্তধারণ ক'লে সঙ্কুচিত হ'য়ে না, সে প্রোতর্গারজীৱপিনী কুনারী,
সে স্থিরযৌবনা মাতা।

বল্লাল। যুবতী কল্পা দেখে যদি আমার বাৎসল্যের উদয় হয়? আমার
রাজ্যে যখন তিনি পদার্পণ ক'রেচেন, তখন তিনি আমার প্রজা, আমি
স্বৈচ্ছায়, তাঁর প্রার্থনার পূর্বে, কি ক'রে হস্ত ধারণ ক'রবো? কি
ক'রে তাঁর উপর মুখ হবো?

সা, ব্রাহ্মণ। এই সিন্দূর গ্রহণ করো, সূর্যোদয়ের পূর্বে লগাটে ধারণ
ক'রবে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নারীকে প্রথম দেখবে, হিতাহিত-
জ্ঞানশূন্য হ'রে তার প্রতি উন্নত হবে, দেবকার্য্য, বন্ধে অচলা লক্ষ্মী
স্থাপিতা হবে, প্রকৃত মঙ্গলের জন্য সম্মত হও বৎস!

বল্লাল। দিন। (সিন্দূরগ্রহণ) আশীর্বাদ করুন, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে
বেন লক্ষ্মী অচলা থাকেন, এ গোড়ের নাম বেন সোণার বাঙ্গলা হয়।

সা ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর তাই ক'রবেন, আর বাঙ্গলার ব'ল্বার মতন, বন্ধে
গৌরব ক'রবার মতন, বাঙ্গালীর নিজের ব'লে কিছু থাকবার মতন,
এক ভূমিই থাকবে। আমি তীর্থযাত্রায় চলেম, যজ্ঞান্তে যজ্ঞীৱবারি
সহ আবার তোমার আশীর্বাদ ক'লে আসবো।

বল্লাল। আপনার অসীম অমুগ্ধ। (প্রণত হইলেন।)

[সায়িক-ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

ঈশ্বর, বাঙ্গলার মঙ্গলের জন্য, এ সূর্যের প্রতি শোণিতবিন্দু নাও,

আত্মীয়হীন, গৃহহীন, পথেয় ভিক্ষুক কর', তবু, আমার বাজলা,
এ শোণার বাজলাকে, এ উদার, নির্ভীক, সরল বাজালীকে, দীর্ঘায়ু,
বশব্দী ও মহিমাময় কর'।

[বজালের প্রস্থান ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া

গালবের বহিরাগমন।]

গালব। এ পদ্মিনী-নারীকে তোমার নিতে দোষ না, ধলেশ্বরীতীর, প্রান্তর-
বেদিকা, এ পদ্মিনী বজালের নয়, এ বলভের, এ বলভের হবে।

[গালবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(অরণ্য-মধ্যস্থ শিবির।)

[চতুর্দিকে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে; বর্ষাহস্তে প্রহরী পাহারা

দিতেছে ইত্যাদি। গোরাসদায় ও কমলের প্রবেশ ও বৃক্ষ-

পার্শ্বস্থ প্রস্তরখণ্ডে পৃথক পৃথকভাবে উপবেশন।]

গোরা। আমাদের যোগাড় হবার পূর্বে বিদ্রোহের কথাটা বেরিয়ে
গেলো, ভাল হ'লো না।

কমল। কিছু ক্ষতি নেই। লোকবল, অর্থবল, আমাদের কিছুই কম নয়;
গালবের অস্ত্র যা ভাবনা ছিল। যজ্ঞে বন্দীদের মুক্ত ক'রে রাজা
নিজেই সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন।

গোরা। দুর্লভ হ'তেও অনেক অনিষ্ট হবে, সেও অকৃত-শরীরে রইলো।

আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করা, রাজার পক্ষে সুবিধা, কিন্তু তাদের ভেদ
জানা আমাদের কঠিন হ'চ্ছে।

কমল। কেন নিরামৎ ত' র'য়েচো?

গোরা। সে মুসলমান, সে যাতারাত ক'রুলে, সকলেই সন্দেহ ক'রবে।

কমল। রাজগৃহে গালবকেই পাঠান।

গোরা। সহকারী চাই, একলাই সে বাচে, কিন্তু বিপন্ন হ'তে পারে।

কমল। তবে লোক সংগ্রহ করুন। আমার সব অর্থ, সব শক্তি, জীবন
পৰ্য্যন্ত পণ, তবু বল্লাল-পতন দেখাতে হবে, আমার জাতিকে সে
যেমন হীন ক'রেচে, জগতের চক্ষে তাকেও তেমনি হীন করা চাই।

পদ্মাক্ষী সহ ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। বাকী নেই, সমস্ত উপাদান একত্র হ'য়েচে, কেবল ইচ্ছনে
অগ্নি দিতে বিলম্ব।

কমল। এ জ্বীলোকটা কে ?

[শিবিরের পশ্চাত্তাগ হইতে সুষেণ ও ছলীনের
লুকারিতভাবে দর্শন।]

ধর্ম্মগিরি। এই বালিকাই বল্লাল-অত্যাচারের প্রমাণ, এঁকে মুসলমান
সর্দারের কাছে নিয়ে গিচ্ছলেম, তাঁর মত, এঁর প্রতি অত্যাচারকাহিনী
অতিরঞ্জিত ক'রে ঘরে ঘরে ঘোষণা করো, রাজার প্রতি প্রজাদের
অসন্তোষ আনাও, সত্য প্রকাশ হ'ক, রাজা এই জ্বীলোককে গৃহ-
ত্যাগ করান।

গোরা। মহারাজ বল্লাল ত' সে প্রকৃতির ননু। (পদ্মাক্ষীর প্রতি) কে
তোমার গৃহত্যাগ করিয়েছিল ?

পদ্মাক্ষী। সমাজ, রক্তা, স্বামী, সকলে। আমি নির্দোষা, রাজা আমার
বর্জনবোপা ব'লেন, আমি নির্দোষা, সমাজ আমার কুলটা ব'লেন,
ঘরে কিংলেম, স্বামী বেস্তাকু অধম ব'লে ত্যাগ ক'লেন। কেঁদে ছ'পা
জড়িয়ে ধ'রেছি, যদি ভুলই হ'য়ে থাকে, একবারের ভুল, ভুল কি হয়

না? কার ভুল হয় নি? বুকে হাত দিয়ে কে বলতে পারেন,
“আমি কখন ভুলিনি?”

গোরা। সত্যই তুমি অত্যাচারপ্রাপ্তা, তুমি উপহিত কি চাও?

পদ্মাক্ষী। আমার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস।

গোরা। তুমি দাসীবেশে মহারাজ বন্ডালের অন্তঃপুরে আমাদের গুপ্তচর-
রূপে থাক।

ধর্ম্মগিরি। সেই উদ্ভম, আমি শপথ ক’ছি, যেমন ক’রে পারি, তোমার
স্বামীকে তোমার ক’রে দোব।

পদ্মাক্ষী। এতে স্বামীর মন পাব কেন?

ধর্ম্মগিরি। সেও রাজার অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হ’য়েচে, রাজার ক্ষতি হ’লে তুমি
তুষ্ট, সেও তুষ্ট হবে।

পদ্মাক্ষী। বাবা, মেয়ে-মানুষ হ’লে জন্মেচি, বিশ্বাস ক’ন্তে শিখিচি, বিশ্বাসটা
কিছু নয়, তা বুঝিও না, আমার ঠকিও না, জেনে রেখ’, সেই আমার
ইহকাল, সেই আমার পরকাল।

গোরা। তুমি নির্ভরে থাক। যদি সুযোগ পাও, সমাজের উপরেও
প্রতিশোধ নিও। প্রতিশোধ ধর্ম্ম, ছোট বড় নেই, সাপকে মাড়ালে,
সেও ফণা তোলে, পিঁপুড়েকে মারলে, সেও কামুড়ে মরে।

পদ্মাক্ষী। হ্যাঁ, বুকেচি, বুকেচি, স্বামীকে আপন করা ছাড়া আমার আরও
একটা কাজ আছে। এ ক্ষমকে যে মরুভূমি ক’রেচে, তার বৃকের
ভেতর, আমার মত আলা আনা, আমার মত গৃহহীন, আশ্রয়হীন
করা, এ বৃকের ভেতর যেমন আগুনের শিখা বইচে, সেই রাজার
বৃকের ভেতরেও তেমনি করা, দেখাও, রাত্তা দেখিয়ে দাও, হত্যা,
না না হত্যা আগে নয়, আমার মত আগে তাকে আশ্রয়হীন ক’রবো,
আমার মত আগে তাকে পথে পথে ঘোরাবো, দেখাও, পথ দেখিয়ে
দাও।

ধর্মগিরি। এসো, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। (হস্ত ধরিতে গেল।)

পদ্মাক্ষী। ছুঁয়ো না, এই হাত আর একজন ধরেছিল; ত্রীলোককে হাত দিয়ে, পুরুষের ছুঁতে নেই, স্বামীতে সন্দেশ করে, ত্যাগ করে, একবার ছুঁয়েছিল, এই একবার ছোঁয়ার আমি বর্জিতা, আর ছুঁয়ো না, যখন সমাজের নিয়ম, তখন পুরুষ হ'য়ে ইচ্ছে ক'রে, কাকুর হাতে হাত দিও না, তোমাদের না জানা হ'তে পারে, খেলা হ'তে পারে, আমোদ হ'তে পারে, কিন্তু নারীর এতেই সর্বনাশ হয়, এতে সে দাপ লাগে, বা মোছা যায় না, সে দাপ লাগে, বা সমাজ ছাড়াতে পারেন না।

[পদ্মাক্ষীর প্রস্থান।]

ধর্মগিরি কি যেন ভাবিয়া, নিখাস ফেলিয়া অমুসরণ করিল।

কমল। ছুঁড়ীটা দেখতে মন্দ নয়।

গোরা। (হঠাৎ হুলীন ও সূষেণের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়) কে দেখচে, কে দেখচে, তীর ছোড়—তীর ছোড়' (কমল তীর বর্ষণ করিল।)

[গোরার প্রস্থান।]

(নেপথ্যে পতনশব্দ।)

কমল। কিসের শব্দ?

নিয়ামভের প্রবেশ।

নিয়ামৎ। হুলীন পালিয়েচে, সূষেণ আহত। আহুন, মহারাজ বলভের আদেশ।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

(ধলেশ্বরী নদীপার্শ্বস্থ পদ্মবন ।)

দূরে বৃক্ষে ময়ূর, পারাবত প্রভৃতি । প্রস্তর বেদিবার, হস্তে কপোল
ভ্রমর করিয়া আলুলায়িতকুন্তলা পদ্মিনী উপবিষ্টা ।

গালব সহ বলভের প্রবেশ ।

গালব । ওই দেখুন, ওই সেই রমণী, বন্ধে অচলা লক্ষ্মী স্থাপন করুন,
হাত ধরুন ।

বলভ । কি সুন্দরী, ভগবতী যেন কুমারীমূর্তিতে র'য়েচেন, কি প্রশান্ত
সমদৃষ্টি, শিশিরসিক্ত পদ্মের মধ্যদেশে পদ্মালয়া, নবহর্ষের নূতন
চন্দ্রাতপতলে দাঁড়িয়ে পূজা কর, মন, আনন্দের বীণা বাজা, আলোকে,
শিশিরে, ধরণী শ্রামলা হ'য়ে উঠুক । এসো, এসো কুমারী, আমার
ঘর আলো করবে এস ।

(বলভ পদ্মিনীর হস্তধারণ করিল, পদ্মিনী গলবন্ধে
বলভের পদে মস্তক রাখিয়া উঠিল ।)

পদ্মিনী । চলুন, আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী ।

বলভ । তু—তু—আহা, হা, হা ।

[ভ্রাস্তভাবে বলভের প্রস্থান ও পদ্মিনীর নতমুখে অহুগমন ।

গালব । বাঙ্গালী ধন্ত হও, অক্ষয় ধনধাত্তে এ পূর্ববন্ধ ঐশ্বৰ্য্যের আধার
হ'লো ।

[গালবের প্রস্থান ।

বিরক্তমুখে কড়ির ও তালপত্রের অলঙ্কারসজ্জিতা চিত্রিতবসন-
পরিধানা শূদ্রাণী ও তৎপশ্চাতে কমলের প্রবেশ ।

শূদ্রাণী । আশ্চর্য্য বাপু !

কমল। শোন না।

শূদ্রাণী। (বিরক্তভাবে) মুখে আগুন, কি বলবি বল না ?

কমল। তুই বলের অধীশ্বরী হবি।

শূদ্রাণী। কি বক্চিস্! মুখে আগুন, ও আমার জানা কথা, এক
মৈবজির কাছ থেকে শুনে মা আমার বলতো।

(স্বাধীনভাবে চতুর্দিক দর্শন।)

কমল। কি বলতো ?

শূদ্রাণী। মা বলতো, মৈবজি বলৈচে, আমি শাপভ্রষ্টা, চক্রবর্তী মহা-
রাজের স্ত্রী হবার লক্ষণ আমার হাতে আছে, একটু আগে জন্মালে
আমিই পদ্মিনী হতুম।

কমল। ছোটলোক বলে আনন্দ, না আনলেই হতো, আশ্চর্য
দেখেচো।

শূদ্রাণী। তুই বকব বকব ক'রে আপন মনে কি বক্চিস্ ?

হোরার প্রবেশ।

হোরা। একে বার ক'রে দে, এ স্ত্রীলোকের সম্মান ক'ন্তে জানে না।

কমল। বক্গে যা, কেবল ওই পাথরে বসিস্ নি।

শূদ্রাণী। ভয়ে তোর কথা শুনবো নাকি ? আমি ওই পাথরেই ব'সবো।

কমল। বসিস্ নি।

(প্রস্তর-বেদিকার দিকে গমন ও উপবেশন।)

শূদ্রাণী। আমার খুসী।

কমল। সকাল হ'য়ে গেল, দুপুর হ'গুগে, যা হয় করগু।

(কমলের প্রস্থান।)

শূদ্রাণী। হোরা, ঐ পাথিটা ধ'রে দেউ।

(শূদ্রাঙ্গী পাখী দেখাইয়া দিল, পক্ষী লইয়া হোঁরা আসিল।)

শূদ্রাঙ্গী। দেখি। (পক্ষী-গ্রহণ ও চুষন) চোঁচাচ্ছে দেখ, চোঁচাচ্ছে দেখ,
ওর চোঁচ চাপাই উচিত, ওর কাণ ম'লে দে, বেইমানের জাত কি না,
ওরা সব পারে, চুমু খাও, আদর কর', যেন কত' আপনার, আবার
ছেড়ে দাও, উড়ে যাবে, ওরা যে বেইমানের জাত, ওদের কি ভাল
হয়। (পক্ষীকে গ্রহণ) চোপ'রাও।

হোঁরা। দেখতে দেখ'। ওই একটা ময়ূর র'য়েচে আনিগে।

[হোঁরার প্রস্থান।]

শূদ্রাঙ্গী। ভারী হুঁ, (পক্ষীকে চুষন ও গ্রহণ) আদর করুন, চুমু খেলুন,
তার বেলা কথা নেই; একবার মেরিচি ত' ক্যা ক্যা ক্যা, মুখে
আগুন, পুরুষের জাত কিনা ?

(গগনপটে সূর্য্যের প্রকাশ।)

ভৃঙ্গসেনসহ ললাটে সিন্দূর-শোভিত মহারাজ

বজ্রালের প্রবেশ।

বজ্রাল। কি সুন্দর! কি কজ্জলপূরিত চক্ষু!! শোন, শোন।

(অগ্রসর হইলেন।)

শূদ্রাঙ্গী। (উপবিষ্ট থাকিয়া বগত) ব'য়ে গেছে, (প্রকাশে) বদমাইস
পাখী। (গ্রহণ)।

বজ্রাল। এমন পাখী, একেও তুমি মার ?

শূদ্রাঙ্গী। আর আদর করি যে, তার বেলা কথা নেই, পুরুষ কিনা, তাই
মানাতে গিয়ে বগড়া ক'ন্তে এসেচো। আমার খুসী, মার্বো, আদর
ক'ন্সবো, চুমু খাবো, দেখবে, দেখবে, উড়িয়ে দোব ? (উড়াইয়া
দিল) কেমন, আর কথা আছে ?

বল্লল। যদি ইতর-প্রাণী না হ'তো, তোমার কোল থেকে সরতো না।

তুমি কঠিন হ'লেও কোবল, নির্দয় হ'লেও সুন্দর।

শূদ্রাণী। ভাগ্যিস্ বলে, নইলে হয়ত' আমি মনে ক'রে ফেলতুম্ আমি
কালো। এই অসুগ্রহ করার অন্তে বোধ হয় তোমার কাছে কৃতজ্ঞ
হ'য়ে থাকতে হবে, কি বল, অ্যা ? বল ওহে পুরুষ, তুমি যে চাগ না
হে, অ্যাঃ, একেবারে নেহাৎ পুরুষ ! কি বল ?

বল্লল। তুমি অতি সুন্দর। (শূদ্রাণীর হস্তধারণ।)

শূদ্রাণী। তোমার চেয়ে ?

বল্লল। অ্যা অ্যা ;—

শূদ্রাণী। তুমি ক্যাল ক্যাল ক'রে মুখের দিকে যে বড় তাকিয়ে রইলে ?
হা ক'রে দেখ্‌চো কি ? আমি রথ না দোল ? মরণ আর কি !
কি মশায়, কেমন আছেন ? পুরুষগুলো যেন সং, নাচালেই হ'লো,
হাততালি দেবার আগেই পা তুলে বসে। ভবি, ভাত খাবি, না,
আঁচাব কোথা ?

[ভদ্রীসহকারে বল্লল প্রতি চাহিয়া প্রশ্নান।

বল্লল। সুন্দর, সুন্দর, অতি সুন্দর, হৃদয়ভেদী চাহনী, আমার উন্নত ক'রে
তুলেচে। অভিমান নেই, আবেগ নেই, আশঙ্কা নেই, সঙ্কোচ নেই,
ফুটন্ত, পরিমলগুপ্ত, নির্মল। যাও, আন, পরিচয় দাও, উন্নত হবো,
আমার শিরায় বিজ্যৎ, নিখাসে অগ্নি, আহুক, একবার দেখুক। মান,
সম্মত, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, সমস্ত অলাজলি দোব', সেবারত
থাকবো, আনো, কেয়াও, একবার দেখাও, শুধু একবার তাকে
কিরিয়ে আন।

(বল্ললের অঙ্গুগমন।)

ভদ্রসেন। অ্যা। এ যে অবাচ্ ক'রৈ। অমন গদ্যাকীকে দেখে

মজলো না, আর এইতে ভুললে! খুব জাত কিন্তু, বতই বেবগ্গা
হও না কেন, একদিন না একদিন এরা গলায় গামছা দেবেই দেবে।

অশ্রুদিক হইতে হোরার প্রবেশ।

হোরা। (মুহুরে) এস না, এস না, আমার একটা ময়ুর ধ'রে দেবে?
আমি নাগাল পাচ্ছি নি।

ভৃঙ্গসেন। চলো বাবা, অন্ধ জাগো, কিবা রাত্র কিবা দিন।

[হোরা সহ একদিকে ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

অশ্রুদিক দিয়া শূদ্রাণী সহ বল্লালের পুনঃপ্রবেশ।

বল্লাল। অনুগ্রহ করো, শুধু অনুগ্রহ করো। আমি প্রতারণা কচ্চিনি,
মান, প্রভু, ঐশ্বর্য, মাহুযে যা কিছু চায়, আমি তোমায় সমস্ত দোব',
অধীশ্বরী ক'রবো, চলো পদ্মিনী, আমার গৃহ আলো ক'রবে এসো।

শূদ্রাণী। রাজা, রাজা, কুমারী হ'লেও আমি শূদ্রাণী।

বল্লাল। আমি তোমায় পদ্মিনীর চক্ষে দেখেছি, তুমি পদ্মিনী। তুমি সাধ্বী,
শাপল্লতা, আজ হ'তে সমস্ত বন্ধে তুমি পদ্মিনী নামে কথিতা হবে,
পদ্মিনী, বল্লালমহিষী, পদ্মা! চাও, চাও, কক্কা'র নয়নে দেখ।

শূদ্রাণীর হস্তধারণ ও ভৃঙ্গসেনের হাত ধরিয়া

হাস্তমুখে হোরার প্রবেশ।

হোরা। (রাজাকে দেখাইয়া) এই বুঝি আমার সেই পাখী?

শূদ্রাণী। (ভৃঙ্গসেনকে দেখাইয়া) খুব ময়ুর ধ'রেচো কিন্তু!

(উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া দুইদিকে বাইল ও

পরস্পরকে দেখিয়া হাসিল।)

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কি দেখালে, জগদীশ্বর, কি দেখালে? আমার বিশ্বাস অটুট

রাখ, আমার এখন' ভাবতে দাও, পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, এখন' উচ্চ-
কণ্ঠে আমার ব'লতে দাও—

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ ।

মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্তিস্ত ভ্রাতা ভ্রাতৃ মূর্তিরায়নঃ ॥

প্রস্থানোছোগুণ বলদেবের প্রবেশ ।

বলদেব । কুমার, সর্বনাশ হ'য়েচে, কোথেকে এক শূদ্রাণী এসেচে, রাজা
তাকে পরীক্ষণে গ্রহণ ক'ন্তে চান, সে যজ্ঞস্থলের সম্মান দেবে না,
বৈশ্ব শূদ্র হবে, কুকীর্তি গাইবে, বঙ্গাল-নামে কলঙ্ক আসবে ; যাও,
দেখ, যদি পার' এখন' উপায় করো ; সকলকে সংবাদ দোব, আমার
ধর্ম নির্ভর । ভগবান মম্বর নিষেধ, শূদ্রপ্রধান দেশে কখন' বসতি
ক'রবে না ।

[বলদেবের প্রস্থান ।

লক্ষ্মণ । মা অম্বভূমি ! আর ত' আমার বেঁধে রাখতে পাল্লিনি মা !
বেধানে ধর্মহীন, দান্তিক, ক্রোধী কিংবা নান্তিক বাস ক'রবে,
আর ত' সেখানে থাকতে পারবে না । তোর পদ্মা, নীতল লক্ষ্যা,
ব্রহ্মপুত্র, সিংধর কিংবা ধলেশ্বরী, আর ত' আমার বেঁধে রাখতে পারবে
না ! আত্মীয়ের ভালবাসা, প্রতিবেশীর দান, আমার, চোখের অল ফেলে,
ঠেলে যেতে হবে । আমার আরোপিত বৃক্ষ থাকবে, পরিচিত গাভী
থাকবে, মাঠভরা ধান থাকবে, চেনা পাখীর আদরের ডাক থাকবে,
অজানা পাখের মত, নির্দম হ'য়ে তাদের ত্যাগ ক'ন্তে হবে । অম্ব-
ভূমিকে বালাবাড়ী ভাবতে হবে, ভাবতে হবে জননী বিনাতা । আমার
পিতা শত্রু, সূর্য্যে কলঙ্ক, সমস্তোষে অজার ! সমাজ অকুলী নির্দেশ
ক'রবে, উপহাসে ভুবন ভরিবে দেবে । কুপুত্র আমি, আমার দেবদত্ত
শরীর অশুচি ! অমৃতগুণ বর্জিত, মিলিয়ে নাও, ঈশ্বরের তুলানও দেখ,

তোমার প্রাণ পণ্ড হ'য়েছিল, আজ অধীশ্বরের কীর্তি পণ্ড হ'লো।
অনুতপ্ত হ'রে তুমি গৃহত্যাগ ক'রেছিলে, আজ বর্জাল-বংশধরও
তোমার মত বিদার নিচ্ছে।

(তুমি স্পর্শ করিয়া মস্তকে হস্ত দিল, বাইতৈ গিয়া কিরিল।)

আর একবার দেখি; দেশ, তুমি এত মিটি! বাল্যের স্বপ্ন-অঙ্কিত
স্মৃতি! জানতেম্ না, তুমি বুকের ভেতর এত ব'সে আছ, তুমি এত
মধুর! যে দেশ ছাড়েনি, সে ভিন্ন জানে না, দেশ ছাড়া কি কঠিন!

পুনঃপ্রবেশ।

বলদেব। কুমার, কি স্থির করলেন?

লক্ষ্মণ। ভাবচি।

বলদেব। আমার সংকল্প শুনুন, যে স্থানে নারী প্রধান হবে, ধর্মের মর্যাদা
ধাক্বে না, প্রকান্তে রাজা নীচ নারীর কাছে আত্মবিক্রয় ক'রবেন,
সেখানে কখন' বসতি ক'রবো না। আমি নূতন ভূখণ্ডে যাবো,
প্রয়োজন হয়, নবদ্বীপ স্থাপন ক'রবো, নিরক্ষর, সরল, নূতন প্রজা
নিরে, সমাজ গঠন ক'রবো, তবু আচারভ্রষ্ট রাজার দেশে কখন' বসতি
ক'রবো না।

লক্ষ্মণ। চলুন আর্য্য, আমিও আপনার সহযোগী।

বলদেব। এসো রাজা, আমি তোমার বুক ক'রে নিরে যাবো, দরিস্রের
ভূখণ্ডে দরার অবতার এসো, এসো রাজা, আজ হ'তে সে নবদ্বীপের
তুমিই অধীশ্বর।

লক্ষ্মণ। অনুতপ্ত বলভের কি তীব্র অক্লিসম্পাত।

[উভয়ের প্রস্থান]

নিরামতের প্রবেশ ।

নিরামৎ । • সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর হ'য়েচে, হুজনেই আপনার তরকে লোক
টানবে ; এইবার শক্তির ভাগ হ'য়ে বাবে, বর ভাঙ্গলো, পর সৈমুবার
এই রাস্তা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর !

[শুণ্ডচর নিরামতের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

(ভোজনাগার)

(মহারাজ বজ্রালের চিত্র লক্ষমান রহিয়াছে ; নেপথ্যে সন্ধ্যাহুচক
শব্দ বাজিল, দাসী আসিয়া ধূনা দিয়া গেল ।)

বন্দনাকারিণীগণের প্রবেশ ।

বন্দনাকারিণীগণ ।

গীত ।

এস সন্ধ্যা, এস বন্দ্যা, লয়ে শব্দ আরতি ধারা ।

তুমি শুক ধরার সুধার হাসি, আলো করা দীপে সারা ॥

অজানা অচেনা বাহারে তাহারে,

দূরগতে আন আপন হুরারে,

সুখ-পালকে তোমারি অঙ্গে, সকলে শঙ্কাহারা ॥

গৈরিকবসনা, নয়নে করুণা,

ইন্তরে বিতর সুখেদি সাধনা,

যুকেরি ভিতরে আঁধার তাবনা বাহিরে চন্দ্র তারা ॥

(পক্ষপ্রদীপহস্তে পদ্মাকী আসিল ও উহা
বধাস্থানে রক্ষা করিল।)

পদ্মাকী। বা ক'ন্তে এলুম, তার কিছুই হ'লো না, তার খবর পেলুম না, রাজার মন পেলুম না, শুধু দাসীহুত্তিই সার হ'লো। এরাও ছলনা ক'লে, পৃথিবীতে কি পরের ভাল নেই, নিজের কাজই সব ? আমি বিপন্ন নারী, শুধুরে উঠবো ব'লে, প্রাণের আবেগে তোমাদের সাহায্য নিলুম, তোমরা আমার টাকিরে রেখে আমার দিগে স্বার্থসাধন ক'চো ; পুরুষ, এই কি তোমাদের ধর্ম ? আমি মূর্থ জীলোক, শেখাবে না, কেবল শাসন ক'রবে, এই কি তোমাদের জ্ঞান-বিচার ! ছেলেবেলার "ধোয়াধুরি" কলুম, "পুলিপুধুর" ক'ন্তে শিখলুম, শিখলুম রামের মতন রাজা স্বামী পাব, লক্ষণের মত দেবর পাব ; মিলে কি ? শেখালে কি ? একবার সামান্য ভ্রম হ'লে যদি শোধরাবার উপায় না থাকে, এমন ক'রে জীলোককে শেখাও, বাতে জীলোক স্বামীকে সত্যই দেবতার মত ভাবতে পারে, না শিখিরে শুধু শাসন কর কেন ? সমাজ, একবার ভাব' ; বেস্তা-সৃষ্টি কি এই সমাজই করেন নি ? পুরুষকে শিক্ষা দেবে, তবু তাদের অত্যাচার, তাদের হটকারিতা, অমানবমনে সহ্য ক'রবে, নারীকে শিক্ষা দেবে না, তবু বোঝবার একটুও দোষ হ'লে তাদেরই শুধু নির্ধাতন সহিতে হবে। কীটপতঙ্গ হ'য়ে অন্মো, চিরকর ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে অন্মো, তবু পক্ষপাতী বাকলার নারী হ'য়ে অন্মো না, বিচার পাবে না, হাসবে, প্রতিবাদ ক'লে জিব্ কেটে দেবে, ব্যাণিকা ব'লবে, খেঁতলাবে, নারীর প্রতি কি স্নেহের নিয়ম ! সমাজের কি উত্তম বিধান !!

[পদ্মাকীর প্রস্থান।]

খাত্তাদি সজ্জিত থালা-হস্তে আসন সহ শিলার

ধীরে ধীরে প্রবেশ ও রক্ষা।

শিলার (নতজানু হইয়া চিত্রের প্রতি দীনভাবে) এসো, এসো প্রভু !

আমি যে প্রতীক্ষা ক'রে র'য়েছি। তুমি আসবে, আহা রে ব'সবে, আমি প্রসাদে অমৃত পাব ব'লে যে অপেক্ষা করছি। এসো, এসো, নারীর সর্ব্ব্ব এসো, এসো সাকার জীবন এসো, আমার পূজা নাও। আজ ক'দিন দেখা দাও নি, স্বামী, নারায়ণ, আমি খাব' না, তোমার প্রসাদ ভিন্ন আমি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'রবো না, এই হত্যা দিয়ে রইলুম, অপেক্ষা করইলুম, তোমার ঘবে ইচ্ছে এসো, যখন ইচ্ছে, দেখা দিও। তোমার পারের তলায় বেড়েছি, আমার অন্ত হান নাই।

(মহারাজার ভূমে শয়ন।)

পা টিপিয়া ধীরে ধীরে পদ্মাক্ষীর পুনঃপ্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। ঘুমিয়েচে, ঘুমিয়েচে, প্রতিশোধ (কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিল) এই সুযোগ! রাজাই কি দোষী নয়? সে রাজা, সে বিচার করেনি কেন? এ বুকে যেমন জ্বালা, তার বুকেও তেমনি জ্বালা দি, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! (ছুরিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া মহারাজকে দেখিল) না, না, এ আমারি মত দুঃখিনী, এও বজ্রিতা। একে হত্যা ক'লে ত' রাজার লাগবে না! কি কাতরতা! নারী আকুল-নয়নে প্রতীক্ষা ক'ছে, পুরুষ লালসায় মত্ত হ'য়ে অন্তর আনন্দে বিভোর, হিন্দু ধরে ধরে এ দৃষ্ট! (ছুরিকা লুকাইল) সমাজ, হিন্দু হিন্দু ক'রে গর্ষ ক'রো না, তোমাদের নিরম দেখ', বিচার দেখ', শাসন দেখ', আর দেখ', আমি একবার ভ্রম ক'রেছি, তাই আমি দোষী। শত নারী, শতরাত্রি প্রতীক্ষায় এমন ক'রে থাকে, তাতে একটা পুরুষও দোষী হয় না।

শিলা। (জাগ্রত হইয়া) কে ঝড়িয়ে?

পদ্মাক্ষী। মধ্য রাত্রি অতীত হ'য়েচে, অংশনি শয়ন ক'তে বান।

শিলা । এলে না, আজও এলে না প্রভু ! খাব' না, আজও তোমার সেই
চিত্রের পার্শ্বে মাথা রাখবো, আজও উপবাসে থাকবো ।

(থালা ও আসন লইয়া বিব্রতভাবে

শিলার প্রস্থান ।)

পদ্মাকী । দেশে হৃদয়বান্ আছেন, সংস্কারক আছেন, একজন দেখুন,
একজন নারীর হ'রে বুঝুন । একজন বুঝুন, একটা জাতি শুধু অমান-
বদনে আঘাত ক'রে যাচ্ছে, আর, আর একটা অনিশ্চিত জাতি
শুধু তা সহ্য ক'রে নিচ্ছে । এর বিচার রাজা যেন করেন, এ
অত্যাচার সমাজ যেন দেখেন ।

[পঞ্চ-প্রদীপ হস্তে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান ; রামপাল ;—বল্লাল-বাড়ী ।

(দুই বল্লাল-দীঘি, পার্শ্বে শুক গজারি বৃক্ষদ্বয় ।)

শূদ্রাগীর প্রবেশ ।

শূদ্রাগী । কি ক'চ্চি, ভাল ক'চ্চি কি ? রাজা যদি বদলার, আমার দোষ
কি ? ভালকে খারাপ ক'রে দিলুম ; এ ঐশ্বর্য্যও যেন স্মরণ নেই । দূর
হ'গ্গে, আর ভাববো না, না ভাবলে যে দিন যায় না ।

গীত ।

আর কেন হাসি তার কি হবে গাহিরা গান ।

আপন নয়ন-জলে ভুলেছে যে অভিমান এ

আশা কি যে বুকে গেছে, বাসনা ভালারে দেছে,

সাহনা সোহাগ রাশি, পায় পায় অপমান ।

আদরে কাতর হ'রে, হ'রেছে কঠিন প্রাণ ॥

মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । বপু, বপু, ইন্দ্রভূবন গড়', আমি থাকি, তুমি থাক', তাসুক,
সব ভেসে থাক' ।

শূদ্রাণী । আগনি বুঝি শুন্তে পেয়েচেন ? আমার গান আগনার কেমন
লাগলো ? বলুন না, বলুন না, বলবেন না ? আচ্ছা !

বল্লাল । সুন্দর, অতি সুন্দর, এমন সুন্দর বুঝি কিছু হয় না ।

শূদ্রাণী । এই গান বুঝি আমার মুখে ভাল ? আমি এমনই ঝটে !

বল্লাল । না পদ্মা, অতি বিস্তী, এ করুণ গান, সত্যি তোমার মুখে
মানার না ।

শূদ্রাণী । আমি গাইলুম আর বিস্তী হ'লো, মানালো না ? বাঃ, তুমি ত'
বেশ লোক ছা ?

বল্লাল । না পদ্মা, সুন্দর, অতি সুন্দর !

শূদ্রাণী । সুন্দর ?

বল্লাল । না, না, কি ব'লিচি, কি ব'লিচি, ভুলে যাচ্ছি, সব ভুলে যাচ্ছি ।
চলো, চলো, এ কঠিন মৃত্তিকা তোমার জন্ত নয় ।

নেপথ্যে । মুঞ্চ নৃপ মুঞ্চ নৃপ পঞ্চমুখকামিনী

পঞ্চবদনেন সহ পঞ্চশরদামিনী ।

কুঞ্জবনমেতি মদমত্তগজদামিনী

যামি নৃপ যামি নৃপ যাতি নৃপ যামিনী ॥

শূদ্রাণী । বারণ কর', কেউ যেন তোমার বিরক্ত ক'স্তে না আসে ।

বল্লাল । কেউ আসবে না, কেউ বিরক্ত ক'রবে না, সব আদেশ দিয়েচি,
বুধ-মৃত্তিতে ছ'জনে ছ'জনের দিকে কেবল অনন্তকাল তাকিয়ে
থাকবো ।

কমণ্ডলুহস্তে গৈরিকবসনধারী সায়িক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

সা, ব্রাহ্মণ। রাজা, রাজা, কেন, তোমার আসন্ন বিপদ, আশীর্বাদ নাও।

অনৈক রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। আপনি স্থানান্তরে যান, মহারাজ আহায়ে বসেচেন, এখানে দাঁড়ান নিষেধ।

[রক্ষীর প্রস্থান।

সা, ব্রাহ্মণ। নিলে না, এখন' কিয়লে না! এ আশীর্বাদ, এ যজ্ঞীরবারি নিলে তুমি অমর হ'তে, বিধাতা বিমুখ, দৈবের বিড়ম্বনামাত্র।

(হস্তস্থিত জল বৃক্ষে নিক্ষেপ, বৃক্ষ পত্রপুষ্পে ভরিতা উঠিল।)

শিলাদেবীর প্রবেশ।

শিলাদেবী। বাবা, বাবা, কে আপনি ?

সা, ব্রাহ্মণ। আমি সায়িক ব্রাহ্মণ, রাজা আশীর্বাদ নিলে না, বৃক্ষে যজ্ঞীর বারি দিয়ে গেছি ; এ রামপালে যা' বপন ক'র্বে, তাই উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে প্রধানরূপে পরিগণিত হবে।

[সায়িক ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

শিলা। রাজা, রাজা, কেন এ আশীর্বাদ উপেক্ষা ক'লেন !

চুলীনের প্রবেশ।

চুলীন। মা, সর্বনাশ হ'য়েচে, কাল বৃদ্ধ, কাল আক্রমণ, উপার ক'র্বে এসো, রাজাকে এখনি সংবাদ দাও, পাহাড়-ছর্গে আগুন জালাও, ঘরে একটা বন্ধু নেই, দেশ শত্রু, অনার্য্য তুরস্ক শত্রু, শত্রুতে সোণার বিক্রম-পুর ছেয়েচে।

শিলা। দেশবৎসল সন্তান! নির্ভর হও, আমার বীরপুত্র লক্ষ্মণ এখন' জীবিত, স্মরণ এখন' গুপ্তচর।

চুলীন। সে বন্দী।

শিলা । মা, মা, বিক্রমপুরের মন্ত্রী, মুখ তুলে চেয়ে, অধীশ্বরের মান, তুমি
রক্ষা করে।

[শিলাদেবীর প্রস্থান ।

হুগীন । চল মা, আমি দুর্জয় প্রজা, তবু রাজভক্ত, এই আমার গর্ব ।
বাজালায় মাটি, বাজালায় জল, রাজার ভাল কর', রাজার সুখের জন্য
নিজের সহস্র বিপদ নাও ।

[হুগীনের প্রস্থান ।

সঙ্গিক ব্রাহ্মণের পুনঃপ্রবেশ ।

মা, ব্রাহ্মণ । তুল, তুল, আমারই তুল, প্রায়শ্চিত্ত চাই, প্রায়শ্চিত্ত চাই,
এ সিন্দূরের প্রভাব, এ সিন্দূরের প্রভাব !

[বেগে প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

[শিবিরান্তর ; মন্ত্রণা-গৃহ ।]

(বাহাদুর শাহ, গোরা, ধর্মগিরি, নিয়ামত ও গালব
উপবিষ্ট, সৈন্তগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ।)

কমলের প্রবেশ ।

বাহাদুর । আনুন, আনুন, মহারাজ বসন্ত ভাল আছেন ?

কমল । দেহ ঠিক নেই ।

ধর্মগিরি । সেয়ে বাবে, সেয়ে বাবে । এইবার কার্য আরম্ভ হ'ক, বহু-
বর্গ ! এখন আপনারা সকলেই বুঝুন, জায়গা : বা ধর্মত : কোন
সকলেই বলাল গোঁড়ের হাতে পারেন না । আপনারা বোধ হয়,
সকলেই জানতে পারেন, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রবর্জন

নিরে বর্তমান গৌড় গঠিত হ'য়েচে। এও বোধ হয় জানেন, উত্তর রাঢ়ে মহীশাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রূপপুর, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ও শৌণ্ড বর্দ্ধনে ধর্ম্মশাল রাজত্ব ক'তেন, এবং সেই সমস্ত রাজ্যোৎসর্গণ রাজেন্দ্র চৌলের নিকট অধীনতা স্বীকার ক'রেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে, রাজেন্দ্র চৌলই গৌড়েশ্বর। এ কথা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ থাকতে পারে, সুদূর দাক্ষিণাত্য হ'তে বল্লাল-পিতা, রাজা বিজয় সেন রাজেন্দ্র চৌলকে পরাস্ত ক'রে বিক্রমপুরে রাজ্যগ্রহণ করেন। বল্লাল বিজয় সেনের পুত্র, তৎস্থলাভিষিক্ত, সূতরাং রাজা।, কিন্তু তারবিচারে, তাঁকে অধীশ্বর-রূপে স্বীকার ক'তে কোন প্রজাই বাধ্য ন'ন; কারণ প্রজা কু-সম্পত্তি নয়, তারা গো মহিষ নয়, তারা মনুষ্যজাতি। তাদের শাসন ক'তে হ'লে স্নেহ চাই, ভালবাসা চাই, সকল জাতির প্রতি একটা প্রীতি চাই।

সকলে। সত্য, সত্য।

ধর্ম্মগিরি। বন্ধুবর্গ! বিশেষতঃ আপনারা এও বুঝুন, বল্লালের তার আড়-স্বরী লোকের হস্তে, রাজ্য না থাকাই উচিত। ব্যবসায়ের সহিত জাতির সম্বন্ধ কি? সমস্ত প্রজাকে, কার্যের অধীন ক'রে এক একটা স্থান দেওয়া, তাঁর কি অধিকার? দৈবের নিকট জাতি নাই, মনুষ্যমাত্রই এক সম্প্রদায়ভুক্ত। যজ্ঞ ক'রবেন বা কৌলীভ স্থাপন ক'রবেন, এতে দেশের কি উপকার? নিজের কীর্্তি রাখতে তিনি বা অপব্যয় করেন, তার বিনিময়ে যদি শুঁকলোপ ক'তেন, দেশের অনেক উপকার হ'তো। যে দেশে শুড়, চাল' কিছা চিনি, দেশের প্রয়োজন সাধন ক'রেও, প্রতিদিন তিন সহস্র গোলকট পূর্ণ ক'তে পারে, এরূপ উৎসর্গ হয়, সে দেশে ধনী দরিদ্র কেন? প্রভু ভৃত্য কেন? মাত্র বল্লালের অত্যাচার।

সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ধর্ম্মগিরি। কিন্তু আপনাদের সম্মুখে চোঁটাই, যদি সেই অত্যাচার প্রশমিত

হয়, যদি রাজেন্দ্র চোলের বংশধর আবার এ রাজ্য ফিরে পান, তবে
সৎপ্রজার পরিচয় দান করা হয়। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ, ঈশ্বর
আপনাদের সাহায্য করবেন।

বারাহ্মণ। সত্য, নিশ্চয়।

ধর্মগিরি। কিন্তু এই মহামুণ্ডব, আপনাদের অস্ত্র সৈন্ত-সাহায্য ক'তে
এসেছেন; আমাদের মধ্যে এইরূপ অঙ্গীকারপত্র থাকুক, যদি রাজ্য
জয় হয়, বজ্র বারাহ্মণ শাহ পুরস্কাররূপে নেবেন। আর পৌণ্ড্র বর্দ্ধন
মহারাজ বজ্রভক্ত্যে পাবেন।

কমল। তাই হ'ক?

বারাহ্মণ। বিভাগ অতি উত্তম হ'রেচে।

ধর্মগিরি। অপরাপর স্থান রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাধিকারীরই থাকবে।
ধন্যবাদের সহিত সভাভঙ্গ হ'ক। আহ্নন বন্ধুগণ, সকলে একযোগে
কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

[সকলের প্রস্থান।

—•—
সপ্তম দৃশ্য।

(বিলাস কক্ষ ।)

নর্তকীগণের প্রবেশ।

নর্তকীগণ।

গীত।

তুমি বিধু, তুমি মধু, তুমি যে আমার।

তুমি যে আমার, শুধু তুমি যে আমার ॥

তোমার তোমার আমি, * হিয়া যে দিরেছি ঢেলে,

তুমি কেন কেলে টলে যাও ?

পরানে পরাণে তুমি,
চির-অহুগত আমি,
আমারে আপন ক'রে নাও।

এস বঁধু হাসি দাও, হৃদয় লিনিয়া নাও,
অহুগত তোমারি তোমার ॥

[নর্তকীগণের প্রস্থান।

শূদ্রাঙ্গী সহ বন্সালের প্রবেশ।

বন্সাল। পদ্মা, পদ্মা, আমি বেন সব হারিয়ে কেল্চি। এ সুন্দর স্বপ্ন-
রাজ্যেও আমার ক্রান্তি। এক একবার ভাবি, আমি কি সেই বন্সাল!
উচ্ছ্রাল সমাজকে শাসন ক'ন্তে, সমগ্র গোড় অদেবমাতৃকার পরিণত
ক'ন্তে, বিশন্ন প্রজাকে সতর্ক করবার জন্য পাহাড়চূর্ণ নির্মাণ ক'রে
অগ্নি জালবার উপায় ক'ন্তে, রাজত্ব-বর্গকে অধীনে আনতে, যার এক-
মিনও অবসাদ আসেনি, তার কি ক্রান্তি, কি আচ্ছন্নতা! এত
অধীরতা কেন? ভাবলে মনে হয়, সে আমি বোধ হয় আর আমাতে
নেই।

শূদ্রাঙ্গী। বুঝিচি পো বুঝিচি, কাকুর অস্ত্রে বুঝি মন ছুটেচে? আর আমার
জাল লাগচে না, কেমন, কথা ত' এই? না হয়, একটা ছুতো নাতাই
কর', ছেলেকে দেখতে যাবার অছিলে ক'রেও ত' দুদিন কাটান যায়।
পুরুষ কি না, তোমাদের জাতের দোষ বে। বলে, "ছাঁদন-দড়ি তুমি
কার? না, যখন-বার তখন তার!"

বন্সাল। না পদ্মা, সে উপায় আর নেই, লক্ষ্মণে আমার অনেক প্রভেদ,
আমি শূদ্রবৎ হ'রেচি, বহু স্বজাতিকে আচারপ্রট ক'রিচি, নিজে নিরম
হাপন ক'রে তা'ও রাখতে পারিনি, অসন্তোষ এনেচি। লক্ষ্মণ সমস্ত
প্রজার হৃদয় অধিকার ক'রে আছে, সুদ্র নবদীপ তার উৎসাহে

পণ্ডিতের সমাজরূপে পরিণত হ'য়েচে। সে মহৎ, উদার, বন্ধের
উপযুক্ত নেতা।

শূদ্রাণী। খুব বা হ'ক, ব'সে ব'সে তাই ভাবো।

[পদ্মার প্রস্থানোচ্ছোপ।

বল্লাল। না পদ্মা, যাস্নি, ভ্রাতৃহীন করিস্ নি। আর ত' আমি সে
বল্লাল নই। সোণার বিক্রমপুরের সীমার পদ্মা ছিল, রাখতে পারিনি,
বুকে এনেচি। তুই ধর, সঙ্গিনী ডাক, সঙ্কীতে ভুবন ভরিয়ে দে,
অস্তিত্ব থাক, আমার জীবন্তে চিরসমাধি হ'ক।

শূদ্রাণী। ও বাবা, সে আবার কি রকম গো? তুমি খুব ক'ল জান
কিন্তু, সত্যি!

বল্লাল। পদ্মা, পদ্মা।

গাহিতে গাহিতে সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

(রাজা চিন্তিতভাবে বসিয়া নিশ্বাস কেলিলেন। শূদ্রাণী তাঁহার
সন্তোষবিধানার্থ হস্তে মালা জড়াইয়া দিল।)

সঙ্গিনীগণ।

গীত।

এমনি চাঁদের কোলে এমনি হাওয়ায়।

আমি হারারে ফেলেছি আজ তোমার আশার ॥

আবেশে অবশ কার,

ভাসি লালসার,

হাসির আসরে আসি বসি নিরাশার ॥

ওই ফুটেছে চাঁদ্রিনী রাত,

ছুটেছে মলয় বাস,

অজানার ভেগে খেছে,

মরমের অভিলাষ,

এমন হাসির মাঝে,

কি ব্যথা মরমে বাজে,

এমন চাহনী কেন ধর নিরাশার।

পিন্নাসার, নিরাশার, * চাতকী বারিদে চার,
নিহর নীরব কেন এত সাধনার ॥

[সজ্জিনীগণের প্রস্থান।

বল্লাল। অর্থে নয়, ভোগে নয়, লালসার নয়, ধরায় সুখ যাত্র রমণীর
কণ্ঠে, পদ্মা, পদ্মা—

(পদ্মার হস্ত ধারণ ও গব্যাক দিয়া সহসা পাহাড়-ছর্গে
অগ্নি জলিয়া উঠিল দেখিয়া)

একি! একি!! বেশ আক্রান্ত, "পাহাড়-ছর্গে আলো!!! শত্রু, শত্রু,
রাজপুরী আক্রান্ত হ'য়েচে, রণবাণ্ড ক'রো, মালা নয়, কুহুম নয়, অস্ত্র
নাও, অস্ত্র নাও, হালি আঘেয়াস্ত্রে পরিণত হ'ক্; পদ্মা, শিলা হ, লাভ
বিকট তাঁওবে ব্যাপ্ত হ'য়ে থাক্।

খড়গহস্তে শিলার প্রবেশ।

শিলা। রাজা, রাজা!

বল্লাল। শিলা, শিলা, ঘুম ভেঙেচে, আর আমি বিলাসী নই, (শিলার
খড়গদান ও শূদ্রাঙ্গীর প্রস্থান) কুহুম-ভূষিত চণ্ডে আবার খড়গ তুলিচি,
বুঝিচি, এ বাসর নয়, অশান; বিরাট অন্ধকার-তুপ জ্বালায় তাড়নার
আপনি স'রে গেছে।

শিলা। যদি জেগেচো, আরক্ত-নয়নে আলোক-ছটা দেখ', অরুণীল হস্ত
তোল'। তোমার গৃহ, তোমার অধিকার, অনার্যো তা' নষ্ট ক'ন্তে
চার, সাহায্যকারী তোমারই স্বদেশী!

বল্লাল। শিলা, শিলা, তবে রণরঙ্গিনী স্তম্ভিতে দাঁড়। বললক্ষ্মী, সন্তানকে
শিক্ষিত করে দে, আর পবিত্রতা আর, হিন্দুর উৎসাহে সজ্জিনী, আনন্দে
বনিতা, ধর্ম্মে সীমন্তিনী আর; আঠ মুসলমানের নয়, ঐক মুসলমানের
নয়, আজ তারে ভারে বুদ্ধ, আজ স্বদেশীর বিপকে স্বদেশী, হিরন্মত-

দুর্ভিতে আপনায় শোণিত, আপনি খেতে আস্চে। (কিয়দূরে
অধিশিখা দেখা গেল) একি!

(ধূম্রাচ্ছন্ন হইল, এক দিক দিয়া অসিহস্তে নিরামং ও গালব এবং

অন্তদিক হইতে অসিহস্তে দুলানের প্রবেশ ও একক

উভয়ের সহিত বৃদ্ধ। বৃদ্ধ করিতে করিতে বলদেব

ও ধর্ম্মগিরির প্রবেশ। ধর্ম্মগিরির পলায়ন ও

বলদেবের নিরামংকে আক্রমণ

ও নিরামতের পলায়ন।)*

দেখ চক্, বাজালার বোম্বা সন্ধান দেখ্।

বলদেব। (নিরামতের অনুসরণ করিয়া তৎপ্রতি) দেখ্ অনার্থ্য, যে হস্তে

মারের আরতি করি, সে হস্তে কত বল।

(পলায়নপর গালবকে দুলান অনুসরণ করিল। নিরামং প্রভৃতির পুনঃ

প্রবেশ ও একত্র বল্লালকে আক্রমণ। হিন্দুসৈন্তের প্রবেশ ও

তাহাদের সহিত বৃদ্ধ। নিরামতাদির পুনঃ পলায়ন।)

গোরার ছিন্ন মুণ্ড হস্তে বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। পিতা, পিতা, থাকুতে পারিনি, ছুটে এইচি, বিদ্রোহী গোরার ছিন্ন-

শির নাও, তোমার শত্রু এই তোমার পদতলে।

(পদতলে গোরার ছিন্নমুণ্ড স্থাপন।)

বল্লাল। স্বাক্ষলার গর্জ! বাজালীর গৌরব!! আর, লক্ষ্মণ আর। আলিঙ্গন

দে, অপরাধ ভোল, ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে আর বাস্ নি।

(পিতাপুত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিল।)

শিলা। (বৃদ্ধকরে) দেবতা, আশীর্বাদ কর', বাজলার ঘরে ঘরে এমনি

লক্ষ্মণ থাকুক! হুদিনে, পুত্র যেন পিতার সহিত বেজার, এমনি,

এমনি মিলিত হয়।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজ-উদ্যান ।

চিন্তিতভাবে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মহারাজ
বল্লালের ও অন্তদিক হইতে বলদেবের
উৎকণ্ঠিতভাবে প্রবেশ ।

বলদেব । রাজা, ধর্ম্মগিরি বহুছন্দে আপনার নিন্দাবাদ, স্লোকে রচনা
ক'রে বলিকদের সাহায্যে প্রচার ক'ছে । “তাপো নাপগতঃ ত্বা ন
চ কৃশা” বা ইচ্ছে তাই লিখ্চে ।

বল্লাল । বল্গতে দাও, যে মন্তপারী, তাকে কু মনে ক'রে তার প্রতি
বিরক্তও হওরা বার, আর সে কত বিকৃত, কত লাহিত, কত আশ্র-
বিশ্রুত ভেবে দয়াও করা বার । (পুস্তকে দৃষ্টিস্থাপন ।)

বলদেব । পূর্ববন্ধের গৌরব, বাঙ্গালীর একমাত্র গর্কের সামগ্রী !
আপনি বশব্দী হ'ন, দীর্ঘায়ু হ'ন, পৃথিবীতে অমর হ'রে থাকুন । কি
উদারতা !

[বলদেবের প্রস্থান ।

বল্লাল । গৃহস্থজের কি হৃদয় নিয়ম ।

(বৃকে ঠেস দিয়া ভয় হইয়া পুস্তক পাঠ ও রোক্তমান্না
বিজয়ার প্রবেশ ও পঙ্কতলে পতন ।)

বিজয়া । আমার রক্ষা করুন, রাজা আমার রক্ষা করুন ।

বল্লাল। কে তুমি মা ?

বিজয়া। আমি প্রধান গুপ্তচরের স্ত্রী, নিরুপায় হ'য়ে সাহায্য নিতে এসেছি, আমার বধাসর্বস্ব পেছে, স্বামী এখন নিরুদ্দেশ আছেন। একমাত্র শিশুপুত্র ছিল, তাকেও মুসলমানে চুরি ক'রেচে।

বল্লাল। মুসলমানে চুরি ক'রেছে তুমি কিরূপে বুঝলে ?

বিজয়া। দোলনার বাছাকে রেখে পূজার ব'সেছিলাম, পূজা সাজ ক'রে দেবি, শিশু নেই, গৃহে, প্রাঙ্গণে খুঁজেছি, শেষে দরজার পাশে এই কাপড় দেখলুম, মুসলমানই একপ'বস্ত্র ব্যবহার করে, তারাই নিয়ে গেছে। কি হবে বাবা ? আমার রক্ষা করুন, স্বামী নিরুদ্দেশ, জানিনা, ছেলেও হারালুম কিনা ? এই শিশুই আমার সঙ্গী, সেই আমার সব।

বল্লাল। তুমি নির্ভয় হও, যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে, তোমার শিশুর কেশ পর্যন্ত স্পর্শ ক'তে পারবে না। বালিকা, বিপদ আর তোমার নয়। যখন সেন-বংশে আশ্রয় নিয়েচো, অত্যাচার-কাহিনী রাজ্যের কাণে তুলে দিয়েচো, তখন, আমার জীবন নষ্ট হবে, তবু আমার আশ্রিতের, আমার শিশু নারায়ণের, কোন ক্ষতি, সহস্র বিদ্রোহী একত্র হয়েও ক'তে পারবে না।

বিজয়া। (ভক্তিন্বিত হইয়া পদতলে পুনঃ পতনপূর্বক করবোধে) বলুন রাজা, আমার অভয় দিন্।

বল্লাল। তুমি নির্ভয় হও, তোমার শিশু-পুত্র একদিকে, আর আমার জীবন, রাজ্য, ঐশ্বর্য, সমস্ত অন্য দিকে। হিন্দুরাজা পুত্রের জীবন দিতে পারে, কিন্তু প্রজার ক্রন্দন গুনতে পারে না।

[বল্লালের প্রস্থান]

বিজয়া। (উঠিয়া) ঈশ্বর, এ আশ্রিতবংশল রাজাকে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

কর', মহারাজ বদ্বালের নাম যে মুখে আনবে, তার বেন দিন
ভাল যায়।

(ছদ্মবেশী তুর্কিসৈন্যসহ প্রথম বণিকের প্রবেশ ও
তাহাদের অলক্ষ্যে বর্ষাহস্তে ছলীনের অনুসরণ।)

১ম। এই সেই ছুঁড়ি, একেও ধরো।

বিজয়া। কে তোমরা?

১ম। ধরো, ধরো,

(সৈনিকসহ ধরিতে গেল ও পদ্মাকী আসিল।)

পদ্মাকী। সাবধান, এখনো সাবধান। ভারতে এখন' এমন নারী আছে,
যারা তোদের মত, শত পুরুষকে গ্রাস করে না। ব্যক্তিচারি! জাত
নিতো পার, জাত ত' দিতে পারনা! আপনার মা বোন্ ভাবো,
ভাবো, যে নারীকে তুমি নষ্ট ক'তে নিয়ে যাচ্চো, সেই নারীর পেটেই
তোমার জন্ম। হায় পুরুষ, তোরা নারীর পেটেই জন্মাস, আবার
নারীকেই নষ্ট ক'তে চাস! তোদের মা যে জাত, সেই জাতেই দাগ
দিতে বাস। (বিজয়ার প্রতি) এসো না, অসহায় পেরে যারা অত্যা-
চার করে, তারা পুরুষ নয়, তাদের এই রকম ক'রেই শাসন
ক'তে হয়। চল, এসো।

(যে ধরিয়াছিল, তাহাকে পদাঘাতে তুপাতিত
করিয়া বিজয়া সহ পদ্মাকীর প্রস্থান।)

১ম বণিক। আবার পাকড়াবো, এসো এগিরে এসো।

(বর্ষাহস্তে ছলীনের পথরোধ-পূর্বক অবস্থান।)

ছলীন। হির হও, তোমরা বন্দী।

সকলে। অ্যা অ্যা!



দ্বিতীয় দৃশ্য ।

জলাভূমি ।

চক্ষু কোটরগত, গালে দাগ পড়িয়াছে, রুককেশ,

হিম্বসনপরিধৃত জয়ন্তের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । আমার দেখ্‌চে, আমার দেখ্‌চে, সবাই যেন আমার দেখে, আর
হাসে, আমি যেন পাগল । দোর দোর কুড়িয়ে তাত খাই পাগল
নই ! ঘর নেই, দোর নেই, আগনার নেই, যত্নের কেউ নেই, পাগল
নয় ত কি ? যার যত্নের কেউ নেই, তাকে আমার মতই পাগল
হ'তে হয়, না দেখ্‌লে ভাল পাগল হয়, আবার দেখ্‌বার লোক হ'লে
এই পাগল, না না হ'তে পারে না, ভুল, ভুল, রাজ্যস্থ বাড়ী রাত
কাটিয়েচে, রাজা নিয়ে গেছে, আর কিম্বে না, আমি বড়
সাজিয়ে ঘর পেতেছিলুম, সাজসজ্জা প্রতিমা এনেছিলুম, লাখি মেরেচি
লক্ষ্মীকে পারে ঠেলে দিয়েছি । একবার শোধ নিতে পারি ? বাপুয়ে,
বাপুয়ে, কে টের পাবে, পাগুগে, পাগুগে, এই যেন রাজা এলো,
হেরে গেল', হেরে গেল', রাজার সাজা হ'লো, আর লোক থাকবে কি
ক'রে, কৈ সে ত' এলো না ? আসবে না ত', সে ত' আর আসবে না ।
বিসর্জন দেওয়া ঠাকুর ঘরে রাখতে নেই, হেরে গেছে, রাজা হেরে
গেছে, হা, হা, হা, চুপ্ চুপ্ চুপ্ !

নিয়ামন্তের প্রবেশ ।

নিয়ামৎ । (জয়ন্তকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতভাবে) লোকটা কে ?

জয়ন্ত । রাজা হেরে গেছে, রাজা হেরে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্, চুপ্, চুপ্ ।

(জয়ন্ত নিজেকে নিজে যেন সামলাইতে লাগিল ।)

নিয়ামৎ । শোন না, শোন না ।

জয়ন্ত। (সত্তরে) ধ'রবে।

নিয়ামৎ। (সম্মেহে) তুমি রাজাকে হারিয়ে দেবে?

জয়ন্ত। আমার ত' অস্ত্র নেই, গরীব কি না, ইম্পাতের মতন কিন্তু মন আছে।

নিয়ামৎ। আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় দিবে হারাবো।

জয়ন্ত। বন্ধ ক'রোনা, বন্ধ ক'রোনা, আমি ভাল হ'য়ে যাবো, ও, খোলস বদলাতে হবে, এ জাতে থাকতে রাজার ওপর পার্ব্বো না, সে যে রাজা। বাঙ্গলার মাটী যে রাজাকে দেবতা ভাবে, একবার জাত বদলাতে পারি হবে? হবে? হ'য়ে গেছে, রাজা হ'য়ে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্, চুপ্, চুপ্!

নিয়ামৎ। এসো, তুমি বা চাও আমি দোব।

জয়ন্ত। যে আসবে? সে আসবে? এলে ত' ঘরে রাখতে পারবো না, বিসর্জন হ'লে ঠাকুর ঘরে রাখতে নেই।

নিয়ামৎ। আসবে। রাখবেনা? (জয়ন্তের হস্তধারণ)

জয়ন্ত। অ্যা! অ্যা!! তুমি বেশ, সুন্দর, বন্ধ ক'রোনা, বন্ধ ক'রোনা, তাকে মনে পড়বে, পাগলকে আর কেপিয়ে না, চলো, চলো।

নিয়ামৎ। এ অত্যাচারপ্রাপ্ত, উত্তম ইম্পাত, এতেই অস্ত্র নোড়বো, এসো।

জয়ন্ত। হা, হা, হা, হা।

[উভয়ের গমনকালে জয়ন্ত হাসিতে হাসিতে গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

(জঙ্গলমধ্যস্থ বন্দীগৃহ ।)

এহরী পাহারার নিযুক্ত । গৃহের পশ্চাৎদিকে কাঠের সেতু দেখা

বাইতেছে, দূরে বৃক্ষাচ্ছন্ন সৈন্ত-শিবিরশ্রেণী । একটা বৃহৎ

বৃক্ষতলের ছায়ায় উক্ত পাষাণনির্মিত গৃহ রহিয়াছে ।

ছাতের এক অংশ ভগ্ন, তদ্ব্যধা দিয়া আকাশ

দেখা বাইতেছে, গৃহটীর একদিকে রেলীং

দেওয়া, দ্বার শুলবাগ্ন মুক্ত, খড়ের

উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষেণ ।

সুষেণ । বিদ্রোহীরা একত্রিত হ'লে, রাজাকে সংবাদ দিতে পাচ্চিনি,

কত রাত্রি কত দিন গেল, এ শৃঙ্খল একবার গুলেনা । (উর্ধ্বে

চাহিল) ওই এক পথ, আমি আবদ্ধ, (নিবাস ফেলিয়া) বিজয়া,

সাম্বি, হার রাজা, আমার সাথ এইখানেই উঠবে, এইখানেই মিলুবে ।

একটা শিশু ক্রোড়ে লইয়া জনৈক তুর্কিসৈন্য ও

তৎসহ ব্যাড়াছুমের প্রবেশ ।

ব্যাড়াছুম । বন্দি, এখন উত্তর দাও, তুমি রাজার বিপক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত

কি না ?

সুষেণ । আমার এক উত্তর, না ।

ব্যাড়াছুম । তোমার শিশুপুত্র দেখো, এখন ভাবো (প্রদর্শন) ।

সুষেণ । (ব্যাকুলভাবে) এ কোথেকে এলো ? আমার স্ত্রী কোথা ?

বল সর্দার, আমার স্ত্রী নিরাপদ ?

ব্যাড়াছুম । স্বীকার কর তুমি আমাদের দলভুক্ত হবে ?

সুষেণ । না ।

বারাহ্ম। (সৈন্তের প্রতি) তাববার জন্ত একঘণ্টা রাজ সময় রইলো, তার পর, যদি অস্বীকার করে, এই শিশুপুত্রকে সামনে রেখে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, একে হত্যা ক'রবে, (সূর্যেণের প্রতি) আমি শত্রুকে শিক্ষা দিতে আনি, তুমি শিষ্টাচারের বাইরে।

(বৃক্ষপার্শ্বে ককিরবেশে লক্ষণ দেখা দিল ও কটি হইতে রজ্জু লইয়া নিঃশব্দে বাধিতে লাগিল।)

(বারাহ্ম শাহ ও শিশু লইয়া তুর্কিসৈন্য পেল, নিখাস ফেলিয়া সূর্যেণে তাবিতে লাগিল ও অরস্ত মূল্যবান তুর্কিপরিচ্ছদে প্রবেশ করিল। যে গ্রহরী বাহিরে পাহারা দিতেছিল, সে অরস্তকে অভিবাদন করিল।)

অরস্ত। আমি কেমন সেজ্জিচি, কেমন সেজ্জিচি। সেও সাজতো, (নিখাস ফেলিয়া ও নিজেকে সামলাইয়া) না, না, ভাল হতে হবে, ভাল হতে হবে, ঈশ্বর! পাগলকে ভাল ক'রো, বাদের খাচ্চি, তাদের কাজ দিতে দাও। (সূর্যেণকে দেখিয়া) বেশ হয়েছে, রাজার লোকের বেশ হয়েছে। তাবনা নেই, তাবনা নেই, আর আমার তাবনা কি, আর আমার তাবনা কি। ভাল হ'তেই হবে, এ মাথাকে ভাল ক'তেই হবে।

[অরস্ত প্রস্থান করিল ও লক্ষণ চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল।]

সূর্যেণ। তবে ত সতাই আজ আমার শেষ রাত্রি। সকলের উপর আমার কর্তব্য প'ড়ে রইলো। ওই শুকতারা, আকাশের কাছে বিদায় নিচ্ছে। সূর্যেণ, জন্মের মতন দেখে নে, আর একটু পরে শিশিরসিক্ত মাঠের উপর, পদ্মরাগের আভা জাগিয়ে, সমস্ত আকাশ মহিমাময় ক'রে সূর্য উঠবে। কতদিন সেই মহিমার সামনে, তোর শির আপনি নত হ'য়েছিল, কতদিন সেই দৃষ্টে, তোর সর্ব্বাঙ্গ অজানিত পুলকে ছেয়ে গিয়েছিল, সেই পুলকে পুলকিত তোর দেহ সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে,

মহিমাযের অরণ্য ক'রে উঠেছিল, আজ মৃত্যু তোর জীবনের
মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়েচে, ক্লান্ত হয়ো না সুবেণ, বৎসরই জীবনের পরিমাণ
নয়, কার্যশূন্য জীবনে কোন ফল নেই, ওই দেব মৃত্যুর হাতে জীবনের
অরণ্যতাকা, তাঁদের জীবনই জীবন, বঁারা সমাজের মঙ্গলের জন্য
থাকেন, তাঁরাই দীর্ঘায়ু, বঁারা দেশের নিকট অবস্থাসী হবেন না।
বাক্সলার বৃকে আজ শেষ শয়ন ক'রে নে, অবোধ্য প্রজা বলে আজ
রাজার নিকট শেষ কমা প্রার্থনা কর।

সুবেণ শয়ন করিলেন ও ফকিরবেশে মহারাজ লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে
বন্দীগৃহের ছাদে নামিয়া অস্ত্রদ্বারা ছাদ ভেদপূর্বক
রজ্জুসাহায্যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মণ। (সুবেণের প্রতি) ওঠো, আমার বেশ পরো, এই অস্ত্র নাও,
(দীর্ঘ ছুরি দিল) বৃক্ষপার্শ্বে আমার অপেক্ষায় থেক'। ওই দড়ি
ফেলা র'য়েছে।

সুবেণ। আপনি!

লক্ষ্মণ। তুমি যেন ফকির, ধন্তবান দিয়ে চ'লে যাবে। পিতার আদেশ,
তোমার শিশুপুত্র ভিন্ন কি হবে না।

(লক্ষ্মণ শূন্য খুলিয়া দিল ও নিজবেশ সুবেণকে পরাইয়া নিজে হিন্দু-
সৈন্যবেশ পরিল। সুবেণ লক্ষ্মণের আদেশমত পলাইল।)

বায়াছমের পুনঃপ্রবেশ এবং শিশুক্রোড়ে জনৈক
সৈন্যের ঘাতকসহ তৎপশ্চাতে আগমন।

বায়াছম। (বন্দীগৃহের বাহির হইতে) তোমার শেষ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করো।

লক্ষ্মণ। (সুবেণের স্বরে) আমার একই উত্তর, না।

বায়াছম। যাও বন্দীকে হত্যা কর', এই কুঠারে মস্তক কাটবে।

(ঘাতক কুঠার হস্তে যেমন ঘর ঠেলিল, লক্ষণ ঘরপার্শ্বে দাঁড়াইল,
ও ঘাতক যেমন ঘর বন্ধ করিল, অমনি লক্ষণ তাহার বুথ
বাঁধিয়া ফেলিল ও রজু সাহায্যে পলাইল।)

বারাহ্ম। কিহে, আর একজন লোক পাঠাবো না কি ?

লক্ষণ। (দড়ি ধরিয়া উঠিতে উঠিতে) না।

বারাহ্ম। কি ক'ছো? দরজা ঠেলো।

দ্বিতীয় প্রহরী। দরজা ভিতর দিয়ে বন্ধ।

বারাহ্ম। ভাদ।

পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া অশ্রু পথ দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে
লক্ষ্মণের হিন্দু-সৈন্তবেশে প্রবেশ।

লক্ষণ। সর্দার, সর্দার, একটা কথা! একটা কথা, শ্রবেণ আছে?
আমি তার বন্ধ।

বারাহ্ম। শত্রু, বন্দী করো।

লক্ষণ। করুন, আমিত' অস্ত্র-ব্যবসারী নই। আমা হ'তেও যদি অনিষ্টের
আশঙ্কা করেন, করুন বন্দী। কিন্তু ধারণা ছিল, মুসলমান-সর্দার
প্রকৃত বীর। যিনি নিরস্ত্র, যিনি ইচ্ছে ক'রেই অস্ত্র ধরেন না, চির-
কাল দেবদেবীর পূজাই বার কার্য, তাকেও ভয় করেন, এ ধারণা
ছিল না! এটা শ্রবেণের পুত্র নয়? শিশু পুত্র, একে কিরে দিন,
এর অনাথা মা মরবে, শিশুও বাঁচবে না। একেও কি ভয় করেন?

বারাহ্ম। (পর্শ্বস্বীকৃতভাবে) ভয়! তার আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেউ
বীর থাকে, নাও এই তরবারি, দিও তাকে, বোলো, এই তরবারির
সাহায্যে যেন শিশুকে উদ্ধার করেন (প্রহরীর প্রতি) দার ভাঙো।

লক্ষণ। বেশ (বারাহ্মের নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ)।

১ম প্রহরী। (বার তাজিরা) একি সর্দার, বন্দী নেই।
বারাহম। সে কি।

(বারাহম শা তিতরদিকে দেখিতে গেল ও লক্ষ্মণ তরবারের
বাঁট দিয়া সৈন্তের মস্তকে আঘাত করিয়া
শিশু পুত্র বন্ধে লইল।)

লক্ষ্মণ। সর্দার, তার আত্মীয় ব'লে, সে সর্দারের হুকুম তামিল ক'রে
গেল।

[বেগ শিশু পুত্র সহ লক্ষ্মণের প্রস্থান।

বারাহম। (বাহির হইয়া) মুক্ত করো। বন্দী ধরো, শিশুপুত্র, শিশুপুত্র
চাই, বে ধরবে, পুরস্কার হাজার দীনার, হাজার দীনার।

নেপথ্যে গেল গেল আন্তনাদ হইল, ও শিশুপুত্র বন্ধে
লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ।

লক্ষ্মণ। সর্দার, তোমার তাঁবুতে আগুন লেগেচে, উচ্চকণ্ঠে আবার বল্চি,
যদি পার, এখন রক্ষা কর।

[লক্ষ্মণের বেগে প্রস্থান।

প্রবলবেগে ধূম নির্গত হইতে লাগিল।

বারাহম। সব ধাবে, সমস্ত বাহিনী নষ্ট হবে, আগুন, আগুন, চাঙ্গিকে
আগুন! চাঙ্গিকে আগুন।

গালবের প্রবেশ।

গালব। কি ক'লে সর্দার, হাতে পেয়ে কুমার লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিলে?
পথে পালাবার রাস্তা পায়নি, তাই খড়ের গাধার আগুন দিয়ে জ্বলনা
ক'রে পালালো। কোথায় আগুন আর কোথায় লক্ষ্মণ! আশ্চর্য
সাহস।

বারাহ্ম । গালব, বাল্লভ্য যদি আর একজন লক্ষ্মণ থাকত, সহস্র সহস্র
তুর্কী এক হ'রেও বহুবিল্লর কব্জার অস্ত আসতে কখন সাহস
ক'ন্তেন না ।

গালব । ওই দেখুন, সাঁকোর উপর দিবে আবার বাড়ে ।

(সুবেণ সহ লক্ষ্মণের সেতু অতিক্রমণ ।)

বারাহ্ম । চড়াও হও, ঘেরাও কর' । ছাউনী ভালো, যুদ্ধ ঘোষণা কর',
এ জাতিকে এখন আক্রমণ চাই ।

(বারাহ্ম উদ্যতবৎ গেল, গালব ভাবিতে লাগিল ।)

চতুর্থ দৃশ্য ।

রাজ-অন্তঃপুর ।

পারাবতদ্বয়যুক্ত পিঞ্জরহস্তে মহারাণী শিলার প্রবেশ ।

শিলা । মা ভগবতি ! কুলদেবতা ! পুরনারীগণ ! সকলে আশীর্বাদ
করো, সুসলমানসময়ে, দেশের আশা, যেন বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন ।

বল্লালের যোদ্ধাবেশে প্রবেশ ।

বল্লাল । শিলা, শিলা ।

শিলা । প্রভু ! সাক্ষেতিকচিহ্ন ধরো, যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, পারাবত-
যুগল উন্মুক্ত ক'রে দিও, যদি বিজয়ী হও, শত্রুর সহিত পারাবতযুগল
বিনাশ ক'রো । (পিঞ্জর প্রদান ।)

বল্লাল । দেবি ! আশুতা হও, আমার নিকট এ ভবানীর আদেশ ।

শিলা । প্রভু ! দেবতা ।

শিলার গলবস্ত্রে প্রণাম ও পদ্মাক্ষীর অন্তরালে প্রবেশ ।
 পদ্মাক্ষী । কি সুখ, আমারও এমনি দিন ছিল, এদের ভাটায় পর জোরার
 হয়, আমার কেবল ভাটা, কেবল ভাটা ।
 বল্লাল । আশীর্বাদ করি, এ গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম হিন্দুনারী যেন চিরদিন
 সোভাপ্যের ও পৌরবের মনে করে ।

[বল্লালের প্রস্থান ।]

দ্রুতপদে পদ্মাক্ষীর প্রবেশ ।

পদ্মাক্ষী । পেচু ডাক, পেচু ডাক, ওই চলে গেল', ডাক' না, ডাক' না,
 বেশ ত', কেমন ফিরে আসবে, কেমন ফিরে আসবে । আমার পাররা
 দিলে না, আমার পাররা দিলে না, দাওনা, দাওনা, বাড় মটুকাবো না,
 বাড় মটুকাবো না, খাবার দোব, খাবার দোব ।

(ডাইনীর স্তায় অন্তঃ দর্শন হইয়া বকিতে লাগিল)

শিলা । বিড় বিড় করে কি বক্টিস্ ? ডাইনি, শনি, অমঙ্গল, দূর হ,
 রাজগৃহে আর তোর থাকি নিষেধ ।

পদ্মাক্ষী । তাড়ালে, তাড়ালে ? তবে এগৃহে আর থাকবো না ; আমার
 যে আশ্রয় আছে, তাই নোব', হা হা হা হা হা হা হা ।

[পৈশাচিক অট্টহাস্তপূর্বক পদ্মাক্ষীর প্রস্থান ।]

শিলা । মা সাবিত্রী ! শিবানি ! দেখিস্ মা, যেন অমঙ্গল না হয় ।

[শিলার প্রস্থান ।]

পঞ্চম দৃষ্ট্য ।

(রণস্থল ।)

উল্লাসে নেপথ্যে । ল্যা ল্যা ল্যা ল্যা হো ।

উল্লাসে নেপথ্যে । অর বা বিক্রমপুরেশ্বরী ।

কাতরকণ্ঠে নেপথ্যে । ছেয়ে গেল, ছেয়ে গেল ।

চতুর্দিক ধূমাম্বল হইয়া গেল ও স্বর্বসূর্য্য অঙ্কিত
পতাকা ও অসিহস্তে বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । অশ্বভূমির প্রিয়সন্তান ! ওই শোন হাহাকার, ওই দেখ চতুর্দিকে
অনলশিখা, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর', বিদ্রোহের স্তায় আগামারী
রশ্মিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো । কে উপযুক্ত সন্তান আছ, এস ।

লক্ষ্যণের প্রবেশ ।

লক্ষ্যণ । আদেশ করুন ।

বল্লাল । পতাকা যোগ্যপাত্রের অর্পণ কর', অরণ করাও, তরবারির সম্মান,
নিজের সম্মান, নিজের সম্মান, জাতির সম্মান, জাতির সম্মান, গোড়ের
পতাকার সম্মান ।

[পতাকা দানপূর্ব্বক বল্লালের প্রস্থান ।]

সুবেণ ও তুলীনের প্রবেশ ।

সুবেণ । কুমার, কুমার, আর যদি কিছু সৈন্ত থাকত' ।

লক্ষ্যণ । না সুবেণ, মরণের বা জয়ের আর একটিমাত্রও সঙ্গী ক'র্ত্তে চাইনে,
বরং যেতে যেতে বলে দিও, যদি কেউ বুদ্ধ ক'র্ত্তে ভীত হয়, সে যেন
যোগদান না করে, আর ম'ন্তে যদি কেউ প্রস্তুত থাকে, বলো তাকে,
আজ জাতীর সম্মানের অস্ত্র যে অগ্রসর হবে, সে শত্রু হলেও বদ্ধ, বার

রক্তের সঙ্গে আত্মীদের রক্ত মিশবে, সেই দেশের পরিমা, সেই বস্ত্রের উজ্জ্বল রঙ্গ! বলো সুবেণ, এখন কি সৈন্ত চাও?

সুবেণ। না কুমার, শুধু আদেশ দিন।

লক্ষণ। যাও ভাই, প্রবেশমুখে বাধা দিতে মহারাজের সহিত অগ্রসর হও।

[নেপথ্যে রণকোলাহল, সুবেণ

মহারাজাভিমুখে ছুটিল।

লক্ষণ। ছলীন! কথা কইবার আর সময় নেই, প্রবেশের অপর মুখে আমি রইলাম, আর এই মধ্যস্থল রক্ষা করবার ভার তোমার। যতক্ষণ না ফিরি, কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ করো না। আমাদের উত্তরের মিলিত সৈন্ত যখন শত্রুকে বেঁধে রাখবে, তখন এই পথ ভিন্ন তাদের আর পালাবার উপায় নেই, একটীমাত্র সৈন্ত দেখলেও, প্রতিশ্রুত হও, তুমি তীর বর্ষণ করবে?

ছলীন। স্বীকার করলেম।

লক্ষণ। নাও এই পতাকা, জানি, তোমা হ'তে কখনও এর অসম্মান হবে না, তবু বলি, প্রাণপণ ছলীন, বাঙ্গলার গর্জ, গৌড়ের পতাকার ঘেন অসম্মান না হয়, একজনও ঘেন এ মুখে জীবন্ত প্রবেশ করতে না পারে। 'স্বরণ রেখ', মধ্যস্থল তোমার, ছলীন! প্রাণপণ, কোন অবস্থায়, কোন সর্ত্তে, স্থানত্যাগ করো না।

ছলীন। কুমার, কুমার, এ আমার মহৎ সম্মান!

(ছলীন পতাকা গ্রহণ করিল।

নেপথ্যে ঘন ঘন তীর বৃষ্টি হইতে লাগিল।)

লক্ষণ। আত্মার বলি ছলীন, গৌড়ের পতাকা, তোমার হাতে রইলো, শুধু তোমার হাতে।

[গ্রহণ।

হুলীন। (পতাকা ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) ভয় কি, ভয় কি হুলীন, কেঁপো না, অমন ক'রে কেঁপে না। কেন? এত গুরুতর কেউ কখন দেয় নি, তাই? না না, কুমার তোমার উপবৃত্ত ভেবেচে, তাঁর অসম্মান ক'রো না। এ কি গর্ভ! এ গর্ভ যে বুকের ভেতর ধ'রে রাখতে পাচ্ছি নি। আমার রাজা আমার উপবৃত্ত ভেবেচে। হুলীন দিন কিনে নে, কুমার তোকে এতদিন বাপের মেহ দিয়ে ঘিরে রেখেচে, বুকের রক্ত দিয়ে সে মেহের কিছু পরিশোধ কর। এ কি উল্লাস, এ কি গর্ভ, বার এক অংশ মহারাজ বলাল, অপর অংশ কুমার লক্ষ্মণ রক্ষা ক'রেন, তার মধ্যদেশ রক্ষার ভার একা তোমার! "প্রাণপণ হুলীন, কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ ক'রো না", ওই শোন', আবার কাণে বাজ্চে, "গৌড়ের পতাকা তোমার হাতে রইলো, শুধু তোমার হাতে।"

নেপথ্যে ধর্মগিরি। উভয় দিক দিয়ে ঘিরেচে, এই একমাত্র পথ।

হুলীন। সময় এসেচে, হুলীন সতর্ক হও।

নেপথ্যে ধর্মগিরি। পতাকা লক্ষ্য ক'রে তীর চালাও। তাই সব অগ্রসর হও।

হুলীন। হারে বিশ্বাসঘাতক! দেশের লোক তোমার ভাই হ'লো না, আর আত্মীয় হ'ল এরা!

(সৈন্তগণ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া হুলীন তীরবর্ষণ করিতে লাগিল।)
মুসলমান সৈন্তগণ। আর এগুতে পাচ্ছি নি, পেছোও, পেছোও।

[ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল।

নেপথ্যে ধর্মগিরি। যে কোন মূল্যে স্থান অধিকার করো, তীর ছোড়',
বালকের উপর লকলে একত্রে তীর চালাও।

হুলীন। হুলীন, আবার পরীক্ষা; সার' পক্ষে আস্চে।

(পুল্লার হুলীনের তীরবর্ষণ, হু একটা তীর হুলীনের
গাত্রে লাগার রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল।)

উঃ, উঃ, ঈষর, ঈষর, পালিয়েচে।

নেপথ্যে ধর্মগিরি। তুম নেই বায়ু অহুকুল, বায়ুস্থে অগ্নি ছুড়ে দাও।
পতাকাধারী এখনি দখ হবে।

(সৈন্তের তথা করণ ও হুলীনের দিকে অগ্নিশিখা আসিতে লাগিল)
হুলীন। আগুন, আগুনের ঝড় দিচ্ছে, এই দিকে এলো, কি তেজ,
দাঁড়াতে পাচ্চি নি, উঃ, উঃ, জলে গেল, জলে গেল। কুমার, কুমার!
একটু সোজা হ'য়ে থাক। আর বে পাচ্চিনি, জলে গেলো, ছিঁড়ে
গেল'। এ পতাকার সম্মান কি ক'রে থাক'বে? কুমার, কুমার, লাড়া
দাও, কুমার, কুমার, এখনো কি দাঁড়িয়ে থাক'বো? জলে গেল', চ'খে
দেখতে পাচ্চিনি, না, না, গোড়ের পতাকা। আমার হাতে, প্রাণপণ
হুলীন, ফের তীর, ফের তীর, শক্তি নেই, তবু—তবু—।

নেপথ্যে। আল্লা হা হা হা হা।

হুলীন। (রক্তাক্ত-কলেবরে) শক্তি দে মা, একটা বার, সংজ্ঞা লোপ
করিস্ নি।

(বহু যবনসৈন্ত সহ নিরামং, অরস্ত, ধর্মগিরি প্রকৃতি দেখা দিল।)

ধর্মগিরি। নিরামং, এগিয়ে যাও, পতাকা গ্রহণ করো, দাঁড়িয়ে দেখুচো
কি? পতাকা গ্রহণ করো।

(হুলীনের টলিতে টলিতে লক্ষ্যশূন্যভাবে
চতুর্দিকে তীরত্যাগ।)

পালব। টুকুতে পাচ্চিনি, এ নীচু জমি পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

হুলীন। (উচ্চকণ্ঠে) কুমার, কুমার, এখন কি থাক'বো?

ধর্মগিরি। ভাবুচো কি, পতাকা দাও।

নিরাময় । আমি বীরত্বের পূজা ক'তে শিখেছি, এতক্ষণ বালক হ'য়ে যে পতাকা রেখেচে, তার পারে তরবারি রাখতে পারি, হাত থেকে পতাকা কাড়তে পারিনে ।

হলীন । একবার, একবার যদি কুমারের দেখা পেতুম, এই গজিত রক্ত তাঁরই কাছে দিয়ে নিশ্চিত হতুম, মরা হবে না, কুমার, কুমার, এসো, এখন' এসো । (পতাকা বুকে চাপিয়া ধরিল ।)

ধর্মগিরি । (অগ্রেসর হইয়া) পাতাকা দাও ।

হলীন । বিশ্বাসঘাতককে পদাঘাত ক'তে পারি, পতাকা দিতে পারিনে ।

(বুকে পতাকা লইয়া নতজাহ্নু হইয়া ভূমিতে উপবেশন ।)

ধর্মগিরি । তবে মৃত্যুকে বরণ কর' ।

বেগে স্রবেণের প্রবেশ ।

স্রবেণ । হয় না, একটা হিন্দুর ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকতে, বিশ্বাস-ঘাতকের পতাকাগ্রহণ কখন হয় না ।

হলীন । আঃ (মূর্ছা) ।

হস্তে তরবারি আঘাত ও শতগ্রী অস্ত্রের গাড়ী

লইয়া হিন্দুসৈন্যের প্রবেশ ।

ধর্মগিরি । পালানো, আত্মরক্ষার চেষ্টা করো, ধমকেতুর ভার বজাল ছুটে আসচে, নরনে তার শতহর্ষের দীপ্তি । অস্ত্রপথ দেখো ।

[মুসলমান সৈন্যের প্রস্থান ।

স্রবেণ । পলাতক নেতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো ।

(স্রবেণ ও হিন্দুসৈন্যগণ অহসরণ করিল ।)

বল্লালের অসিহস্তে বেগে প্রবেশ।

বল্লাল। ভেঙ্গেচে, ভেঙ্গেচে, সৈন্তশ্রেণীমুখে বোড়া ছোটোও, ছত্রভঙ্গ
করো।

দ্রাস্তভাবে অর্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকা হস্তে

বায়াহুম শার প্রবেশ।

বায়াহুম। গেলো, গেলো, বিজয়ীর চীৎকারে, শব্দের প্রতিধ্বনিতে,
সৈন্তের অর্ধনাদে সব ভ'রে গেল। একি, একি।

বল্লাল। ওই, ওই দস্যু।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ ও বায়াহুমের পতন।)

কেমন বীর, যুদ্ধের সাধ মিটেচে? দেখো, দেখো, বিদ্রোহীর এই
পরিণাম।

[আঘাত পূর্বক পতাকা লইয়া বল্লালের প্রস্থান।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ছলীন, ছলীন, সাড়া দাও, ছলীন, ছলীন, সাড়া দাও।

ছলীন। (হাতের তরে উঠিয়া কীপকণ্ঠে) নাও রাজা, মুক্তি দাও, তোমার
গচ্ছিত রক্ত তোমারই হাতে দিলুম, পতাকার সম্মান আছে, আঃ!

(ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।)

লক্ষ্মণ। একি! একি! হায় বীর, মুহূর্ত্ত ক্ষণ ক'রে নিয়েচো, তবু স্থান-
ত্যাগ করুনি, ধন্ত তোমার দেশভক্তি, ধন্ত তোমার কর্তব্যজ্ঞান! যাও
বীর, কর্তব্যপুলকে যশের ত্রিগুণের রথে যাও, দেখবে কেখানে, কণ্ঠে
তোমার মন্দারের মালা, কর্ণে তোমার কুঙ্কুমদার মঞ্জরী, শীর্ষে তোমার

অধিকার মুকুট! আমার আশীর্বাদ নাও, আমার চূড়ন নাও, আমার
অক্ষরে অক্ষরে শিখিয়ে দিলে, বালক, শরীরের জর জর নয়, তুমিই
শিক্ষক, আমি অভিযানে তোমার শেখাতে গিচ্ছলুম।

(লক্ষ্মণ নতজাহ্ন হইয়া ছলীনের দিকে চাফিয়া রহিল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(জয়ামতী নদীতীর; পার্শ্বে জঙ্গল।)

(নেপথ্যে ঘন ঘন রণবাত্ত হইতে লাগিল,)

চতুর্দিক সভয়ে দেখিতে দেখিতে পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। চাদিকে শব্দ হ'চ্ছে, আমার ছাউনী, ক্ষুদ্র কুটার, আশ্রয়স্থল
সব রাজসৈন্তে ভ'রে গেছে। এ জঙ্গলেও বুঝি পরিজ্ঞান নেই, এঁ-
খানেও যুদ্ধশব্দ আসচে। বাই, না না, এই পথে; কি ক'ত্তে এলুম,
কি হ'লো? প্রতিশোধ নিতে পাল্লুম না, রাজাকে বোঝাতে পাল্লুম না,
ডুবতে ডুবতে আশ্রয়স্থল ভেবে খড় খ'রেছিলুম, ভার সহিতে পাল্লে না,
ভার সহিতে পাল্লে না, কে আসচে, কে আসচে, লুকুই, লুকুই।

জঙ্গলের ভিতর গমন ও মুসলমানপতাকা ও পিঞ্জর বাম হস্তে
লইয়া, রক্তাক্ত বদ্বালের ক্রাস্তভাবে অসি হস্তে প্রবেশ।

বদ্বাল। ক্রাস্ত, ক্রাস্ত, সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে আসচে, আর যেন
পাক্কিনি, উঃ। (উপবেশন)

ভূজসেনের প্রবেশ।

ভূজসেন। অ্যা! এই তোমার গিরে, বজ্রের গৌরব, আপনি। আপনি
এখানে! বটে কথা, দেখ', বলে, যার জন্তে সৈন্তেরা নেচে

নেচে বেড়াচ্ছে, সেই রাজা কিনা বাঁচা হাতে মাটিতে! লোকে ব'লবে কি? মাটিতে ব'সবেন, তা আবার স্বয়ং, প্রতিনিধি দিন, প্রতিনিধি দিন।

বজ্রাল। না, একক থাকতে দাও।

ভূকসেন। আহা, কি মন দেখ, সদানন্দ, সদানন্দ, একেবারে মাটি, মন ত' নর, বেন আঁখা, আঁখা।

বজ্রাল। বাও, স্থান ত্যাগ কর', আমি ক্রান্ত, সঙ্গী দেখতেও অক্ষম।

ভূকসেন। (স্বগত) ও বাবা, এ আবার কি রকম ক্রান্তি রে? বড়লোকের মন কিনা, ওর ভাব বোঝবার যো নেই, খুঁসিও যত, গর্বখুঁসিও তত, ও সোণার পাথর বাটাই বলো, কিংবা নিরেট ঘড়াই বলো, ভাব পাবার যো নেই।

[ভূকসেনের প্রস্থান।]

বজ্রাল। আজ মনে প'ড়চে, সে অনেক দিনের কথা, এমনি ক্রান্ত হ'য়ে, এমনি নদীর কাছেই এসেছিলাম, এক বোগী নিদ্রা বাচ্ছিল, পর্ষতরে তাঁকে অশ্বসহ উল্লঙ্ঘন ক'রেছিলাম, দুই বোগী অভিসম্পাত দিয়েছিল, যেদিন এমনি ক্রান্ত হবে, সেইদিনেই তোমার অগ্নিকুণ্ডে যুক্ত হ'বে। জৈশ্বর জানেন সেদিন আসতে কত দেরী। উঃ, পিপাসা, দারুণ পিপাসা। জৈশ্বর! জৈশ্বর!! বঙ্গসন্তানের মজল করো, বাঙ্গালী সুখী হ'ক, বাঙ্গালার বশঃ চির অক্ষুন্ন থাকুক। পিপাসা, দারুণ পিপাসা, স্বচ্ছ নদী, এরই জল পান করি।

(পিঙ্গর রাধির, জলপানার্থ নদী গর্ভে গমন ও পদ্মাকীর

সম্পর্কে বিফারিডচক্ষে বহিরাগমন।)

পদ্মাকী। পেয়েচি, পেয়েচি, সুখি হ'য়েচে, প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ পেয়েচি, বাই, বাই, এইবার পায়রা খুলে দি। পরাজয় হয়েছে মনে

ক' হবে, অগ্নিকুণ্ডে ম' হবে। কেমন হবে, কেমন হবে। রাজা, রাজা, আমার বৃকের রক্ত চো'ক দিয়ে কেলেচো, এইবার তোমার, সব আপনার কেলবে। তোমার পদ্মা কঁাদবে, প্রজার বুক ভালাবে। প্রতিশোধ, এই আমার প্রতিশোধ, এক কাজের শেষ, একটা কাজের শেষ।

(পদ্মাকী পারাবতের উদ্ভুক্ত করিয়া দিল।)

রাজবাড়ীর দিকে গেল', রাজবাড়ীর দিকে গেল', বাঃ, বাঃ, কেমন উড়্চে, কেমন উড়ে যাচ্ছে। পালাই, পালাই; গায়ের আন্ত চামড়া ছিঁড়ে, খুলে, কেটে নিলেও আর ক্ষতি নেই, একটা শোধ নিয়েচি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, পালাই, ধন্তে আসবে, (প্রকাশ্যে) রাজা, রাজা, তোমার পাররা উড়্চে, তোমার পাররা উড়্চে।

(অকস্মে পদ্মাকী লুকাইয়া হইল।)

বল্লাল। (উদ্ভ্রান্তভাবে উর্জদৃষ্টি সহ) একি ! কি করি ? (উদ্বানপূর্বক) সংবাদ দাও পরাজয় নয়, শত্রুর ছলনা। শিলা কৈ ? পদ্মা, পদ্মা, সব বাবে, হাহাকার উঠবে, অনলশিখার গৃহ অশানে পরিণত হবে।

[শূভ খাঁচা লইয়া বেগে বল্লালের অস্থান।

অকস্মে অস্তিত্ব হইতে নিরাস্তের প্রবেশ

ও পদ্মাকীর প্রতি—

নিরাস্ত। শোন শোন।

পদ্মাকী। ছোয়া আছে, ভয় পাবো না, এ মনে আর ভয় নেই।

নিরাস্ত। কাকে কি বল্চিস্ ? এখুনি ধরা পড়বি, রাজার লোক এখুনি লুটে নেবে। আমার সঙ্গে আর, পুরস্কার পাবি, বিলিঙ্গীর আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় নেই

পদ্মাকী। আমার ধর্ম তুই রক্ষা করবি বল ? মুসলমান হ'য়ে শপথ কর।
নিরামণ্য। তুই আমার জাতের বন্ধু, না বলিয়ে নিলেও রক্ষা ক'রবো,
সকলেই ত' গেল, তোর সেই পাগলও ত' গেছে।

পদ্মাকী। সে গেছে ? চল নিরামণ্য, ছুটে আর, আমাকেও সেখানে
নিরে চল। সে আমার কাছে পাগল নয়, তার হাসি আমার স্বর্গ,
তার দয়া দৈবের ককুপা।

নিরামণ্য। ঈশ্বর তোদের ছজনকে সুখী করুন।

পদ্মাকী। কি বলি কি বলি ? না, না, সে স্বপ্ন, সে আকাশকুসুম, সে
শুভ্রে রাজ অটালিকা।

(উভয়ের প্রস্থান)।

সপ্তম দৃশ্য।

(বঙ্গালবাটী ; হর্গলস্থলস্থ দ্বার ।)

[ভিতরে বঙ্গালবাটী ও হর্গলচূড়া দেখা যাইতেছে, পারাবত-
বৃগল গৃহচূড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে ইত্যাদি ।]

নেপথ্যে। ও কি ! ও কি !!

নারীকণ্ঠে। পায়রা ফিরেচে, পায়রা ফিরেচে।

নেপথ্যে। মা, মা।

(নেপথ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল ও ভিতরের বারান্ডার
শিলাদেবী দেখা দিল ।)

শিলাদেবী। কুলবধূগণ, আর কেন ? বুকে পরাজয় হ'য়েচে। চিতা
আলো, চিতা আলো, এসো, এসো।

(শিলা নিয়ে গেল ও তিতর হইতে প্রজলিত
অগ্নিশিখা দেখা গেল ।)

(উন্নতবৎ বলদেবের প্রবেশ ও নেপথ্যে শব্দধ্বনি ।)

বলদেব । কি হ'লো, কি হ'লো, পুণ্য শরীরে অগ্নি স্পর্শ ক'রে, চকিতে
অলে উঠলো, চকিতে অলে উঠলো ।

[বলদেবের প্রস্থান ।

নেপথ্যে বল্লাল । ওই মঙ্গল শব্দ, ওই ক্রন্দনের রোল, অপেক্ষা কর ছলনা,
ছলনা, অপেক্ষা কর অপেক্ষা কর ।

বেগে বল্লালের দুর্গমধ্যে প্রবেশ ।

নেপথ্যে বল্লাল । শিলা, শিলা, আমার সঙ্গে নাও, আমার সঙ্গে নাও ।

নেপথ্যে বলদেব । রাজ্যেশ্বর ! রাজ্যেশ্বর !! কি কল্লেন ?

(লক্ষ্মণের বাটীর অপরাংশ হইতে বহিরাগমন ।)

লক্ষ্মণ । শেব, সব শেব, জেবর কি দেখালে ? বাঙ্গলার গৌরব অস্ত
গেল, শুধু গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে থাকতে লক্ষ্মণ জীবিত রইলো ।

লক্ষ্মণ বিব্রতভাবে বসিরা পড়িল ।

— — —

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(দুর্গাঙ্কুর ;—রাজসভা ।)

আলোকমালাসজ্জিত নন্দীয়া রাজবাটীর একাংশ, সৈন্তগণ শ্রেণীবদ্ধ-
ভাবে দণ্ডায়মান, সিংহাসন পার্শ্বে বলদেব । দূরে শৃঙ্খলিত
গালব, ধর্ম্মগিরি ইত্যাদি রহিয়াছে ।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । আপনারা দেশের অলঙ্কার, দেশে শত্রু আনবেন না, যদি আমি
অনুগম্য হই, শিথিলে নিন্, এক ভূমিতে বর্দ্ধিত হ'য়েছি আমার
শেখোতে অধিক শ্রম হবে না । (শৃঙ্খল উন্মোচন) আপনারা মুক্ত,
বান্ধালী, বঙ্গসন্তান ! বঙ্গজননীকে চিরস্মরণীয় ক'ন্তে চেষ্টা করুন ।
বলদেব । বাহলা, ক্ষমাবীর মহারাজ লক্ষ্মণকে দেখো ! এসো, সাগরা-
ঘরা, শৈলচূড়া, ধরতর গৌরব এসো, এসো, স্রোতস্বিনীর জায়
নির্ম্মল, ফুলের জায় পরিমলপূর্ণ, শিশুর জায় সুন্দর এসো, রাজ-উকীষ
পরিধান কর, তোমার শাসনে রাজ্য জয়-শ্রীবৃদ্ধ হ'ক !

(লক্ষ্মণের মস্তকে উকীষ দিল, উপর হইতে পুরনারীগণ
গুপ্ত বর্ষণ করিতে লাগিল ।)

ধর্ম্মগিরি । রাজা, রাজা, মার্জনা কর ।

গালব । আমি আশ্রিত, অনুগত, সেবকমাত্র ।

(ধর্ম্মগিরি ও গালব উভয়ে রাজ-পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বসিল ।)

লক্ষ্মণ । আপনারা আশ্রিত হ'ন । রাজ্যের অলঙ্কার হ'তে চেষ্টা করুন ।

বন্দনাকারিণী গণের প্রবেশ ।

বন্দনাকারিণীগণ ।

গীত ।

তুমিই দেশের সকল আশা, তুমিই দেশের সকল মানি ।

তুমি বঙ্গজননী-সাধনা-জীবন, বঙ্গ-জননী প্রাণ ॥

আর কোথা কে তোমার মতন, বুঝবে বুকে বাখার বেদন,

রাখবে ক'রে পরে আপন, দেশের জন্ত ক'রবে টান ॥

তুনি তাদের আশা, দেশ ভরসা, তাদের তুমি বল,

যাদের পুণ্যতিয়া গঙ্গানদী, পাহাড় হিমাচল ॥

তুমি বাঙালি গর্ব, হবে না বর্ক, উড়িবে জয় নিশান ॥

তুমি বঙ্গ, তুমি বিক্রম, তুমি সত্য, তুমি জয়,

তোমার মহিমা, তোমার কাহিনী, জুড়ে বাক জগমগ,

তারত তরিয়া দেখুক আজি তোমারি করুণা দান ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গ্রাম্যপথ ।

(বিবল শূদ্রাণী আসিল ও হোরা নিখাস কেলিয়া

একস্থানে চুপ করিয়া রহিল ।)

শূদ্রাণী । জৈবর ! জৈবর !!

গীত ।

আমি বাসতে ভাল রইছ ব'সে, আশার বাতি কুঁকে জেলে ।

আমার রাত গোহাল, নিভলো আলো, এলো গেল' স্বপ্ন চ'লে ॥

আমার আমার আমার ব'লে, আমার হ'রে ছিল ছলে,

আমি গেলুম, আমার গেল, রইলো নাক' প্রভাত হ'লে,

ভরে হ'তো লারা, থাকলো আমার, বেত' নাক' পারে ঠেলে ॥

হোরা । (নিখাস ফেলিয়া স্বগত) এ গান শুধু তোর মনে নয়, আমার
আশেও রইচে ।

শূদ্রাণী । এঃ, বাগীও মরেচে ! ওরে ওই, হোরা, ও হোরা, দেখেচো ?
দেখেচো ? কথা ক'ইবিনি ? কথা ক'ইবিনি ? ছুঁছুঁড়ি, কাল ছুঁড়ি,
খুঁদি ছুঁড়ি, আদর ক'রবো সতি আদর ক'রবো । (হোরা সজল-
চক্ষে মুখ ফিরাইয়া লইল ।) মানিক আমার, মরনা আমার,
টেয়া আমার, পাণিয়া আমার, একটা কথা কও ! শুনিবিনি ?
শুনিবিনি ?

হোরা । কি ব'লবি বলনা ।

শূদ্রাণী । এই ব'লছিলাম কি, কি ব'লছিলাম ব'লবো ? ব'লে ফেলি, কি
বলিস্ ? হ্যাঁরে, তুইও বুঝি তাকে ভালবেসে ফেলিচিস্ ।

হোরা । হ' ।

শূদ্রাণী । হ' কি রে, এঃ মাটা ক'রেছিস্ বল ? আরে মোলো, এত' কাজ
থাক্তে ম'ন্তে ভালবাস্তে গেলি কেন ? এই বয়েসে কি রকম
ব'কেচে দেখো !

হোরা । আর তুই যে তোর তাকে ভালবাসিস্নি ? তার ভাবনাতেও মুখ
ব'লে বলিনি ?

শূদ্রাণী । সেটা গেরোর কের । এই মিলে গুণোকে দেখতুম, আর ম'নে
হ'তো, না হয় একটু নাচালুম । হ'বার চ'খোচোখী হ'লে ত আর
খইবো না ! এই ধরো, যদিই হঠাৎ, কোন পুরুষের নজরে পড়লুম,
দেখি, ক্যাল ক্যাল ক'রে মুখের দিকে চেয়ে আছে । একটু চোক
ফিরিয়েচি, কি ইতিমধ্যে ছবার গাল ধ'সেচে ; কথা কইবে, ত' অতি
আন্তে, হাসবে, ত' অতি মুগ্ধ, আহা, যেন আর পারে না । অর্থাৎ এই
রকম ক'রে, ওরে মনে ক'রে, তাদের মুখখানি, একবার দেখবার
অপেক্ষা, ব্যাস, আর কি, ঘেঁষে মাথুখ গোলায়, তেঁড়া হ'য়ে গেলো ।

হা অদৃষ্ট, ওই ভ্রাকাবোকার মতন কথা, ভাল মানুষের মতন মুখ
করা, চাইতে চাইতে চোখ নামান, এ হ্যা হ্যা করে কাশা, দেখলেই
কিক্ ক'রে হাদা, এ সব ত যেয়েলী চং; যেয়েলী চং দেখে, সত্যিকার
মেয়েমানুষ হাসে, ভোলে না। পুরুষ যেমন চার, কোমল, সরল,
সুন্দর গালভরা হাসি, নারীও তেমনি চার, সাহসী, বলিষ্ঠ, কঠোর,
কর্তব্যপরায়ণ পুরুষ!

হোরা। হা সাবাস, তবে তুই ভুলি কেন?

শূদ্রাণী। রাজার মধ্যে নির্ভর করার মতন বীরের হৃদয় দেখেছিলুম। যখন
রাজা, মেয়ে মানুষের মতন মিষ্টি কথার ভোলাতে চেষ্টা ক'রেছিল,
তখন ভালবাসা পারনি, যখন রাজাকে পুরুষের মত দেখলুম, যখন
রাজাকে, রাজা ব'লে মনে কন্তে পাল্লুম, যখন রাজা, উপেক্ষা করে
চ'লে যেতে পারলেন, তখন ভরে, ভক্তিতে, ভালবাসায়, লুটরে পড়তে
সাধ হ'লো, যখন আর পাবার উপায় রইলো না, তখন সাধ আগলো,
দাগ ছিল না, মনের মধ্যে পাহাড় আঁকা হ'লো!

হোরা। এঃ, তা হ'লে তুইও মরিচিস্ বল?

শূদ্রাণী। পেরোর কের। চল্ বেদিকে ছ'চহু যাবোই, আর তাকে ভাবি।
আর ভাবি, সে যেমন কোমল, তেমনি কঠোর, সে একাধারে মেঘ ও
রৌদ্র, তিরস্কার ও পুরস্কার, শাসক ও কমান্ডার!

[উত্তরের গ্রহান।



তৃতীয় দৃশ্য ।

হান ; নদীরা । সময় ;—প্রাহ্ন ।

(সভাকক্ষ ।)

[মৃত্যুকে তাজ ও পট্টবস্ত্রপরিহিত ভূঙ্গসেন ; নাগরিকগণ কেহ এই 'তোমার
গিয়ে, আমার গিয়ে' করিতেছে, কেহ বা হৈঃ হৈঃ শব্দে গোল করি-
তেছে, কেহ বা "ওহে শুন্‌চো" ইত্যাদি রবে ডাকিতেছে,
ভূঙ্গসেন সকলকে ধধাস্থানে রাখিতে চেষ্টা

* করিতেছে ইত্যাদি :—]

ভূঙ্গসেন । আরে, অধীর হও কেন ? অধীর হও কেন ? আমি বিচার-
পতি, আমার মাননা যে হে ! চোপ, চোপ, আরে ব'সো, ব'সো ।

১ম নাগ । সেনজী মশায়, আমারি একটা মীমাংসা ক'রে দিস্ত হবে ।

ভূঙ্গসেন । হবে নাকি ? তোমার মীমাংসা, তা আর ক'রবো না !

২য় নাগ । (প্রথম নাগরিককে ঠেলিয়া) আরে আমি ব'ল্‌চি ।

ভূঙ্গসেন । বল, বল ।

২য় নাগ । আমার একটা বাড়ী আছে, দেখেচেন ত' ?

ভূঙ্গসেন । চোখ র'য়েচে, তোমার গিয়ে, বাড়ী র'য়েচে তা আর দেখিনি !

১ম নাগ । আজ্ঞে, বাড়ীর সঙ্গে খানিকটে জায়গাও ত' আছে ?

ভূঙ্গসেন । আছে নাকি ? তা আর থাকবে না, আহা—

২য় নাগ । তাইতে ছোটো ডাঁটা আর নাউ ক'রে হাটে বেচতে গিছলুম ।

ভূঙ্গসেন । তোমরা ? গেছ' নাকি ? খুব করেচো, হাটে নইলে কি আর
যে বেচবে !

১ম নাগ । আজ্ঞে, হাটে গিয়ে যেই তরকারী আর নৌঁটী নামিয়েচি,
অমনি, অমিদারের লোক তোলা নিতে এলো ।

ভূঙ্গসেন । তা নেবে বই কি ! তাদের হাটে গেছ, তোমার গিয়ে,
বিক্রী ক'রো, তা আর নেবে না ? *

২য় নাগ। তা ব'লে নাউ নেবে ?

ভৃঙ্গসেন। তা নেবে কেন, তা নেবে কেন ? সেটা, তোমার গিরে, তুমিই বিক্রী ক'রবে।

১ম নাগ। তা দিইনি ব'লে কিনা মাল্লো !

ভৃঙ্গসেন। আঁ! মাল্লো নাকি ? তা আর মারবে না বাপু, তাদের হাটে গেছ, নাউ দেবে না, উণ্টে গিয়ে ব'গড়া ক'রবে, তা আর মারবে না ?

নাগরিকগণ। মারবে কি রকম ?

ভৃঙ্গসেন। অস্ত্রার বটে, অস্ত্রার বটে, তা তোমার গিরে, অস্ত্রারটা বটে !

২য় নাগ। শেষে কিনা লোক আনলে !

ভৃঙ্গসেন। আনলে নাকি ? আহা, তা আর আনবে না, তোমরা হ'লে চাষার মদ, লোক ভ' আনবেই।

২য় নাগ। শেষে মেরে ধ'রে বাজরা কেড়ে নিলে !

ভৃঙ্গসেন। নিলে নাকি ? আহা, তা আর নেবে না বাপু, তোমরা গিরে, ব'গড়া ক'লে, মারামারি ক'লে, মার খাওয়ার বার জন্তে লোক আনলে, বাজরা আর কেড়ে নেবে না ?

১ম নাগ। তা হ'লে মীমাংসাটা হ'লো কি ?

ভৃঙ্গসেন। পর দিবে ঘরের ব'গড়া মেটাতে গেলে, এর চেয়ে আর কি হবে বাপু, বাকীটুকু তোমরাই আপোষে সেরো।

সকলে। সারবো কি রকম ! সারবো কি রকম !

(সকলে নিকটবর্তী হইয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

ভৃঙ্গসেন। ব'সো, ব'সো, আরে মান না বে হে, রাজা আসচে, রাজা আসচে, পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, চোপ, চোপ, আরে মাননা বে হে।

(ঠেলাঠেলি করিতে করিতে নাগরিকগণের

পাছের ভলা দিরা ভৃঙ্গসেনের গ্রন্থান।)

নাগরিকগণ। ধরো, ধরো।

(ভ্রমসেনের পশ্চাদ্ধাবন।)

সুবেশসহ মহারাজ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সুবেশ। চকুদিকে বিত্রাট হ'চ্ছে, আপনি একটু উত্তোপী হন।

লক্ষণ। আমি কি ক'রুবো সুবেশ! আমি ত' যুগ যুগান্তর ধ'রে রাজ্য আঁকড়ে রাখবো না। অবিচার আসবে, কাহলুগী, আগ্নমহল, কাঁকোল, নদীয়া, সমস্ত শত্রুতে পূর্ণ হবে, সোণার গৌড়, হেজল জঙ্গলে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে, ব্যাঘ্র ভয়কে বাস ক'রবে, কক্ক। বাঘের নিয়ে রাজ্য, তারা যদি না দেখে, একজনের চেঁচায় কতটুকু হ'তে পারে? একবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো, লালসা মহুশ্য হারিয়ে দিচ্ছে, সবল দুর্বলকে তাড়না ক'রে, ধনী দরিদ্রকে তার শ্রেণীভুক্ত মনে ক'রে না, ধরণীতে যেন কোন সম্বন্ধ নেই, যে বলবান সেই মাত্র সব। গুণের পুরস্কার হবে না, এ বন্ধে আর থাকতে পারবো না, নোকা প্রস্তুত রাখ', আমি তীর্থযাত্রা ক'রুবো। সুবেশ! সময় থাকতে এখন' নোকা সাজাও, আমার নদীরায় আজ আমার বহু বৎসর অতীত হ'লো।

সুবেশ। রাজা, রাজা, আপনি এর উপায় করুন।

লক্ষণ। চেঁচ চেঁচা ক'রে বুকেচি, হবার নয়। তুমি নোকা প্রস্তুত রাখ, আমার তীর্থযাত্রাই ভাল।

সুবেশ। না দেখায় কি সব নষ্ট ক'রবেন?

লক্ষণ। চেঁচা ক'রে ব্রা হ'লোনা, তা যদি হবার হয়, হবে। সকলকে অসন্তুষ্ট ক'রে লাভ কি? যুগ যুগান্তর আমি ত' রাজ্য ধ'রে রাখবো না?

সুবেশ। রাজা, রাজা, এই অসমীল হত যদি একবার তুলতেন।

লক্ষ্মণ। কি ক'রবো সুবেণ, আমার জাতি যদি আগনাগের ভালবাসাতে জানতো, যদি বার্ষ ফুলে জাতীয় উন্নতির প্রার্থনা ক'তো, ব্যক্তিরার কেন, সমবেত মুসলমানের এমন শক্তি থাকতো না, তারা বন্ধের একটা দৃষ্ট চ্যুত করে।

পুঁথিহস্তে সভাপতিগণের প্রবেশ।

সভাপতিত। যথা বসুচেন, যথা বসুচেন, এহানকার মঙ্গল জীবনের অভিপ্রেত নহা। আমাগোর মঙ্গলশাস্ত্রে স্পষ্ট ল্যাখ্ছে, বেদ মিথ্যা আইবো, ব্যক্তিরারের লক্ষ্য বিজয় ক'র'ক', ক'র'ক', ক'র'ক'।

লক্ষ্মণ। কি ব্রাহ্মণ? বেদ মিথ্যা হবে, তবু ব্যক্তিরারের জয়! সুবেণ এখন' ব'লে রাখি, নৌকা সাজাও।

সভাপতিত। জাহেন না, জাহেন না, আই পত্রটি বুকের মধ্যে রাখি।

লক্ষ্মণ। রাখুন, রাখুন, ওই পত্রটি অপমালা ক'রে রেখে দিন। সুবেণ, যদিও থাকতুন, আর থাকতে পারবো না, আর থাকা হবে না। দেশের লোক বড়বড় ক'রে, বেচ্ছার যদি মাথার মোট ক'তে চায়, তাদের সিংহাসনে বসিয়ে লাভ কি? আজ একটা নূতন শিক্ষা করলেম।

সুবেণ। কি রাজা?

লক্ষ্মণ। জান্তেম, কেবল খনীর দোবে দরিদ্র হয়, বিধানের দোবে সুখ হয়, বলবানের দোবে দুর্বল হয়, আজ শিখ্লেম, মাত্র প্রজার দোবেই কু-রাজা জন্মায়।

[মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রস্থান।

সুবেণ। তেম, তেম, তেমজানই হিন্দুয় সর্কানাশ কমে। (অশ্রুগমন।)

সভাপতিত। হ, আমারে বোদ অর কোব্বার পারছে।

চতুর্থ দৃশ্য ।

(মহাবন ; শিবিরাত্যন্তর ।)

একদিক দিয়া বক্তিরার ও অপর দিক দিয়া মুসলমানীবেশে

সুসজ্জিতা পদ্মাক্ষীর প্রবেশ ।

পদ্মাক্ষী । বাবা, আমি মুসলমান হবো ।

বক্তিরার । সে কি !

পদ্মাক্ষী । মুসলমানদের বেশ নিয়ম, যারা কুলত্যাগ ক'রেচে, তারাও
পেরক হ'তে পারে, স্বামী নিয়ে আবার তারা ঘর ক'তে পারে ।
হিন্দুরা কিন্তু, যাকে একবার ত্যাগ ক'রেচে, তাকে আর নেয় না,
এরা ত্যাগই করে, ওরা ত্যাগ করাকেও আদর ক'রে ডেকে নেয় ।

বক্তিরার । তাতে তোর কি ?

পদ্মাক্ষী । কেন সকলেই ত' হ'চ্ছে, সেই পাগলও ত' তোমাদের ঘর
নিয়ে জোহান হ'লো ।

বক্তিরার । তোমার স্মৃতি হয়, পবিত্র ইসলামধর্মে দীক্ষিত হও,
আমি কথা দিয়েচি, নিষেধও ক'রবো না, আদেশও দোব না । কিন্তু
এই মাত্র ভেবে রেখো, জোহান সাধারণ সৈন্ত, তাকে বিবাহ করা
আমার কস্তার উচিত কি না ? মনে রেখ', আরবের নবাব তোমার
বিবাহপ্রার্থী ।

পদ্মাক্ষী । আমি ত' বু'লেচি, তার হাসি আমার স্বর্গ, তার দয়া ঈশ্বরের
করণ ।

জোহানের প্রবেশ ।

জোহান । (সেলামপূর্বক) আজ আমার কোন্ দিকে পাহারা ?

পদ্মাকী। (মুহুরে) ওই ওই, উঃ—(হাঁকাইতে হাঁকাইতে পদ্মাকী
জোহানের প্রতি চাহিয়াছিল, জোহানও দেখিল।)

জোহান। (স্বগত) কোথায় যেন দেখিচি।

বক্তার। উত্তরমুখে থাক'।

জোহান। কবুল কর্‌মান্‌।

[সেলাম করিতে করিতে গিছু হটিয়া প্রস্থান।

পদ্মাকী। (স্বগত) ঈশ্বর! ঈশ্বর!! উঃ,

[পদ্মাকীর অপরদিকে প্রস্থান।

বক্তার। জয় কিবা পরাজয়, কিছুই মীমাংসা হ'লো না, সন্দেহ-
মোলায় ছল্‌চি, ভবিষ্যৎ অন্ধকারগর্ভে, শুধু বিশ্বাসঘাতকের ক্ষীণ
আলোক দেখা যাচ্ছে, তাও ক্রয় করা, আতীর সহায়ত্ব নেই, সবল
কৌশল, আশা সাহস মাত্র।

ভূঙ্গসেনের প্রবেশ।

(স্বিতমুখে) এই যে, আসুন।

ভূঙ্গসেন। আহা, দয়া দেখ, আপন গোরবে আপনি নত, কি শীলতা
বোঝ', এই শুণেই ত' তুর্কীরা সমস্ত আখ্যাবর্ত জয় ক'রে কেলেচে।
আজ বাঙ্গলার সুদিন, তাই দয়া ক'রে বঙ্গবিজয় ক'ত্তে এসেছেন।
আপনি বড় কেও-কেটা ন'ন, স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, সেই মদনমোহন,
আহা—

বক্তার। আপনি কি বলছেন!

ভূঙ্গসেন। প্রমাণ ক'ত্তে পারি, “অবতারাঃ হৃৎখোলাঃ”, আপনি
হৃৎখোলা, ঐ পশুপেটা কথন' আপনায় সঙ্গে আঁটিতে পারবে না,
আমায় কাছে পঠি কথা, ঘোলাঘোলা পাবেন না, তা রাগই করুন, আর

কি বলে, তোমার গিয়ে, সোলাই করুন, 'বিশেষ ধর্মগিরি আপনার সহায়।

বক্তার। তিনি ত' এখন' এলেন না ?

ভূকসেন। এই যে, এই যে, স্বয়ং আসছেন, শরীরে আসছেন, দেখো একবার, দেখো একবার, অহা !

ধর্মগিরির প্রবেশ।

বক্তার। আহুন, আহুন, গরীবের শ্রমের পবিত্র হ'লো। (অভিবাদন।)
ধর্মগিরি। (প্রত্যভিবাদনপূর্বক) সে কি! সে কি!! আপনি মহাত্ম্যব।

ভূকসেন। নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা একশো বার। (বক্তার প্রতি)
আর আপনার ভাব্যার দরকার নেই, ইনিই হ'লেন সব, মন ক'লে
ইনিই আপনার হাতে রাজ্য তুলে দিতে পারেন।

বক্তার। একবার বায়ান্নম শাহুকেও ত' আহ্বান ক'রেছিলেন ?

(ভূকসেন শিরঃকণ্ঠনপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।)

ধর্মগিরি। তখন বল্লাল জীবিত ছিলেন, তিনি একাই উদ্ভোগী হ'য়ে অগ্রসর হ'তেন, তাঁর অপেক্ষা ছিল না। শত্রুকে অবসর দেবার সুযোগ ছিল না। প্রতাপে, গৌরবে, বিক্রমে, বলে শাসন ক'লেন। লক্ষ্মণ সর্কলের মুখাপেক্ষী, দশে যদি এগোয় তবেই তিনি প্রস্তুত, তিনি শূন্তমাত্র, দশের পার্শ্বে থাকলে শত হ'তে পারেন, কিন্তু একক থাকলে, তাঁর কিছুই মূল্য নাই। আপনি সপ্তদশ অখারোহী সৈন্তসহ অখ-বিক্রেতা বা মুসলমানদূতরূপে নগরে প্রবেশ করুন, কেউ বাধা দেবে না, প্রবেশের অধিকার-স্বরূপ আমার অঙ্গুরী গ্রহণ করুন, এখন আমিই সেনানায়ক, সমস্তই আমার অধিকারে। দেখবেন, দুর্গে সৈন্ত পর্যন্ত নিজে বাবে, সজ্জিত থাকবে না, আপনি অবাধে কার্য শেষ ক'রবেন।

বক্তার। (অস্বস্তি লইয়া) আপনি যদি এতই কমতাপন্ন, নিজের নামে রাজা
চালালেই পাঠেন, আমার উপলক্ষ্য ক'রবারই বা কি প্রয়োজন ছিল ?
ধর্ম্মপিরি। সেনবংশ এখনও জীবিত, বর্তমান রাজা এখনও অনেকের
হৃদয় অধিকার করেন। বিশেষতঃ তিনি আমার প্রভু, আমি গতবুদ্ধে
বন্দী হ'য়েছিলাম, তিনি বহুতে আমার মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে
আবার প্রকৃত বিদ্রোহ করা আমার স্তায়তঃ অসম্ভব। আপনি
অবশ্যই, আমি করু দিতে প্রস্তুত, আপনি যেচ্ছার রাজা দিলে, কেউ
আমার বিপক্ষ হবে না।

বক্তার। এ আপনার মন্য মুক্তি নয়। আইন, আনন্দ উপভোগ করা
ব্যক্তি, নাচনা বোলাও।

(সকলের উপবেশন ও গোলাপশাখ পুষ্পসার পিচ্কারী প্রভৃতি
হস্তে ছুই জন সেনানায়কের প্রবেশ।)

ধর্ম্মপিরি। সে কি !

বক্তার। সৈন্তশিবিরে রমণীর কথা শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন ?
আমরা পরিশ্রম ও আনন্দ একত্র উপভোগ ক'তে জানি। বোঝার
চক্ষে, নারী লালসার নয়, ভোগের নয়, বিলাসভৃষ্টির নয়, উদ্বোধনের,
উৎসাহের, নবজীবনলাভের, নূতন উপায় মাত্র।

ভূঙ্গসেন। তা, তোমার গিরে, সময় সময় বটে। রমণী না মননী, আহা।

(সেনানায়কদের কর্তৃক গোলাপাদিধারা সকলের অভ্যর্থনা।)

দয়া দেখ, দয়া দেখ, দেখে এলাম ঠাই ঠাই, খিলিজীর কুলনা নাই,
আহা।

নর্তকীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

নর্তকীগণ।

গীত।

ভূমি হে পরাধীনদুঃখী, খিয় হ'তে প্রিয়জন।

তোমাতে সঁপেছি, জীবন, যৌবন, হৃদয়, পরাণ, মন ॥

জীবনপথে তুমি হে সারথী, নিরাশে সুখ-স্বপন,
সখা হে, বঁধু হে, মধু হে, বিধু হে, শুধু হে তুমি আপন ॥

তব চকল পায় অকলে,

বাধিরা রাখিব, চরণে লুটিব, পর ব'লে যদি যাও ভুলে,
এসহে, ব'স'হে, তোষ হে, মেশ'হে, পেতেছি হৃদি-আসন,
তুমি পূজা-দেবতা, হৃদয়ে রাজা, লহ এ প্রীতি-পূজন ॥

[নর্তকীগণের প্রস্থান ।

ধর্মগিরি । চলুন না, চলুন না, ওইখানেই সব বিষমভাবে ব'লুচি ।
(বক্তিরারের হস্ত ধরিয়া জইয়া গেল । বাইতে বাইতে বক্তিরার হাসিল ।)
ভূদসেন । তোমার গিরে, ব'লবার উপযুক্ত আদর্শাই বটে ।

(ভূদসেনের অঙ্গুগমন ।)

পঞ্চম দৃশ্য ।

নদীয়া ;—রাজকক ।

সময় :—প্রাঃ ।

[সহসা আকাশে সূর্য মলিন হইয়া গেল ।]

বলদেবের প্রবেশ ।

বলদেব । একি ! একি ! ! কি বেন একটা কাল রক্তের ছায়া, পূর্ববক্তের
সুন্দর প্রভাতকে স্ফাবিত ক'রে, সূর্য্য প্রকাশ নেই, আভা নেই,
দীপ্তি নেই । ঈশ্বর, ঈশ্বর, বাঙ্গালার কি ক'রে ? কি বিচারের
অন্ধকারের ঘনকক-ববনিকা বাঙ্গালার ভাগ্য-গগনে ফেলে দিলে ?

[প্রস্থান ।

এক হস্তে দীর্ঘ ছুরিকা লইয়া মহারাজ লক্ষ্মণের প্রবেশ ।
 লক্ষণ । আর কেন ? শেব, সব শেব, স্নেহে, নৌকা প্রস্তুত কর' ।
 পানীয়ে বিধ, শয্যায় গুলু ছুরিকা, দয়া, শঠের খলতা ; মমতা হিংসা ;
 আত্ম-বিসর্জন, হত্যা ; বাজালায় স্নন্দর দিন, বাজালায় স্নন্দর দিন !

মহারাজ লক্ষ্মণের প্রস্থানোচ্চোগ ও গাল্গবের প্রবেশ ।
 গালব । রাজা, রাজা, সাবধান হ'ন, সঠেন্ত্রে বক্তিরার আসচে ।
 লক্ষণ । এসেচে, এসেচে, শয্যায় ছুরিকা দেখুক, প্রজার হৃদয়ে চমৎকার
 রাজভক্তি দেখুক ! পদ্মা কর্ণনাশা হ, সব ভাসিয়ে দে, বজ্রালকীর্ষি
 কল্লোলিনীর গভীর জলরাশিতে নিমগ্ন হ'ক ।

বলদেবের পুনঃপ্রবেশ ।

বলদেব । 'রাজা, রাজা, বক্তিরার নগর-প্রবেশ ক'রেছে, অশ্ব-ধূলিতে গগন
 অন্ধকারময় !

লক্ষণ । স্নন্দর, আরো স্নন্দর !

স্নেহের প্রবেশ ।

স্নেহ । এসো রাজা । (অস্তিত্বান পূর্কক রাজার হস্তধারণ ।)

লক্ষণ । চলো, চলো, বন্ধুরক্তে, প্রজারক্তে, নদীয়া রঞ্জিত ক'রবো না,
 যেখানে নিজের পারে তর দিয়ে নিজে দীড়াতে পারবো, সেইখানে
 চলো । চলো, যে অংশে শত বক্তিরারের অধিকার নেই, মন্ত্য আছে,
 একতা আছে, বিশ্বাস আছে, ধর্ম আছে, জয় আছে, সেই সোণার,
 সোণার-গাঁয়ে চলো । স্নেহে সম্মুখে বেগবতী গঙ্গা ছিল, আজ হ'তে
 লক্ষ্য হ'লো, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়, সরল, আবেগময়, স্নন্দর,
 ভালবাসাপূর্ণ ।

[স্নেহের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান ও বলদেবের অহুগমন ।

নেপথ্যে চীৎকার । আল্লা জা মু হো ।

স্বর্ণসূর্য্য-অঙ্কিত বলালপতাকা লইয়া জনৈক সৈন্ত ও অর্ধচন্দ্র-
 চিহ্নিত পতাকাধারী অমুচরবেষ্টিত ব্যক্তির
 খিলিজীর সৈন্তগণ, জোহান ও নিয়ামৎ
 সহ প্রবেশ ।

জোহান । বানারে খুদা মহম্মদ ব্যক্তির খিলিজী সুলতান্ ।

অমুচর । (অগি উদ্ভুক্ত করিয়া) শুকুর হায়, শুকুর হায়, শুকুর হায় ।

সেলাম করিতে করিতে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্ম্মগিরি । আপনার বিজয়ে দেশ গৌরব অমুভব ক'ছে, ধনাগার,
 অস্ত্রাগার ও হুর্গসমূহের কুক্ষিকা গ্রহণ করুন ।

[প্রস্থানোচ্চোগ ।

ব্যক্তির । নিয়ামৎ, গ্রহণ কর এবং উপযুক্ত কার্য্য দেখাও ।

সৈন্তগণ । আল্লা ম্মা হো—

[কুক্ষিকা গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্তগণসহ নিয়ামতের প্রস্থান ।

ব্যক্তির । প্রয়োজন হয় রক্তে গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রাণিত কর', গৃহচূড়ে পতাকা
 তোন', সমস্ত গোড় অ্যুতার পরিচয় আমুক্ ।

(বহু সৈন্তের গৃহ অতিক্রমপূর্ব্বক বহুদিক দিয়া
 প্রবেশ ও প্রস্থান ।)

ধর্ম্মগিরি । এ কি ! এ কি ! ! এত' সৈন্ত প্রবেশ ক'ছে, এত সপ্তদশ নর ?
 এরা বোধ হয় সপ্তদশের অমুবর্ত্তী ? এ কি ! এ কি ! এ যে শিপীলিকা-
 শ্রেণী !

ব্যক্তির । যুদ্ধ দেখে চিন্তিত হ'বেন না ।

ধর্ম্মগিরি । ঈদরীহ সৈন্তরা অত্যাচার করেনি, তাদের হত্যা ক'ছেন কেন ?

ব্যক্তির । রক্ত দেখে বোধ হয় ভীত হ'ছেন, আপনি বহুভাবে আছেন,
 আপনার আশঙ্কা নেই ।

নেপথ্যে। আলা লা লা হো।

কতিপয় সৈন্যসহ নিয়ামতের প্রবেশ।

নিয়ামক। পুরী শত্রুহীন।

বক্তার। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইছি।

ধর্ম্মগিরি। জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, আপনার অভিপ্রেত কার্য্য হ'য়েচে, এই-
বার আমার প্রতিকৃত পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন।

বক্তার। করা নিশ্চয় কর্তব্য, তা আপনি কিরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা করেন ?

ধর্ম্মগিরি। একপভাবে ব'লুচেন কেন ? আপনি বোধ হয় রহস্ত ক'চ্ছেন ?
যে সর্ভে আমি আপনাকে সাহায্য ক'রেছিলাম, মাত্র তাই চাই,
রাজ্যেশ্বরের পদ দিতে ত' আপনি অঙ্গীকার ক'রেছেন ?

বক্তার। একপ উচ্চ-পুরস্কার, আপনার ছরাশা মাত্র !

ধর্ম্মগিরি। সে কি ! কিরূপ আদেশ ক'চ্ছেন, স্বার্থ ব্যতীত একপ রাজ-
দ্রোহ আমি কেন ক'রবো ?

বক্তার। সে আপনার ইচ্ছা, আপনি কি নিজেকে রাজ্যেশ্বরের উপযুক্ত
মনে করেন ?

ধর্ম্মগিরি। নিশ্চয়, আশা করি, আপনিও তাই ভাববেন।

বক্তার। না কখন' নয়।

ধর্ম্মগিরি। এই কি আপনার বোগ্যা কথা-?

বক্তার। আমার বোগ্যা-বোগ্যা বিচারের অধিকার তোমার নেই।
তোমার ভায় হীনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যুগ্মজনক। বিশ্বাস-হত্যা !
বহি ঘোর পানী কেউ থাকে, সে ভুই ; তোর ভায় হীনের পুরস্কার
এই, এই পদাঘাত, এ তোরই উপযুক্ত।

(পদাঘাতপূর্বক সৈন্যগণের প্রতি)

এসো বহুপণ ! প্রহর হও, ভায় অধিকার স্থাপন করিগে এসো ।

[সমলে বক্তব্যের প্রস্থান ।

ধর্মগিরি । এতদূর, এতদূর ! কি ক'লেম, কি হ'ল ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

(নদীয়া ;—রাজপথ ।)

শূদ্রাঙ্গীর প্রবেশ ।

শূদ্রাঙ্গী ।

(গীত)

গগনে যগন হও তারা হার,

যুছে যাও রবি চন্দ্রমা ।

যুচে গেছে, যুথ শান্তি আদি,

বজের চিরসুখমা ॥

আর কেন মিছে যুথের আশ,

আঁধার হইল বজাকাল,

অতলে ফুটিল মহিমা গরিমা,

শত্রুকীর্তি, সাক্ষমা ॥

[গীতান্তে শূদ্রাঙ্গীর প্রস্থান ।

ধর্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্মগিরি । কি ক'লেচি, চিরজীবনটা কি ক'লেম, জীবনটা কি যুথায়
যাবার জন্তে হ'য়েচে, না, না, কিন্তু আমার ঠিক হ'য়েচে, আমার শান্তি
ঠিক হ'য়েচে । এসো, নিশায় সমস্ত অন্ধকার আমার আবরিত করো,
আমি হেয়, স্থণা, পরাহত, তাড়িত-কুকুর । আমি নীচ, আমি প্রভা-

রিত, আমি, আমি, উঃ, ব'লতে পাচ্ছি নি, আমি কি, আমি কত হেয়,
কত দুশা !

[ধর্মসিয়ার প্রস্থান ।

বাত্তকরাদি সহ উল্লাসপূর্বক ভৃঙ্গসেনের

মিশ্র বেশ পরিয়া প্রবেশ ।

ভৃঙ্গ । অর, অর, তোমার সিরে, মুসলমানের অর, ঢোল বাজাও, ঢোল
বাজাও, এমন প্রবলপ্রতাপাধিত রাজা, তোমার গিরে, কখন' হয় নি,
উঃ, কি যুদ্ধটাই ক'লে ! রাজা ধরহরিকম্প, বীরব শুনে, রাজা কেঁপে
সারা, ভাত খেতে বসেছিল, ভরেই অজ্ঞান ; একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে
খালার উপর প'ড়'লো, শেষে এঁটো-হাতে, রাণী কাছা ধ'রে টানে,
তবে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে খিড়কীর দোর দিয়ে পালাতে পার। এই
সতের জন লোকের একবার ধমকটা দেখ, তুঙ্গশূর, কেটে জোড়া দেয়,
একবার বিক্রমটা বোঝ, কি রাজা পেয়েচো দেখ । বক্তিরার, ত'
ভক্তিরার, একেবারে প্রবলপ্রতাপাধিত, দাপটে দাঁড়ায় কে ? একে-
বারে কেটে জোড়া দেন, আছা—বীর বলি ত' বক্তিরার, আর লোক
বলি ত' বক্তিরার, আমার কাছে পষ্ট কথা মশাই, হ্যা ।

[ঘোষণা করিয়া বাত্তকর সহ ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান ।

সাধ্যানন্দের প্রবেশ ।

সাধ্যানন্দ । হিন্দু ! তোমরা ধর্মের সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে, পর-
কালের ব্যাপার নিয়েই কিণ্ড হবে, ইহকালের দিকে একবারও ফিরে
তাকাবে না । জ্ঞান-চক্ষু নিম্নের জাতিকে একবার দেখো, তোমা-
দের জাতীর-নিষ্কার বায়ু শুদ্ধ হয়, কেউ প্রতিকার করে না । হার
রাজা, এ কথাও শুনে হ'লো ! সত্যিই এক রকমে দিন যায় না ।

[সাধ্যানন্দের প্রস্থান ।

শূদ্রাণীর প্রবেশ ।

শূদ্রাণী ।

(স্বিত)

(ওরে) সবদিন হ'তোনা এক সমান ।

একদিন রাজা, হরিচন্দ্রকে ঘরমে,

সম্পত্তি মেরু সমান ।

একদিন দাস স্তম্ভচকে ঘরমে, অধর হরত মশান ॥

একদিন রাম সহিত জানকী, বিচরত পুষ্প-বিমান,

একদিন যোজন করত, ফিরত হয়, মহা-বিপিন উদ্যোতন ॥

একদিন যুধিষ্ঠির বৈঠে সিংহাসন, অশ্রুচর শ্রীভগবান্ ।

একদিন ক্রপদ-সুতা কামরো বংশ চীর ছঃশাসন টান ॥

জয়দেবের প্রবেশ ।

জয়দেব । মা, মা, এ হৃদ্দিনে পথে বেরিয়েচিস্, কে তুই ?

শূদ্রাণী । বাবা, বাবা, আমি পাণিষ্ঠা ।

জয়দেব । না মা, তোর কণ্ঠে শ্রামের বাশরী বন্ধার ক'লে, তুই ভক্ত
বড় ভক্ত, যদি দেখা দিয়েচিস্, আমার কুটার পবিত্র ক'র'বি আর ।
আর সঙ্গে সঙ্গে কে পরিত্যক্তা আছিস্, কে সমাজবর্জিতা হতভাগিনী
আছিস্, বিকৃতমুখে দীক্ষিত হ'বি আর । মহারাজ লক্ষণ কল্পতরু, তোরা
শিক্ষা নিবি আর, তোরা দীক্ষিত হ'বি আর ।

[জয়দেব ও শূদ্রাণীর প্রস্থান ।

রক্তাক্ত-কলেবরে অর্ধক্ষিপ্ত ধর্ম্মগিরির পুনঃপ্রবেশ ।

ধর্ম্মগিরি । ঊঃ, উঃ, মস্ত বড় ইট, আবার গৃহস্থ-গৃহে যাবো, আবার
খান ইট ছুঁড়বে, আশ্রয় দেবেনা, রক্ত ঝুঁজিরে প'ড়বে, ঠিক, ঠিক,
এই আমার উপযুক্ত হ'য়েচে, বায়ে দ্বারে ভিক্ষা ক'র'বো, ঘুণা ক'র'বে,

আশ্রয় দেবে না, দেব-মন্দির হ'তে ত্রিশূল উঠবে, উপযুক্ত, এই
আমার উপযুক্ত, আমার জায় পাণীর সত্যই এই উপযুক্ত।

[ধর্মগিরির প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

(সোণার গাঁ;—রাজবাটা ।)

[প্রসন্নমুখে সুবেণ, গালব, বলদেব, ধ্রুবসেন, সামন্তবর, ও

রাজপুরুষত্রয়বেষ্টিত মহারাজ লক্ষ্মণ ।]

লক্ষ্মণ । আমার প্রিয় সোণার গাঁ, আমার পূর্বপুরুষের চির-পরিচিত প্রিয়
আশ্রয়স্থল, আমার তোমার শক্তিময় অঙ্গে আশ্রয় পেইচি, আমার
জাতীয় একতা দেখিচি, আমার সমস্ত দুঃখ, সুখের জন্ত হ'য়েচে, আজ
আমি আপনার চিন্তেম, জাতীয় তালবাসা দেখলেম, আর আমার
কোন আক্ষেপ নেই।

সামন্তবর । দেশপূজ্য উদার অধীশ্বর, আপনার আক্ষেপ নেই, কিন্তু
আমাদের আছে, কি রকম সোণার-গাঁ ধ'রে রেখেচে, প্রকাশ ক'তে
পায়ে না। নদীয়ার শত্রু-অনুগত ব্যক্তিমায়ে, আপনার কলঙ্ক ঘোষণা
ক'চ্ছে; আপনার আগমনের বর্ধার্ব ইতিহাস লিখতে দিন। জগৎ
জাহ্নক, বঙ্গেশ্বর অধিকশত্রুবেষ্টিত হয়েছিলেন, অন্ন কতিপয় মিত্রকে
রক্ষা করবার জন্ত, নদীয়া ত্যাগ করেচেন, বঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি।

লক্ষ্মণ । যদি জান্‌বার উপযুক্ত হয়, জগৎ আগনি জান্‌বে, বিবেচকমায়েই
সহজে অনুমান ক'তে পার্‌বেন; যদি সেন-রাজ দুর্বল হতেন, তীক্ষ্ণতার
যদি নদীয়া পরিত্যাগ ক'তেন, বক্তিরায়, ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম ক'রে,
বিক্রমপুর-আক্রমণে আসতো; বিক্রমপুরভীত সুগলমানরাজ, এখন
বেশ বুঝচেন, পৃথিবীর সকলস্থানেই ধর্মগিরি থাকে না।

সামন্তবর। রাজা, রাজা, তবু ইতিহাস লিখতে দিন।

লক্ষণ। বাঘের আদর্শ চরিত্র নেই, স্বরণ করবার মতন তেমন কিছু নেই, তারা ইতিহাস লিখুক। বড়বত্তাকারীর কুচক্রীর কলঙ্ক-কালিনা তারা প্রকাশ করুক, পানী শিকারের ইতিহাস লিখুক ; ভেকধ্বনির ইতিহাস লিখে জাতীয়মহিমা প্রকাশ করুক। যে দেশের কবি ভগবান বাসিকী, যে দেশের কবি ভগবান ব্যাস, সে দেশে ইতিহাস লেখার প্রয়োজন করে না। যে জাতিকে অতিথিসেবা জানাতে দশীচি আছে, প্রতিজ্ঞা-পালন শিক্ষা দিতে ভীষ আছে, আত্মচেষ্টার উন্নতি দেখাতে একলব্য আছে, সে দেশের নূতন ইতিহাস কেন? যে সোম্যার ভারতের শিক্ষাগুণে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী জন্মেছে, সে দেশের নূতন ইতিহাস দিও না। বাহুল্য, রাম লক্ষণ ভাই দেখুক, ঘরে ঘরে সেই আদর্শে শিক্ষিত হ'ক, গৃহবিবাদ ভুলুক, জাতীয়পরিমার প্রত্যেক বঙ্গসন্তান, নিজেকে গৌরবান্বিত ভাবুক।

নেপথ্যে ধর্মগিরি। বাধা দিও না, বাধা দিও না, পাগল নই, পাগল নই,

আমার রাজা, একবার আমার দেখতে দাও।

লক্ষণ। দর্শনপ্রার্থীকে প্রবেশ ক'ত্তে দাও।

রক্তাক্ত-কলেবরে ক্ষিপ্তপ্রায় ধর্মগিরির
বেগে প্রবেশ।

ধর্মগিরি। রাজা, রাজা, আমি! আমি!!

স্বপ্নে ও বলদেব ইত্যাদি। একি! একি!! এ যে ধর্মগিরি!!!

ধর্মগিরি। আমি শত্রু হ'লেও শরণাগত, বঙ্গের কুজাপি আশ্রয় পাই নি।

তাক্তিককুরকে কেউ আশ্রয় দিলে না। আমি বিগ্ন, শরণাগত, প্রজা; রাজা, আমার আশ্রয় দিন।

লক্ষণ। ধর্ম্মাধিকার, আপনি একাধিকবার বিশ্বাসঘাতকতার আমার বিপর
ক'রেছেন, তথাপি আমার নিকট আশ্রয় চান কেন ?

ধর্ম্মগিরি। বাঙ্গলার আর বে কেউ দাতা নেই রাজা ! পৃথিবীতে কোটী
মহাপুরুষ জন্মাবে, কিন্তু শতকে এত' কমা ক'তে কেউ শিখবে না !

সামন্তবর। এ নীচ, শঠ, কুর ; একে বধেই আদেশ দিন ।

লক্ষণ। অপরে এ আদেশ দিতে পারে, সেনবংশ, কখন তা পারবে না ।

প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, রাজগৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা ক'চ্ছে, আমি শত বজ্র
মস্তকে নোব, তবু সাহায্য ক'রবো, হিন্দু-গৌরব শিবি, পক্ষীর জন্ত
দেহ দিচ্ছেলেন, আর, সেই হিন্দুর রাজা আমি, প্রজাকে আশ্রয়
দেব না ? হিন্দুরাজা প্রাণ দিতে পারে, আশ্রিতকে কখন' পরিত্যাগ
করে না ।

সামন্তবর। উদার অধীশ্বরের চিত্ত স্থির নেই, বিদ্রোহীকে হত্যা করুন ।

(সামন্তবর ও অধীনস্থ রাজপুরুষগণ অসি উত্তোলন করিল ।)

লক্ষণ। সাবধান, রাজভক্ত প্রজা, এখনো সাবধান । সেনরাজ বৃদ্ধ, হৃবির,
তবু কল্পিতহস্তে অসি ধারণ করে না । আমি বিদ্রোহীর বিনিময়ে,
শত বিপদ নতশিরে নিতে প্রস্তুত ; আমার হত্যা করবার পূর্বে, কার
সাধ্য ধর্ম্মগিরিকে স্পর্শ করে ।

(রাজা অসি উন্মুক্ত করিয়া সামন্ত-অমুচরগণের সম্মুখীন হইলেন ।)

সামন্তবর। রাজা, রাজা, বুঝতে পারিনি, চিনেও চিন্তে পারিনি, মাপ
করুন, সকলকে মাপ করুন । (সামন্তবরের রাজ-পদতলে পতন ।)

ধর্ম্মগিরি। ধর্ম্মগিরি, তাকিরে দেখো, বাঙ্গলা তাকিরে দেখো, রাজা,
রাজা, আপনি কত উদার, কত মহৎ !

(সামন্তবর রাজার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ।)

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান ;—সোণার গাঁ । রাজ-উদ্ভাটনর একাংশ, তুলসীবন ।

সময় ;—প্রাহ্ন ।

(একদিকে বৈষ্ণবীবেশে শূদ্রাণী ও হোরা এবং

অন্যদিকে ভক্তবৃন্দসহ জয়দেব উপবিষ্ট ।)

জয়দেব । বৃন্দাবনে বহু সাধনার, যে নীলকান্ত মণিকে তক্তে ধ'ন্তে
পারেনি, আজ প্রভাসে শ্রীমতীর নরনজলে সে গ'লে গেছে, তাই
প্রভাসে, বেচে প্রেম দোব ব'লে, তোদের সে, দাসখণ্ড দিয়ে গিছলো !
তোদের সে, 'আমার নাণ্ড', 'নামে প্রেম', শুধু 'নামে প্রেম' ব'লে
কৈঁদেছিল । সেই নন্দহালকে তোর, যে ভাবে ডেকে তৃপ্তি, সেই
ভাবেই ডাক । যে বাস্প, সেই বারি, সেই বরফ, ভাবের ঠাকুরের
ভাব নিত্রে রূপ ।

শূদ্রাণী । বাবা, বাবা, আশীর্বাদ করো, যেন ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি
হৃদয়ে বসতি করে ।

জয়দেব । দিন ব'হে ঝট্লে, সেরানা মেয়ে, সেরানার মত পরকালের
পাথের সংগ্ৰহ ক'রে নে । জানিস্ ত মা,—

৩৬
রা বাকা শশীশোভনা পতঙ্গনা সা বামিনী বামিনী
বা সৌন্দর্যগুণাধিতা পতিভক্তা সা কামিনী কামিনী ।

যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরী মাধুরী
যা লোকহরসাধনী তনুভূতাং সা চাকুরী চাকুরী ॥

গা মা, আমার হুলাল, তোমার হুলাল, সকলের হুলাল, সেই নন্দ-
হুলালকে ডাক ।

শূদ্রাণি ।

স্বিত ।

সেবক প্রতি করুণা অতি, ভক্ত প্রীতিকারী ।

সারথী, প্রতিহারী, বারী, গোবর্দ্ধনধারী ॥

হুয় অহুয় নরে কঠোর বাধেন বিনি করম ভোর,
ক্রন্দন বশেষতী মাতার বন্ধন ভরে তাঁরি ।

বিধি শব্দর ধার মারার, নারদ, বাণী, নাচে গার,
গোপী তাঁরে নাচ নাচার, বাজারে করতারি ॥

ধীর অন্তর চরণ নীর, নিরত বাচে ভক্তত ধীর,
শিরে ধরি পদ নারীর তিনি কৃপাভিধারী ॥

ধর্ম্মগিরি, প্রবসেন ও কেশব সহ মাল্যহস্তে

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । কবি আপনিই বথার্থ ভাগ্যবান, আপনিই দেশে শ্রেষ্ঠ কার্য
ক'রেছেন ! ত্যাপ করা অতি সহজ, পতিতা ও সমাজবর্জিতাদের
আশ্রয় দিবে, তাদের অন্ত বৈকল্যধর্ম্ম প্রচার ক'রে, দেশের চির-অভাব
আপনিই পূর্ণ ক'রেন, অন্নমালা ধারণ করুন ! (অন্নদেবের কণ্ঠে
মালা দান) গোবরাহী-সম্প্রদায় দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে সমাজভাতা
হতভাগিনী পতিতাদের স্বাভাবিকী অনিষ্টকারিণী বৃত্তি, স্বীকাপ্রভাবে
ও ধর্ম্মশিক্ষাদানে জ্বলন্ত করুন, ধর্ম্মে সকলেরই প্রবৃত্তি হ'ক ।

অরদেব। রাজা, রাজা এ আপনারই চেষ্টার ফল। ঈশ্বর আপনাকে
বশ্যই করুন।

সুবেণের প্রবেশ।

সুবেণ। বন্দেবর! লক্ষ্মণবিভী ও কামরূপ এই দু'য়ের মধ্যে প্রবেশ
ধিলজী-অত্যাচারে পীড়িত, মেহসর্দার লুকা, আপনার অতুঃপ্রহ তিনকা
ক'তে এসেছে।

পাত্রে উপঢৌকন লইয়া লুকার প্রবেশ ও

নতজানু হইয়া রাজসম্মুখে স্থাপন।

লুকা। দোসরা সরদার কেনো, তুই থাকতে, মোর বুলুক কাড়িয়ে
লেবে রাজা ?

লক্ষ্মণ। কেন নেবে ? কেন নেবে ? ধর্ম নিতে পারে না, কিন্তু নিচ্ছে,
সকলেরই নিচ্ছে, একটা একটা ক'রে ত' সব দেশই গেল, ব্রংপুর গেল,
দিনাজপুর গেল, বর্ধমানকোটা গেল, দেওগড় গেল, কারাবাড়ি গেল,
সবই ত যাচ্ছে, আমি কি ক'রবো সর্দার ? আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, বেন
আর পাচ্চিনি, রাজ্য আছে, প্রজা আছে, সেই তোমরা আহ, জাতির
সেই ভালবাসা আছে, শক্তি নেই, সব উপায় ফুরিয়ে যাচ্ছে। দেব',
তুমি ফিরে যাও। সর্দার, আমি পান্নম না, তুমি কিছু মনে ক'রো না,
তুমি কিছু মনে ক'রো না, কি ক'রবো, উপায় নেই, আমি পান্নম না।

লুকা। সুই ত' কিছুনা সরদার ! তোরা ঘরত্ আসি, কে জ্বা হাখে
কিরি উঠছে, রাজা ?

লক্ষ্মণ। কেহেনি, কেউ কেহেনি ? হবে, হবে ! সুবেণ, আজ যদি এক-
বার যৌকন কিংবদন্তি শোনে।

লক্ষ্মণ। কি ক'তেন রাজা ?

লক্ষ্মণ। আজ বোধ হয় তা বুলতেও পারবো না, বলবার সে শক্তিও নেই। কেশব, কেশব, তোমার গৃহে সাহায্য চাচ্ছে, লুকা কি অমনি কিরে বাবে ?

কেশব। ও কেরাই ভাল, বিশদ ত' আর আশ্বাসের নয়, পরের ভদ্র কে সেই ছদ্ম দেশে যায়, আর আমাদের দরকারই বা কি ?

লক্ষ্মণ। শোন' লুকা, ভাল 'ক'রে শোন', এও সেই পুরাণো পৃথিবী, সেই বাঙ্গলা, সেই মানুষ ! বাঙ্গলা আছে, আজ সে বাঙ্গালী নেই !

লুকা। রাজা, গড় লে, মুই মদদ্ ঘোবে না।

(পুনঃ প্রণত হইয়া উঠিল।)

লক্ষ্মণ। না সর্দার, যেও না, দাঁড়াও, এখন' দাঁড়াও, এখন' মানুষ আছে, জিজ্ঞাসা করবার এখন' লোক আছে। (ঋষসেনের প্রতি) তাই, তাই, লুকা কি অমনি কিরে বাবে ?

ঋষসেন। কেন ফিরবে রাজা, এ গৃহে শরণাগত ত' কখন' করেনি। মহারাজ লক্ষ্মণের আশীর্বাদ এখন' বাঙ্গালার আছে, বাঙ্গালী এখন' মরেনি।

লক্ষ্মণ। যদি বুকে থাক, তাই, ভারের মর্যাদা রাখ', আমার নয়নে জল আছে, হৃদয়ে প্রার্থনা, শুধু প্রার্থনা।

ঋষসেন। (লুকার হস্ত ধরিয়।) এসো সর্দার। (লক্ষ্মণ প্রতি) রাজা আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। তবে বুদ্ধ, আবার বুদ্ধ, বিগ্রহ, সংবর্ষণ, প্রতিশোধ, ফুলি নিয়ে আবার খেলা, জাতীয়-অত্যাচারের আবার প্রতীকার !

[লুকার হস্ত ধরিয়। ঋষসেনের আহ্বান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

পার্সীত্যাগ্রদেশ ; বাঘামতী নদীতীর ।

[বহু খিলানবিশিষ্ট সেতু]

(উদ্ভুক্ত অসিহস্তে পতাকা লইয়া গর্জন্তরে রক্তিরার খিলজী ও তৎসহ
নিরামৎ, হারদর, জেহাত, জোহান মিক্রা, মুসলমানীবেশে পদ্মাকী
ও মুসলমান সৈন্তগণের প্রবেশ । বাহকগণ সেতুর
উপর দিয়া নালীকাজ, শতরী ও অপরাপর
বহুদ্রব্য পরপারে লইয়া গেল ।)

বক্তিরার । বহুগণ, সৈন্তগণ ! আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হ'তে
আর অগ্রমাত্র বিলম্ব । তোমরাই আমার অরশীল সেনা, আমার
দক্ষিণ-হস্ত, হৃদয়ের বল ; ক্লেশ সহ ক'ন্তে ভীত হ'য়ে না ; অর্দ্ধ-
চক্রাকৃতি পতাকা ভারতের পশ্চিম সীমান্ত হ'তে, পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত
অপ্রতিহতভাবে উড্ডীন হ'ক । পার্সীত্যাগ্রাতি আহুক, অসত্য বর্ষর
তোমাদের শক্তি বুকুক, পবিত্র ইসলাম-বর্ণ গ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক
করুক । এসো, উৎসাহিত হও, সেতু অতিক্রম কর', তোমাদের
বিজয়-পতাকা, তোমাদের জাতীয়-গৌরব, তোমাদের আবাহন ক'ছে ;
এসো, অগ্রসর হও, স্মরণ করো, হিন্দুতে মরুদ, মদদে খোদা !

(পরস্পর-পৃষ্ঠে নিরামৎসহ উত্থান ও সকলের অনুসরণ ।)

নিরামৎ । সর্দার, সর্দার, সেতুর অবস্থা বড় শোচনীয়, শত্রুতে যদি ভয়
ক'রে দেয়, ফিরে আসবার উপায় থাক'বে না ।

বক্তিরার । হারদর, জেহাত, সৈন্তসহ সেতু রক্ষার উপস্থিত থাক' ।

হারদর ও জেহাত । কবুল কর্দ্দমান, কবুল কর্দ্দমান, কবুল কর্দ্দমান ।

বক্তিরার । অগ্রসর হও । সাবধান, অপরে যেন সেতু অতিক্রম ক'তে
না পারে । আল্লা হো আকবর !

(হারদর, জেহাত্ ও কতিপর সৈন্ত বাতীত সকলের সেতু অতিক্রমণ ।)
 জোহান । (পদ্মাকীর প্রতি) বামু, আমার হাত ধরুন, আপনার কষ্ট হবে ।
 পদ্মাকী । (স্বগতঃ) ঈশ্বর ! (প্রকাশ্যে) না, না, থাক্, থাক্, আমি
 নিজেই উঠছি ।

বক্তিস্বার । অগ্রসর হও ।

পদ্মাকী । (স্বগতঃ) আমার চিন্তে পাল্লো কি নেয় ? (নিঃশ্বাস কেলিল)

(বক্তিস্বার অসি হেলাইয়া রাখিল ও বৈজ্ঞান্য, নর্তুকীগণ
 প্রভৃতি সেতু অতিক্রম করিতে লাগিল ।)

হারদর ও জেহাত্ । (সেলাম পূর্বক) খোদা আবাদ রকে ।

বক্তিস্বার । (আশীর্বাদের হস্ত তুলিয়া) খোদা এনায়েৎ করে ।

হারদর ও জেহাত্ । (পূর্ববৎ) খোদা আবাদ রকে ।

বক্তিস্বার । (পূর্ববৎ) খোদা এনায়েৎ করে ।

হারদর ও জেহাত্ । (পূর্ববৎ) খোদা আবাদ রকে ।

বক্তিস্বার । (পূর্ববৎ) খোদা এনায়েৎ করে ।

[সেতু পার হইয়া সকলের প্রস্থান ।

মুসলমান সৈন্তবেশী লুকাসহ তুর্কীবেশী ফ্রবসেনের প্রবেশ ।

ফ্রবসেন । সর্দার, সর্দার, আমি পেছিয়ে গড়িচি, পার ক'রে দিন, একবার
 পার ক'রে দিন ।

হারদর । ভয় কি ভাই, আমাদের সঙ্গে থাক, আমি দোস্তের ভায়
 তোমার সম্মানে রাখবো ।

ফ্রবসেন । আমার একছেলে এপারে, একছেলে ওপারে, জান্ ঠিক
 থাক্বে না, আমার জান্ ঠিক থাক্বে না । দয়া করুন, একবার
 আমার দয়া করুন ।

জেহাত্ । আরে যেতেই দাও না ; যাও হে, তোমার ছেলে নিয়ে যাও ।

ঋষসেন । বাপজান, এসো, এসো, শীগগির এসো ।

(লোককে লইয়া ঋষসেনের সেতু অতিক্রমণ ।)

মোল্লাবেশী ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্ম্মগিরি । বিস্মিলা, কুলহাওরালা, হুস্ সমদ্ লমিলীদ, বল্ ময়ে উদ্দ, বল্ ময়ে কুল হ ।

হারদর । কে আপনি ?

ধর্ম্মগিরি । মুই মোল্লা, পিছাইয়া পড়্চি, আর বাইবার পারবো না ।

হারদর । দরকার কি ? বেশ ত' এক সঙ্গেই থাকি যাবে ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

বিজনীর উত্তরপ্রান্ত ;—পার্ক্যতাগ্রদেশ ।

মুসলমান-শিবিরের একাংশ ।

হাস্তমুখে মুসলমানীবেশধারিণী পদ্মাক্ষীর ও তৎপশ্চাতে
অশুগতভাবে জোহানের প্রবেশ ।

(পদ্মাক্ষী অল্পমনস্কভাবে এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিল ।)

জোহান । আপনি দিবি লোক ! (অধর দংশন করিয়া পদ্মাক্ষী স্মিতমুখী হইল ।) খিলজীসাহেব পর্য্যন্ত আপনার অখ্যাতি করেন ।

পদ্মাক্ষী । শুনে খুসী হওয়া গেল ।

জোহান । আপনার লাভণ্য যেন দিন দিন আরও ফুটে উঠছে ।

পদ্মাক্ষী । (ঐদান্তের সহিত) অন্যর চেহারা ওরকম হ'য়েই থাকে ।

('পাদচারণ ।)

জোহান । আমি না হয় প্রতিহিংসা নিতে হিঁচুদের ছেড়ে, মুসলমান হ'লুম, আপনি হ'লেন কেন ?

পদ্মাক্ষী। সখে!

জোহান। বাস্তবিক আপনি যেন একটা অদ্ভুত, আপনার কথাও এমনি মিষ্টি, বোধ হয় সঙ্গীতও তেমন নয়।

পদ্মাক্ষী। সত্যি নাকি? আমি আইবুড়ো থাকলে বোধ হয় বিয়ে ক'রে কেলতে? উহু, বোধ হয় পাতে না, বড় বার'মুখো হ'য়ে প'ড়তুম, কি বল' ? ভয় হ'তো? নয়!

জোহান। না, না।

পদ্মাক্ষী। দেখুচো 'কি? আরে ষাঃ, তুমি ত' বেশ! আচ্ছা ধরো, টপ্ ক'রে যদিই আমি ব'লে ফেলি, আমি তোমার অন্ত্রে পাগল, তুমি কি করো?

জোহান। (নতআঁচু হইয়া) বলুন, আবার বলুন।

(পদ্মাক্ষী সরিয়া গেল।)

পদ্মাক্ষী। হায়রে, হিঁহর ঘরে যদি একটু বাহার দিতে জানতো, আর মন বুঝে, কথা ব'লতো, কিম্বা নিজের একটু দর বাড়িয়ে নিতো!

জোহান। আপনার মুখের একটা কথা।

পদ্মাক্ষী। দূর মিসেস! (পদ্মাক্ষী হাসিয়া প্রশ্ন করিতে করিতে স্বগত) ঈশ্বর, আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'য়েচে, এইবার আরো বুঝে নোব তুমি, কত নিষ্ঠাবান, নিজের জীব হাত ধ'রেছিল' তাই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলে, আজ আমার পরত্নী জেনেও নষ্ট ক'তে দিখা ক'চ্চোন।

[প্রস্থান।

জোহান। এ বাস্তব সাহেবা কে? হা ঈশ্বর! ছেলেবেলার সেই স্বপ্ন মনে পড়ে, সেই যত্ন, সেই ভালবাসা, সেই কুঁড়েঘর, প্রথম ঘোবনে, সেও এমনি সরল, এমনি সুন্দর, এমনি প্রকৃত ছিল!

[জোহানের প্রস্থান।

হেয়াদ্ সহ বক্তির্যার খিলিজীর প্রবেশ ।

হেয়াদ্ । হজুরালি, এই লোকে রটিয়েচে । আমি পথ দেখাবার লোক,
পথ দেখিয়ে যাবো, ওই কামরুপে গেলে ভেড়া হয়, গিঁড়ের বস্লে
উঠতে পারে না, মাছ ব'লে বাঁশপাতা খাইয়ে বাহু করে, এ সব রহলে
কে ? দিনে ডাকাতি !

বক্তির্যার । গুপ্তচর, শত্রুর ছলনা, কে অবিশ্বাসী আছে খোজ নাও ।

হেয়াদ্ । নিয়ামৎ সাহেবের কিন্তু ভারি ইচ্ছে, সে কামরুপ যার ।

বক্তির্যার । সে বিশ্বাসী ; আমার ভাবিয়ে তুললে ।

[চিন্তিতভাবে বক্তির্যারের প্রস্থান ।

তৎসম্মুখ দিয়া নিয়ামতের প্রবেশ ।

হেয়াদ্ । (বহু সেলাম পূর্বক) সাহেব বে, সাহেব বে, সর্দার ত' পাশ
কাটিয়ে গেলেন, কৈ আপনাকে ত' কিছু ব'লেন না ?

নিয়ামৎ । তুমি ছ'দিন এসেচো, প্রিয়পাত্র হ'য়েচো, তোমাকে ব'লিই হ'ল ।

হেয়াদ্ । সে কি হজরৎ ! আমি গোলামের গোলাম, আমার কহুর
দিচ্ছেন কেন ? কি জানেন সাহেব ! ব'লতেই ভয় হয়, বুঝিই ত'
পাচ্ছেন, সর্দার আপনাকেই সম্বোধ করেন ।

নিয়ামৎ । আমি মুসলমান, বিশ্বাসঘাতক জানতেম না, খিলিজি সাহেবের
ব্যবহার, বোধ হয়, তাও শিখিয়ে দেবে ।

হেয়াদ্ । খোদার ইচ্ছে, খোদার ইচ্ছে, আপনিই বা কম কি, সব ফৌজই
ত' আপনার একতরে, ও যেমন-কার তেমন, আমি বলি আপনিও
রটিয়ে দিন, মহম্মদ বোরীর এমন ইচ্ছে নয়, যে ভেড়া হওয়ার দেশে,
বাঁশপাতা খেতে তুর্কী-সৈন্য যায় । শেছুনে লাগার ত' একটা সাজা
আছে, একি দিনে ডাকাতি ?

নিয়ামৎ । হেয়াদ্, আজ হ'তে তুমিই আমার বন্ধু ।

হেদাদ। . ধোদা আছেন, ধোদা আছেন, আমি গোলামের গোলাম,
হুকুমালি বা হুকুম ক'রবেন, বান্দা সর্বদাই ক'রবে।

নিরামণ। আমি বালকের ভায় তোমার অহুমোদন ক'রবো।

[নিরামণের প্রস্থান।

হেদাদ। মিত্র সাহেব, তোমার বুদ্ধিতে অহুমোদন ক'লে না, ওটা
ঈশ্বরের তুল্যদণ্ড, এ ছুনিয়ার বার ঠকার, তারাই ঠকে, চিরকাল
কেউ ঠকার না, চিরকাল কেউ ঠকে না।

[প্রস্থান।

জোহান ও পদ্মাক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

জোহান। আমি আত্মহত্যা ক'রবো, তুমি শেষ উত্তর দাও।

পদ্মাক্ষী। তুমি কি চাও?

জোহান। আমার জী হয়ে থাক', আমার বরবাসী করো, আমার চাকর
ক'রে রাখ'।

পদ্মাক্ষী। আমি ত' ব'লেছি, আমি বিবাহিতা।

জোহান। কে সে? সে ত' তোমার খোঁজ নেয় না?

পদ্মাক্ষী। (বিদ্রোহ) তা' কি আমার হাত।

জোহান। তবু তুমি তার কাছে বিশ্বাসী?

পদ্মাক্ষী। ' নারী একবার মন দিয়ে কেনে, আর কিরিয়ে নিতে পারে না।

ভালবাসা কি রাগ, যে কিরিয়ে নেওয়া যায়? বা ফেরান যায় তা
ভালবাসা নয়, নেশা!

জোহান। তবু সে তোমার চায় না?

পদ্মাক্ষী। তুমি যদি আমার স্বামী হ'তে কি ক'ন্তে?

জোহান। . বুকে রাখতুম, বুকে রাখতুম, চ'থের আড়াল হ'তে দিতুম না।

তাকে ত্যাগ কর', আমার নাও।

পদ্মাকী। জোহান! (স্বগতঃ) কি কচ্চি (নিজেকে সামলাইয়া) আমি ।

বিলিজীর ধর্মকন্ডা, তোমার প্রকাশ্তে বিবাহ ক'তে পারিনে, গোপনে
তোমার হ'তে পারি। তুমি সম্মত ?

জোহান। হ্যাঁ।

পদ্মাকী। রাজ্যে দেখা ক'রো।

জোহান। বল', আমার পায়ে রাখবে ?

(পদ্মাকীর হস্ত ধরিয়া চুসন করিতে গেল।)

পদ্মাকী। (বাধা দিয়া) কি ক'চো, কি ক'চো, কেঁউ দেখতে পাবে।

[হাত ছিনাইয়া প্রস্থান।]

জোহান। এ কুল যেন বৃকে রাখতে পারি, যদি বৃকের তাপে শুধিয়ে
যায়, প্রিয়! আমি চ'থের জলে সিক্ত ক'রবো।

[প্রস্থান।]

মন্ত-পেয়ালা হস্তে নর্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

সুধা, রূপেরি আশে, রূপ সুধাতে ভাসে,
মদিরা মোহিনী নারী নামে ছু'পাশে।
সুধা, যৌবন কুঞ্জে আগার পাখী,
নারী গোপনে, নয়নে, নেহারে আঁধি,
নেশার সোণালী উষা মেঘে নেমে যায়,
সাগর গরজি আনে, নারী সে হিয়ার,
তারারা তারারা টলে, তারো ধরা এরা বলে,
হেসে এসে নেশা বসে মরম পাশে,
নারী নয়নে নাশায় দেয়, মরম-বাসে,

হাসি কমল হাসে,
লেখায় চকোরী যেথা চন্দ্র বসে ॥

[নর্তকীগণের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

[শিবিরমধ্যস্থ কক্ষ]

সময়—রাত্রি ।

পদ্মাকী ভাবিতে ভাবিতে আসিল ।

পদ্মাকী । আলো আরও নিস্তেজ ক'রে দিই, এই থাক । আজ সে
আসবে, আমার সে ! ইচ্ছে হ'চ্ছে ছুটে গিয়ে বলি, আমার মাপ
ক'রো । ব'ল্লে যদি আর না নেয় ? না, আর লুক্কো না । অতীত
গোপন রেখে নূতন জীবন পাতবো না । আমার আশ্রয়হীন পেয়ে,
পুরুষে কত মিছে আশা দিয়েছিলো, মিছের রাস্তায় যাবো না । সত্য
ব'লবো, আজ শেষ ক্ষমা চেয়ে নোব' । দেখবো পুরুষ ! নারীর
একটুতেই দোষ ধ'রো, তোমরাও দোষী কি না ।

(দ্বারে আঘাত শব্দ হইল ।)

কেও ?

নেপথ্যে জোহান মুহূর্তে কহিল—

বেগম সাহেবা ।

পদ্মাকী । ভেতরে আসুন না ।

পা টিপিয়া ধীরে ধীরে শঙ্কিতভাবে, সভয়ে, জোহানের প্রবেশ ।

জোহান । বল্ছিলুম, এদিকে কেউ নেই ।

পদ্মাকী । ভালই । হ্যা, আমার কাছে কি ক'ত্তে এসেছেন ?

জোহান। সে কি সাহেবা, তুমি যে অল্পগ্রহ করবে বলেছিলে ? তাঁটা
ক'জো ?

পদ্মাকী। না।

জোহান। তুমি কি আস্তে বলনি ?

পদ্মাকী। এখন আর আমি তোমার চাইনে।

জোহান। যখন একবার স্বীকার ক'রেচো, আর তুমি ত্যাগ ক'রে
পার'না, তুমি যে স্বীকার ক'রেচো, (পদ্মাকীর হাত ধরিল।)

পদ্মাকী। জোহান, তুমিই কি তোমার স্ত্রীকে স্ত্রী ধ'লে স্বীকার করনি ?
তবে কেন তাকে ত্যাগ ক'লে ? আজ যে দোষে তুমি দুষ্ট হ'তে
এসেচো, তার চেয়ে তোমার স্ত্রী কি বেশী দোষ ক'রেছিল ? আজ তুমি
পরনারীর হাত ধ'তে এসেচো, কুলনারী জেনেও আমার ব্যভিচারিণী
ক'ন্তে এসেচো, তুমি ত' ঠেলা হওনি ? সে, আজও ঠেলা কেন ? আমার
এই হাত ধরার পর, আজ সেই স্ত্রী যদি, তোমার সাম্নে আসতো,
সে কি তোমার ত্যাগ ক'ন্তো ? না জোহান, আজও সে তোমার,
সেই দেবতা ব'লে ভাবত', আজও, সেই রকম ক'রে, তোমার পারের
কাছে লুটিয়ে থাকতে চাইতো, অগতের সব ঐশ্বর্য্য, তোমার কুলনার,
তার নিকট একটা কপর্দক ব'লেও মনে হ'তো না।

জোহান। কে তুমি সাহেবা ?

পদ্মাকী। আমি ! আমি !! পরিত্যক্তা তোমার সেই পদ্মাকী।

(জোহানের পদতলে পদ্মাকী পতিতা হইল।)

জোহান। তুমি !

পদ্মাকী। (বসিরা) সেই আমি, সুখের দিকে চেয়ে দেখো, সেই আমি
(উঠিয়া) সেই ছেলেবেলার, সেই কুঁড়ে ঘরে, তোমারি হাতে পড়া,
সেই, তোমার সেই খেলার জিনিষ। আমার পারে রাখো, মাগ করো,
তুমি ত্যাগ ক'রেচো, বর্জন ক'রেচো, আমি তোমার, তবু আমি

তোমার। হিন্দু-বিবাহ ত্যাগের নয়, বর্জনের নয়, এ জীবনের সাধী,
এ মরণের সাধী।

জোহান। এসো পদ্মা, তোমার নিয়ে আমি নূতন সংসার পাতি।

(আবেগভরে পদ্মাক্ষীকে ধারণ করিতে বাইল।)

পদ্মাক্ষী। না, না, তখন হ'লে ঠিকতো, এখন আমি বিধবী।

জোহান। আমার দোষ ভুলে যাও, আমার মন ছেনেচে তুমি কি, আমার
সুখী কর, আমার গৃহবাসী কর।

পদ্মাক্ষী। স্বামী, প্রভু! এতদিনের শর এ কথা শোনালে কেন?
আগে যদি এ কথা ব'লতে, আগে যদি এই রকম ক'রে পারে রাখতে,
ধর্ম ত্যাগ ক'ন্তে হ'তো না, স্বজাতির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সর্বনাশের
আশ্রয় জালাতে হ'তো না। তখন যদি সমাজ দয়া ক'ন্তেন, তাঁদের
ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গ্রাম্য মলাদলিকে, ধর্মের আবরণ দিয়ে, তাঁদের
হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ না ক'ন্তেন, আমাদের উভয়ের চোখ স্বজাতির
সর্বনাশের পরিবর্তে, স্বজাতিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উন্মোগী
থাকতো।

জোহান। এসো পদ্মা, আবার আমরা সংসার পাতিয়ে শান্তিময় জীবন
অতিবাহিত করি।

পদ্মাক্ষী। না প্রভু! যখন দেশদ্রোহী হ'য়েচি, ধর্মত্যাগ করেচি, ব্রাহ্মণ
হ'য়ে চ'ণ্ডালের প্রতিহিংসা নিয়েচি, তখন এ জীবন বর্জন ক'ন্তেই
হবে। যদি অপরাধ ভুলেচেন, গ্রহণ ক'রেছেন, আশীর্বাদ করুন,
অদ্রাস্তরে যেন স্বার্থ হিন্দুনারী হ'তে পারি, যেন এই আপনাকে সুখী
ক'ন্তে পাবি, যেন হিন্দু মা জননীদেব জায় আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা মূর্তিতে
সোণার বাংলার সোণার চরিত্র দেখাতে পারি।

(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পদ্মাক্ষী বন্ধে

ছুরিকা আঘাত করিল।)

জোহান। কি ক'লে, কি ক'লে, আমার রাজ্যের ক'ন্তে এনে কালানী -
ক'লে কেন? সারা জীবন ক'লুম কি? ভুলে, পত্নীত্যাগ করিচি,
জাতিত্যাগ করিচি, রাজ্যত্যাগ করিচি, ধর্মত্যাগ করিচি, আমারও এ
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত চাই। বসন্তসমীর গেয়ে, ফুল আপনি ফুটে উঠে-
ছিল, বাতাস গেয়ে আপনি ঝরে গেল। এক সন্দের খেলা ঘর, এক
সঙ্গেই ভেঙ্গে দি।

(বকে ছুরিকাঘাত ও পতন।)

পঞ্চম দৃশ্য।

(মুসলমান-শিবিরের অপর পার্শ্ব।)

চিন্তিত বক্তব্যারের প্রবেশ।

বক্তব্যার। কি রটনা, কি অনক্রতি, কুগ্রহ, কুগ্রহের বিড়ম্বনা! ভাগ্য,
আমার ললাটে জ্যোতির কিরণ ফুটিয়ে দিয়েছিল, অন্নমাত্র সৈন্ত নিয়ে
নদীয়া জয় হ'লো, আজ বিপুল বাহিনী নিয়ে, বিব্রত, উন্মত্ত ক'রে
তুলেচে। আমার সকল আশা, সকল উত্তম, সকল শ্রম, জীবনের সমস্ত
ধন, বিকল হ'য়ে গেলো, সাগর অতিক্রম ক'রে, কূলে এসে ডুবতে
হ'লো। যে বাহিনী বাহিনীবলে, আমি ধরণীর সকল জাতিকে ভুচ্ছ
জ্ঞান ক'ন্তেম, সে শক্তি আজ মুষ্টিমেয় বর্ষের রটনার সংজ্ঞাহীন।
হুনিয়ার মালিক, শক্তি দাও, বিপুল বাহিনীকে সংযত কর', রটনা
অবূলক বিশ্বাস করাত, অসত্যের বাহুতে বিজয়ী জাতিকে আর
মোহিত ক'রে দিও না।

অনৈক মুসলমান সহ-নায়কের প্রবেশ ।

সহ-নায়ক । সর্দার, সর্দার, অর্ধেক সৈন্ত নিয়ে হেয়াদ সহ নিয়ামৎ
নিরুদ্ধে ।

বক্তার । সে কি ! হেয়াদ অবিস্মারী !

সহ-নায়ক । দৈবর জানেন, জৌহান আর বাঘুর হত্যা নিয়ে কে রটিয়েচে,
যে আত্মহত্যা ক'লে, তবু বাঁশপাতা খাবার ভয়ে যেতে সম্মত
হ'লো না ।

বক্তার । সৈন্তেরা কি বলে ?

সহ-নায়ক । সকলেই বিব্রত, সকল সেনাই বিদ্রোহী হ'তে চায় । যে
রণপণ্ডিত একদিন অন্ন সৈন্ত নিয়ে বাঙ্গলা বিজয় ক'রেচেন, হায়
প্রভু ! তাঁর মস্তিষ্কের উপর, এখন সামান্য সৈন্তও নির্ভর ক'তে
অনিচ্ছুক ।

বক্তার । ক্ষুদ্র সৈনিক ! আক্ষেপ ক'রোনা, সংসার অতীত ভাবে না,
সহানুভূতি জানে না, নিজের কার্যাই বোঝে । হুকুম দাও, বাঘামতীর
পথ ধ'রে সৈন্ত বজের অভিমুখে আবার ফিরুক ।

[উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

বাঘামতী নদীতীর ; সম্মুখে পার্শ্বতা-সেতু ।

দূরে বৃক্ষাবলী । সমর—অপরাক্ষ ।

হায়দর ও জেহাত উপবিষ্ট, পান-পাত্র হস্তে

মোল্লাবেশী ধর্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্মগিরি । কি জনাব আলি, বয় গরম লাগচে ? হাওরা খাইবার

আইচেন ? ঠাণ্ডাই দিয়া হরবৎ বানাইয়া আনছি, ইচ্ছা হয়, খাইবার
পারেন।

হারদর। ক্ষেতি কি, দাওনা, উঃ, কি গুন্ট ক'রেচে দেখেচো ?

(গ্রহণ ও পান।)

ধর্মগিরি। আরে দোন্ড ভইয়া পিয়েন, হেহা না আইলে কি মজা ?
পিয়েন, পিয়েন, আপনিও পিয়েন।

(জেহাতের হস্তে দান এবং তাহারও পান।)

এহানকার একটা ক্যাচ্চা শোন'বা ? "আম পুরং পেহু, আম বাবুর
বাসাত, খাইবার দিল রান, হাও রাম রাইতা, রাধা পাকা, রাধা
কাচা", কেমন ঠাক্ছে ?

হারদর। দেখ, দেখ, আমি যেন আস্মানে ভাস্চি।

ধর্মগিরি। আইবো না ?

বাদাম দিছি, কিচমিচ্ দিছি, আর দিছি হসা।

হরবৎ খাইয়া ভূতির পুং আইবো নিদান দশা ॥

ক্যাতাবে ল্যাখ্ছে, আইবো না ?

জেহাত। আমি যেন ঘুন্চি, আমি যেন ঘুন্চি।

ধর্মগিরি। ঘুবোনা ? ক্যাখাই রামপাক্ লাগাই দিছি ?

হারদর। বড় গরম, বড় গরম।

জেহাত। প্রাণ যেন ছিট্কে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ধর্মগিরি। (উভয়ের হস্তধারণপূর্বক) চাচা, এহন বন্দর সন্তানের নাগাল
আইসেন।

[উভয়ে উঠিল ও মোদার সহিত গেল।]

উভয়ে। বড় গরম, বড় গরম।

(গাত্র-বস্ত্রত্যাগ।)

ধর্মগিরি । • হুম্মুন্দি ডাবকাইছে । এইবার উদ্দি রাহেন, পোষাকটা খুইয়া
 ডান, হুম্মুন্দি কণা বল্‌বার আগেই শোন্‌বার লাগ্‌ছে । আমাগোর
 হাতিয়ার জ্ঞান, এহন নদীর দারে আইসেন । হুম্মুন্দি কণা বল্‌বার
 আগেই শোন্‌বার লাগ্‌ছে । এহন কুতার মত কাঁপাইয়া পরেন ।

(যোদ্ধার কথামত উভয়ে কার্য্য করিতে লাগিল ও
 শেষে নদীতে কাঁপাইয়া পড়িল ।)

হারদর । (জলে) উঃ—

জ্বহাত । (জলে) বড় গরম ।

(ধর্মগিরি বংশীধ্বনি করিল ও দুইজন
 হিন্দু-সৈন্ত আসিল ।)

ধর্মগিরি । এই পোষাক প'রে, এদের অধীনস্থ সৈন্তদের বিপথগামী করো,
 পার্শ্বত্যাগে সকলে রুদ্ধ থাকুক ।

[পোষাক লইয়া হিন্দু সৈন্তদ্বয়ের প্রস্থান ।

অপর দিক হইতে সেতুর উপর দিয়া

ঋবসেনের প্রবেশ ।

ঋবসেন । বাহিনী সহ বক্তির উপস্থিত, সেতু ভাঙ্গুন, সেতু ভাঙ্গবার
 আদেশ দিন ।

ধর্মগিরি । লুকা কোথায় ?

ঋবসেন । সে অর্দ্ধ সৈন্ত নাশ ক'রে পার্শ্বত্যাগে ।

ধর্মগিরি । (বিভিন্ন বংশীধ্বনি করিল) প্রস্তুত হও, শত্রুর প্রয়োগ কর' ।

(ঋবসেনের প্রতি) এসো, উচ্চভূমি অধিকার করি ।

(উত্তরের প্রস্থান ও শত্রুর শব্দ হইল ও তৎসহ সেতু

ভাঙ্গিয়া পড়িল । কোঁচ, মেছ, তিহিক্‌সৈন্তগণ

বৃক্ষে বৃক্ষে দেখা দিল ।)

নেপথ্যে বক্তার। (সেতুর অপর দিকস্থ পার্শ্বতা প্রদেশে হইতে)।

পার্শ্বতাপথ কেঁপেচে, হুঁসিয়ার, সৈন্তগণ! আবার হুঁসিয়ার, সাবধান,
সাবধানে সকলে অগ্রসর হও।

(পার্শ্বতা প্রদেশে বাহিনী সহ বক্তার দেখা দিল।)

দ্রবসেন। তাই সব দিন পেয়েচো, তোমাদের সুযোগ দিতে, আকাশ মেঘ-
মালায় সেজেচে। তীরন্দাজ তীর ছোড়, এক প্রাণীকেও ফিরে
যেতে দিওনা।

বক্তার। কি ছৰ্যোগ, কি ছৰ্যোগ, মেঘ-মালায় গগন আবৃত ক'রে,
অন্ধকারে সমস্ত ধরনী ব্যাপ্ত হ'রে গেল। (মেঘ-গর্জন ও বৃষ্টিপাত।)
সাবধান, সকলে সাবধান, শরজালে মেদিনী আচ্ছন্ন ক'রে। লক্ষ্য
কর, আবার লক্ষ্য কর'।

সৈন্তগণ। উঃ, উঃ, (শরবিদ্ধ হইয়া সৈন্তগণ পর্তগাত্রে
পড়িতে লাগিল।)

অপরসৈন্ত। পাহাড় কাঁপ্চে, পাহাড় কাঁপ্চে,
বক্তার। সৈন্তগণ, নির্ভয় হও, সাহস কর, বাহুমন্ত্র সব উড়ে যাবে,
সেতুর অপর পারে আর কোন বাধা থাক্বে না, আক্রমণ কর',
অগ্রসর হও।

সহ-নাযক। সেতু নেই।

সৈন্তগণ। সর্দার, সর্দার, পাহাড় ধসলো!

(বৃষ্টিপাত মেঘ-গর্জন ও বিছাৎ হানিতে লাগিল।)

এবং পর্তের একাংশ ধসিয়া পড়িল।)

বক্তার। ছয়মণী, চারিদিকে ছয়মণী, নির্ভীক সৈন্তগণ! ভীত হ'য়ো না,
অগ্রসর হবার উপায় নেই, পশ্চাতে ফেরবার উপায় নেই। বীরগণ!
বীরের জায় বুকু নাও; যদি পার একজনও সম্রাটকে সংবাদ দিও।

আমার নাম নিয়ে দূত করে অস্ত্রধারণ কর'; পদাতিক, হাতিয়ার নাও; অশ্বারোহী অশ্বসহ ঝম্প প্রদান করুক। স্বরণ রাখো, “না ইয়া দিন রহা, না রহে গা।”

(বক্তাব্যয়ের নদীতে ঝম্প-প্রদান ও মুসলমান

সৈন্তগুণের তদনুসরণ।)

ধর্ম্মগিরি। ওই, ওই, ওই প'ড়েচে, তীর ছোড়', ধরো, হত্যা করো, পতাকা কাড়ো।

(ধর্ম্মগিরি ও ধ্রুবসেন উভয়ের পতাকা লইতে

নদীতে ঝম্প-প্রদান)

সপ্তম দৃশ্য।

সোণারগাঁ, —রাজপথ।

প্রহরী ও সাধানন্দের প্রবেশ।

প্রহরী। হ্যা সন্নিসী ঠাকুর, তুমিও যে সোণারগাঁয়ে?

সাধানন্দ। রাজার মত রাজার রাজ্যে থাকব' ব'লে। আমি ভিন্নজাত, আমি চিন্‌লুম, কিন্তু তোদের দেশের সকলে এখন' তাঁকে চিন্তে পারেনি, নইলে কেয়ার আশ্চর্য্য হ'স? চের দেশে চের লোক জন্মায়, একটা লোকের নাম কর দেখি, যিনি সমাজের প্রত্যেক লোকটিকে পর্য্যন্ত শাসনে এনেচেন, জা'তের প্রত্যেকটির রাজ্যগারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচেন, দেশের ক্ষুদ্রতম লোকটিরও বংশাবলী কুলাচাৰ্য্যের কাছে রেখেচেন, প্রত্যেক বংশের বড় লোকদের নাম মনে করিয়ে, তাঁদের বংশাবলীকে বড় হ'তে উৎসাহিত ক'ছেন; বুদ্ধে, সংস্কারে, সমাজে, ধর্মে, শিল্পে, সবদিকেই অগ্রণী, মাহুয়ের মধ্যে মহারাজ বজাল

ছাড়া একটা দেখা ; আর দেখা, আর একটা মহারাজ লক্ষ্মণ, যে সেই *
 বাপের ওপর টেকা দিয়ে বার। তোদের গোড়া দেশে যদি এঁদের
 জন্ম না হ'তো, দেখতিন্, এই এঁদেরই মূর্তি ঘরে ঘরে গড়িয়ে, দৈনিক
 উৎসব হ'তো, দৈনিক পূজা হ'তো। নিজের জা'ত, তাই তোদের
 কাছে দর নেই। হিন্দুবঙ্গবাসীকে প্রীতি-প্রহরে, প্রতিদণ্ডে, প্রতি-
 মুহুর্তে, তারা কে, যদি এখন' কেউ বুঝিয়ে থাকে, ত' এই পুণ্যলোক
 বঙ্গাল, এই বাঙ্গালীর বঙ্গাল, এই রাজা বঙ্গাল, সকলের বঙ্গাল।
 প্রহরী। তুই যে বড় 'মন খুলে' সুখ্যাৎ ক'চ্চিস্, তোর জা'ততাই
 যদি শুনতে পার ?

সাধ্যানন্দ। পেলেই বা তাই, দেশের লোকের সুখ্যাৎ ক'রবো, রাজার
 সুখ্যাৎ ক'রবো, বাপের সুখ্যাৎ ক'রবো, এতে কারুর মনে লাগে
 না। বাঙ্গলার সুখ্যাতের লোক আছে, জঁষর করুন, বাঙ্গলার আরো
 সুখ্যাতের লোক হ'ক।

[সাধ্যানন্দের প্রস্থান।]

প্রহরী। হও তুমি ভিন্নজাত, তোমার পারের খুলো নিতে ইচ্ছে হয়।

[প্রহরীর প্রস্থান।]

রুক্মকেশ ও ছিন্নবসনে, বিকৃতাক্র ভূঙ্গসেনের প্রবেশ।

অপর দিক দিয়া জনৈক লোক আসিল।

ভূঙ্গসেন। তিক্কে দাও বাবা, তিক্কে দাও, আমি বড় নাচার।
 জনৈক লোক। এ দেশে তিক্ক ! এ সোণার বাঙ্গলার খেঁক তুমি
 অয়ের কাঙ্গাল ? রাজার ধর্ম্মশালার যাও, চিরদিন থাকবে পার'বে ;
 বার বাড়ী গিয়ে উঠবে, সেই তোমার পাত পেতে ভাত দে'ব।
 ভূঙ্গসেন। হ্যা, যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি বাবা, জানতুম না, জানতুম না।

[জনৈক লোকের প্রস্থান।]

এই শরীর দেখাতে, হবে ? তাই দেখাতে বাবো ? না।

(নিখাস ফেলিয়া) চোরে অর্থ নিলে, মুসলমানে ধর্ম নিলে, স্বার্থে
 বিশ্বাসী নধম্ব নিলে, দেবতা বাদী হ'য়ে স্বাস্থ্য নিয়ে গেলো। আমার
 মত আর কেউ হ'য়ো না, দেবতার অভিসম্পাত, গা দিয়ে বেকুবের,
 চ'ক দিয়ে ফুটবে, আমার মতন পেয়েও রাখতে পারবে না, ভোগে
 হবে না, বাঙ্গলার গৌরবকে, নিজের বুদ্ধির দোষে, নষ্ট ক'ন্তে
 যাওয়ার এই ফল, নাস্তীর নামে বদনাম রটানর এই ফল।

[ভৃঙ্গসেনের গ্রন্থান।

গাহিতে গাহিতে শূদ্রাণীর প্রবেশ।

শূদ্রাণী।

গীত।

অহো নীল নভঃ, বিশাল বিশ্ব ভব,
 রটে মহিমা তব, অনন্ত অপার।
 অনিল বহে, দহে অনল বাড়ব,
 মেঘ বর্ষে নমি, আজ্ঞা তোমার ॥
 কনক-কাস্তি-কর ভান্ন নভাজে,
 রক্ত সুধাকর, ভাতিত রঙ্গে,
 মঙ্গল সঙ্গীত, গায় বিহঙ্গে
 অধরে উজ্জল তারকা হার ॥
 গন্ধে আনন্দে, কুসুম সুবাসে,
 গুঞ্জে ভৃঙ্গ পীযুষ পিয়ারে,
 লীলা বিলাসে, মঙ্গল ভাবে
 সুর, মূনি, সিদ্ধ-নর অনিবার ॥

[শূদ্রাণীর গ্রন্থান।

অষ্টম দৃশ্য ।

হান ;—সোণারগাঁ রাজবাটা ।

লক্ষ্মণসেন । আজ গ্রহরীষার মনে পড়চে, বিজয়ী পিতার, গৌরবময়
সেই স্তম্ভের সেতু, সেই সাগরদীঘি, সেই ঢোলসমুদ্র, সবই যেন চ'থের
সামনে ভাসচে । সেই বনকুসুমশোভিত, ফলগন্ধে আমোদিত
বনরাজী, অনন্ত আস্থানে জানিয়ে দিচ্ছে, সব যাবে, অনন্তের লয়ময়
কোলে সব নষ্ট হবে, সত্য, চির সত্য, তবু, তবু যদি একবার জয়
দেখতেম ।

সুবেগের প্রবেশ ।

সুবেগ । ধর্ম্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী হ'ন, বস্ত্রিয়ার পরাজিত ।

লক্ষ্মণসেন । (উঠিয়া) সুবেগ, সুবেগ, বলো, আবার বলো, এ সংবাদ

কি সত্য ?

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি ! সত্য, ক্রবসত্য, ধর্ম্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী
হ'য়েছেন । (পতাকা হস্তে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ) দেশ-বৈরী প্রারম্ভিত
ক'রেচে, এই আপনার গচ্ছিত টাকার স্তম্ভ, এই সেই স্বর্ণ-সুর্ঘ্য-
অঙ্কিত মহারাজ বলালের পতাকা ।

বেগে ক্রবসেনের প্রবেশ ।

ক্রবসেন । আর্ঘ্য, আর্ঘ্য ! আজ বাঙ্গালী সপ্তদশ অখায়োদ্যৈয় ডরে
পালায়নি, আজ তারা বিজয়ী, আজ তারা বীর ।

লক্ষ্মণসেন । ভাই, ভাই, আলিঙ্গন নাও, ভাই ভিন্ন ভায়ের বাঁধনা কেউ
বোঝেনি । বলো সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয় । সমবেত সভ্যমণ্ডলী !
সকলে শুনুন, আজ হ'তে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী, আমার পুত্র নয়,
ক্রবসেন তুমি, আজ হ'তে তুমিই রাজ্যেশ্বর ।

ঋবসেন। রাজা, রাজা,

(ঋবসেন নতজামু হইয়া প্রণাম করিল, মহারাজ
তাহার মস্তকে আশীর্বাদী হস্ত দিলেন।)

লক্ষ্মণ। বৃদ্ধের আশীর্বাদ নাও, সত্যে, ধর্ম্মে, গো ব্রাহ্মণে, বিপন্নে,
শরণাগতে, আশ্রয় দ্যুও কৃতী হও ; বঙ্গমাতা, তাঁর প্রত্যেক সম্মানকে
জ্ঞাননিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণরূপে দেখতে চান।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। পাহাড়-চূর্ণ বঙ্গালের গৌরব নয়, কোলীভূপ্রথা বঙ্গালের
গৌরব নয়, জাতির প্রত্যেকের কার্য্য-নির্দেশ বঙ্গালের গৌরব নয়,
অপরিসীম দান বঙ্গালের গৌরব নয় ; পূর্ব্ব-গগনের জ্যোতিষ্মান-সূর্য্য,
মহারাজ বঙ্গালের আপনিই গরিমা, যে অন্তর্বিজ্রোহ দমন ক'ন্তে
তিনি পারেননি, আপনি তাই ক'রেচেন। রাজা, রাজা, আপনিই
বঙ্গাল-গৌরব!!!

(স্ববনিকা পতন।)